বাংলার-গৌরব

বা

রাজা গণেশ

(ঐতিহাসিক নাটক)

[ক্যালকাটা-নাট্যবীথীতে অভিনীত]

মৈথিলী, দিবাবসান, কালচক্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

সুবিখ্যাত নাট্যকার

শ্রীনবকৃষ্ণ রায় প্রণীত

* উৎসর্গ *

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী ছবিরাণী চট্টরাজ

দ্বিতীয়া কন্যার করকমলে।

ভূমিকা

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া পরগণায় গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী নামে এক প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ-জমিদার ছিলেন। সপ্তদুর্গা নগরী তাঁর রাজধানী ছিল। বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় সামসুদ্দীন তখন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সামসুদ্দীন অতি বিলাস-পরায়ণ ও অত্যাচারী নবাব ছিলেন। তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আজিম শাহকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত ক'রে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার তদানীন্তন রাজশক্তি তত প্রবল ছিল না ব'লে জমিদারগণ নামে মাত্র বঙ্গেশ্বরের অধীনতা স্বীকার ক'রে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতেন। এই সকল জমিদারগণের মধ্যে গণেশ নারায়ণই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী।

বাংলার রাজশক্তির দুর্ব্বলতা দেখে গণেশ নারায়ণের মনে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশা বলবতী হ'য়ে উঠলো। তিনি অন্যান্য হিন্দু-জমিদারগণকে একত্রিত ক'রে তাঁদের মধ্যে হিন্দু-স্বাধীনতার উদ্দীপনা আনয়ন করেন এবং অত্যাচারী দ্বিতীয় সামসুদ্দীনকে গৌড়ের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করতে হিন্দু-জমিদার ও দেশবাসীকে উত্তেজিত করেন। গণেশ নারায়ণের আশা ফলবতী হ'য়েছিল। তিনি সামসুদ্দীনকে পরাস্ত ক'রে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

মাত্র সাত বৎসরকাল তিনি স্বাধীনভাবে সমস্ত বাংলাদেশ শাসন ক'রে-ছিলেন। তাঁর শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিপুল সদ্ভাব দেখা গিয়েছিল। তাঁর শেষজীবন খুব অশান্তিতে কাটে। তাঁর তরুণ পুত্র

যদুনারায়ণ মৃত-নবাব আজিম শাহের কন্যাকে মুসলমান ধর্ম্মমতে বিয়ে করে। এতে রাজা গণেশ নারায়ণ মনে নিদারুণ আঘাত পান। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। নবাব-জাদীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ের সংবাদে তিনি দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। বাংলার গৌরব হিন্দু-কুলতিলক গণেশ নারায়ণ স্বল্প-স্বাধীনতার মূর্ত্ত আলোকে পাড়ি দিলেন বৈতরণী-পারে।

যাঁরা ঐতিহাসিক নাটক ভালবাসেন, এই "বাংলার গৌরব" নাটকটি তাঁদের কাছে সমাদর লাভ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে ব'লে মনে করবো।

পুস্তকটি প্রকাশ হওয়ার জন্য মেটিয়া-বুরুজ নিবাসী শ্রীযুক্ত শেখরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সমরকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইতি।—

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯৩১

বিনীত :—শ্রীনবকৃষ্ণ রায়।

চরিত্র-পরিচয়।

পুরুষগণ।

ভৈরব (পুরুষকার), গণেশ নারায়ণ (সপ্তদুর্গার রাজা), যদু নারায়ণ (ঐ পুত্র), নরসিংহ (ঐ মন্ত্রী), অবনীনাথ (সাঁতোরের রাজা), কালী-কিশোর (ঐ পুরোহিত), সামসুদ্দীন (বাংলার নবাব), দিলদার (ঐ বয়স্য), উজীর (ঐ উজীর), আজিম শাহ (সিংহাসন-চ্যুত বাংলার নবাব), নূর কুতুবল আলম (ফকির), রজত (গ্রাম্য যুবক), মণিলাল (যদু নারায়ণের বন্ধু), রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ (দস্যুদ্বয়), অনাথ (দরিদ্র বালক), গুপ্তচর, দূত, স্তুতি-পাঠকগণ, হামিদ (মুসলমান নাগরিক), হিন্দু-মুসলমান-সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ।

করুণা (গণেশ নারায়ণের স্ত্রী), শিপ্রা (সাঁতোর রাজ-কন্যা), আসমানতারা (আজিম শাহের কন্যা), সাকিনা (ঐ সহচরী এবং হামিদের পত্নী), অপর্ণা (গ্রাম্যযুবতী), দেবদাসীগণ, বীরাঙ্গনাগণ, স্তুতিপাঠিকাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বাংলার গৌরব

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য ঃ

সপ্তদুর্গা—বিষ্ণুমন্দির।

বেগে অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর; দুর্ব্বৃত্তদের কবল থেকে আমায় রক্ষা কর। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে দুর্ব্বৃত্তেরা আমার সর্ব্বনাশ করবে। কে কোথায় আছ রক্ষা কর।

দ্রুত রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের প্রবেশ।

রাম। কে আর রক্ষা করবে সুন্দরি, সন্ধ্যাবেলায় এই জনহীন প্রান্তরে? এখন ভাল চাও তো সোজা চ'লে এসো আমাদের সঙ্গে; চীৎকার ক'রে কোন লাভ নেই।

অপর্ণা। না-না, তুমি এসো না—তুমি এসো না; আমায় সন্ধ্যে-বেলায় এমন একলা পেয়ে আমার ধর্ম্মনষ্ট করতে এসো না। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও—আমায় বাড়ী যেতে দাও।

শ্যাম। শ্যামচাঁদ কখনো কোন সুন্দরীকে একা পেয়ে ছেড়ে দেয় না, বুঝলে সুন্দরি?

রাম। রামচাঁদও শ্যামচাঁদের মাসতুতো ভাই। দুই মাসতুতো ভাই এক জায়গায় হাজির। অতএব বৃথা চেঁচামেচি না ক'রে সটান চ'লে এস আমাদের সঙ্গে।

অপর্ণা। ওগো, তোমরা তো মানুষ! মানুষ হ'য়ে মানুষের উপর এত অত্যাচার করছো কেন? দয়া কর—দয়া কর, আমায় ছেড়ে দাও—আমায় যেতে দাও।

রাম। নাঃ, তুমি বড় বিরক্ত কর দেখছি। শ্যামা, ধরতো ছুঁড়িটাকে। ও ভালয় ভালয় আসবে না। ধর—ধর। (উভয়ে ধরিতে গেল)

অপর্ণা। না-না, আমায় ছুঁয়ো না—আমায় ছুঁয়ো না, আমার দেহ অপবিত্র ক'রো না।

রাম। রামের কাছে আর সতীত্বের বড়াই ক'রো না। তোমার মত কত শত সতীর সতীত্ব নষ্ট ক'রেছে এই রামা।

শ্যাম। এই শ্যামাও তাই। বৃথা কেন ছুটোছুটি ক'রে কষ্ট পাচ্ছ চাঁদ! এস, নইলে জোর ক'রে নিয়ে যাব।

রাম। কেন ভয় করছো সুন্দরি, একবার এসেই দেখ না আমাদের সঙ্গে! তোমায় খুব আরামে রাখব।

অপর্ণা। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় আর ওসব খারাপ কথা শুনিয়ো না। হিন্দুর মেয়ে আমি, ভদ্রবংশের মেয়ে আমি, বাংলার দুর্ব্বলা নারী আমি; আমার অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন ক'রে দিও না। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় যেতে দাও।

শ্যাম। এই যে দিচ্ছি। রামা, তুই মেয়েটার পায়ের দিকটা ধর, আর আমি মাথার দিকটা ধরি। দু'জনে ছুঁড়িটাকে পাঁজাদোলা ক'রে তুলে নিয়ে যাই চল।

অপর্ণা। সাম্‌নে দেবমন্দির দেখছ; দেবস্থানে এসেও তোমাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগে না? তোমরা কি নিষ্ঠুর!

রাম। হ্যাঁ, নিষ্ঠুর। আমরা নিষ্ঠুর—আমরা কাউকে ভয় করি না। এমন শিকার আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

অপর্ণা। ঠাকুর! ঠাকুর! তোমার মন্দিরের সাম্‌নে নারীর প্রতি দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার! এ তুমি কেমন ক'রে দেখছ ঠাকুর? হাসি তোমার থামাও। হাতের বাঁশী ফেলে দিয়ে অসি নিয়ে ছুটে এস সতীর ধর্ম্ম রক্ষা করতে—নারীর নারীত্ব বজায় রাখতে। ঠাকুর! ঠাকুর!

শ্যাম। ঠাকুর তোমার কালা, কাণে শুনতে পায় না।

রাম। ঠাকুর কাণা, চোখে দেখতে পায় না।

অপর্ণা। ঠাকুর! ঠাকুর! দুর্ব্বলের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সতীর সতীত্ব রক্ষাকারী নারায়ণ! রক্ষা কর—রক্ষা কর দয়াময়! আর মুহূর্ত্ত বিলম্বে সব যাবে। যাবে মান, যাবে ধর্ম্ম, যাবে সতীত্ব; নারীর সব চেয়ে বড় জিনিষ তার চলে যাবে। যাবে—সব যাবে; আবর্জ্জনার মত তার পিশাচ-কলুষিত দেহখানা পড়ে থাকবে তোমার মন্দিরের সামনে। নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্যাম। নারায়ণ অক্ষম—অসমর্থ।

রাম। নারায়ণ নেই।

অপর্ণা। নেই? নারায়ণ নেই? ওই যে—ওই যে নারায়ণ আমার চক্র হাতে ছুটে আসছে। ওই—ওই যে দুষ্কৃতদলনকারী আশ্রিত-বৎসল নারায়ণ দুষ্কৃত দমনে—আশ্রিত রক্ষণে আসছে উল্কাবেগে মাভৈঃ মাভৈঃ-রবে দিগন্ত কম্পিত ক'রে। দেখতে পাচ্ছ না—দেখতে পাচ্ছ না দস্যু, বিগ্রহ কেঁপে উঠছে! দানবের করে মানবের রক্ষায়, লম্পটের হাতে

রমণীর পরিত্রাণে ওই যে নারায়ণের পাষাণমূর্ত্তি রক্ত-মাংসের শরীরে রূপান্তরিত হ'য়ে আসছে। দয়াময়! দয়াময়! এই নির্ম্মম পিশাচদ্বয়ের কবল থেকে অপর্ণাকে রক্ষা কর।

শ্যাম। অপর্ণা, অপর্ণা। তোমার নাম বুঝি অপর্ণা?

অপর্ণা। না-না, ভুল বলেছি। আমার নাম অপর্ণা নয়—আমি অপর্ণা নই। আমি শুধু নারী—বাংলার অসহায়া দুর্ব্বলা নারী। আমি নামহীনা—পরিচয়হীনা নারী। তোমরা আমার পথরোধ ক'রে দাড়িয়ো না; আমায় যেতে দাও।

শ্যাম। তা কি হয় সুন্দরি! সন্ধ্যার অন্ধকারে এমন জনবিরল স্থানে তোমায় একলা পেয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?

রাম। তা হয় না অপর্ণা, তা হয় না। মেয়েছেলে তুমি, একা রাত্তিরে কোথায় যাবে? তার চেয়ে আজ চল আমাদের সঙ্গে আমাদের আস্তানায়। কাল সকালে উঠে বাড়ী যেও। কেমন, ঠিক বলছি না? (স্পর্শ করিতে গেল)

অপর্ণা। সাবধান, গায়ে হাত দেবে না!

শ্যাম। ফোঁস্! বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্কর। বলি, এত গর্ব্ব কেন? জান, এখনি তোমায় যা-তা করতে পারি?

অপর্ণা। না-না, তা পার না শয়তান। এখনো চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে, এখনো দিন-রাত হচ্ছে, এখনো মন্দিরে নারায়ণ মূর্ত্তি আছে। পার না, পার না তুমি আমাকে যা-তা করতে। তুমি পার আমার প্রাণ নিতে, কিন্তু ধর্ম্ম নিতে পার না।

রাম। যদি নিই, রক্ষা করতে পারবে তুমি?

অপর্ণা। পারবো।

রাম। কেমন ক'রে ?

অপর্ণা। যেমন ক'রে পেরেছিল দ্রৌপদী শয়তানের হাত থেকে তাঁর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করতে।

রাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুন্দরি, সে তো সে যুগের কথা! এ যুগের কথা বল।

শ্যাম। তুমিও দ্রৌপদী নও, আর তোমার কেষ্টচন্দ্র এখনই ছুটে আসছে না তোমার ডাকে। এ যুগে ঠাকুরকে যতই ডাকো না কেন, সে আসবে না।

অপর্ণা। আসবে—নিশ্চয় আসবে, ডাকার মতো ডাকলেই ঠাকুর নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। দেখবে—দেখবে শয়তান, ঠাকুর আসে কিনা; দেখবে—দেখবে নরপশু, ঠাকুর আমায় রক্ষা করতে পারে কিনা! ওই দেখ—ওই দেখ, মন্দির-প্রাঙ্গন কেঁপে উঠছে; পাপিষ্ঠের করালগ্রাস হ'তে সতীধর্ম্ম রক্ষা করতে চক্রকরে চক্রধারী ছুটে আসছে। পালা—পালা দস্যু, আমায় ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে সত্বর পালা; নইলে তাঁর হাতে তোদের রক্ষা নেই।

রাম। না, সহজে হবে না দেখছি। শ্যামা!

শ্যাম। বল্।

রাম। আর দেরী নয়। এ নিজে যাবে না; চল, জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাই।

[রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ অপর্ণাকে ধরিতে উদ্যত হইল,
অপর্ণা আত্মরক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

রাম, শ্যাম। এইবার ? (ধরিয়া ফেলিল)

অপর্ণা। ঠাকুর—ঠাকুর! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না ? তুমি কি

দেখতে পাচ্ছ না? আমার যে সব যায়। হায়-হায়, নারীর নারীত্ব আজ পশু-করতলগত—সতীর সতীত্ব আজ দস্যু-কবলিত! কেউ নেই—কেউ নেই। নারীর নারীত্ব রক্ষা করতে—নিঃসহায়া দুর্ব্বলার চোখের জল মুছিয়ে দিতে আজ কেউ নেই। কি হবে—কি করবো আমি? ওঃ, কি ক'রে আমার নারী-সম্ভ্রম পিশাচের অত্যাচার থেকে রক্ষা করি! বাংলার কুলনারী আমি, সতীত্ব রক্ষা করতে আর কতক্ষণ দস্যুর সঙ্গে লড়াই করি? ঠাকুর—ঠাকুর! (অবসন্ন হইয়া পড়িল)

দ্রুত গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। ভয় নাই—ভয় নাই আর্ত্ত! এ কি! কে তোরা শয়তান?

রাম, শ্যাম। ওরে বাপ্ রে!

[সভয়ে প্রস্থান।

অপর্ণা। ঠাকুর—ঠাকুর, তুমি এসেছ?

গণেশ। কে—কে তুমি? আলুলায়িত-কেশা বিস্রস্ত-বসনা দস্যুকর-কবলিতা নারি, কে তুমি? ওঠ মা, ভয় নেই!

অপর্ণা। (উঠিয়া বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে গণেশ নারায়ণের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া) ঠাকুর—ঠাকুর! এঁ্যা, আপনি—মহারাজ! পিতা—পিতা, ভয়ত্রাতা পিতা, অনাথার রক্ষা করুন!

গণেশ। (অপর্ণাকে উত্তোলিত করিয়া) ওঠো মা! তুমি আমায় পিতা ব'লে সম্বোধন ক'রেছ, আজ হ'তে তুমি আমার কন্যা-সদৃশা। বল তো মা, কে তুমি, আর ওই নরপশু দুটোই বা কে?

অপর্ণা। রাজাধিরাজ গণেশ নারায়ণের দীনতম এক প্রজা-কন্যা আমি। সন্ধ্যার স্বল্প অন্ধকারে আমি একাকিনী জল আনতে এসেছিলাম; ওই

নরপশু দুটো অসৎ ইচ্ছায় আমাকে জোর ক'রে ধরে এনেছিল। আমি জানি না, ওরা কে।

গণেশ। অসহায়া দুর্ব্বলা রমণি, দস্যুকরে তোমার লাঞ্ছনার জন্য দায়ী আমি, অন্য কেউ নয়। সপ্তদুর্গার রাজা আমি, দেশের শাসক ব'লে পরিচয় দিই, কিন্তু রাজ্যে আমার একি অত্যাচার! বিশ্বমাতার অংশোদ্ভূতা নারি! তোমার সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে দস্যুগণ, আর আমি এর প্রতিবিধান করতে পারছি না!

অপর্ণা। মহারাজ, ওরা পালিয়েছে বটে, কিন্তু আপনি চলে গেলে ওরা আবার আসবে।

গণেশ। তোমার ভয় নেই মা। দুর্ব্বৃত্ত শয়তান! কোথায় পলাবি তোরা গণেশের অধিকার থেকে? তোদের শাসন করতে তোলপাড় ক'রে তুলবো সমগ্র বাংলাদেশ। অপদার্থ বাংলার নবাব! তুমি সর্ব্বদা ভোগ-বিলাসেই মত্ত আছ, প্রজার শুভাশুভ দেখছো না। তাই সারা বাংলা আজ দস্যুর তাণ্ডব-লীলাভূমিতে পরিণত হ'য়েছে। অত্যাচারে প্রপীড়িত বাংলার নরনারী বিপদ্ সাগরে নিমজ্জিত হ'য়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। সামান্য ভূম্যধিকারী আমি। দেখি দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বন্ধ করতে পারি কিনা।

অপর্ণা। মহারাজ, দস্যুদ্বয়ের কথায় আমি জানতে পেরেছি, ওদের নাম রামচাঁদ—শ্যামচাঁদ।

গণেশ। রামচাঁদ—শ্যামচাঁদ! এ নাম আমিও শুনেছি। সারা উত্তর-বঙ্গ এদের নাম শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে। এরা দুর্দ্ধর্ষ, এরা ভীষণ দস্যু। এদের নাম শুনে শিশু মাতৃস্তন্য বন্ধ ক'রে আতঙ্কে শিউরে উঠে, রমণী গৃহের বাহির হ'তে পারে না, পাছে দুর্ব্বৃত্তদের করাল কবলে পড়ে।

আমি এর প্রতিবিধান করবো। প্রয়োজন হ'লে গৌড়েশ্বরের সাহায্য নিয়েও দুরাত্মাদের দমন করবো।

অপর্ণা। আপনি দুর্ব্বলের রক্ষক, তাই নারায়ণ পাঠিয়েছেন আপনাকে এই লাঞ্ছিতাকে উদ্ধার করতে।

গণেশ। নারায়ণ! সন্ধ্যাকালে তোমার মন্দিরে এসেছিলাম সন্ধ্যাহ্নিক করবার উদ্দেশ্যে, এসেছিলাম ভক্তি-উপহার নিয়ে তোমার ওই রাঙা চরণ দু'টী পূজা করতে। অশ্রুজলে আজ সে পূজা সমাপ্ত হ'ল। (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন) চল মা, তুমি আমার সঙ্গে আমার গৃহে চল। কল্য প্রাতে আমি এর ব্যবস্থা করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সপ্তদুর্গা—প্রাসাদ-দ্বার।

গীতকণ্ঠে অনাথের প্রবেশ।

গীত।

অনাথ।—

যদি মানব জনম তুমি দিয়েছ,
তবে মানুষ হইতে কেন দাও না।
আহার দিয়েছ অঢেল এ দেশে,
তবে কেন সবে খেতে পায় না।

মোদের শ্যামল বঙ্গ শস্যে ভরা,
পারে না বহিতে নদী জলধারা,
কেন জ্বলে অঙ্গ তবে গো ক্ষুধায়,
জল-পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়,
একি তোমারি বিধান না মানুষের দান,
আমি ভেবে কিছু ঠিক পাই না ॥

করুণার প্রবেশ।

করুণা। প্রাণের আবেগ ভরা মনের আবেদন নিয়ে করুণ সুরে কে তুমি এ গান গাইছ ?

অনাথ। আমি ভিখারী বালক মা।

করুণা। ভিখারীর তো এ গান নয় বালক! বল, কোথায় তুমি এ গান পেলে ?

অনাথ। কোথায় পেয়েছি মনে নেই মা, তবে এ গান গেয়ে আমি অনেকদিন ভিক্ষা চেয়ে এসেছি।

করুণা। এ গানের অর্থ তুমি জান ?

অনাথ। না মা।

করুণা। তবে এমন বুকভরা বেদনসুরে গাও কেমন ক'রে ?

অনাথ। কি জানি! আমার এ গান,—যা কেউ কোনদিন মন দিয়ে শোনেনি, তা তোমায় এত ভাল লাগলো কি ক'রে ? তোমার খুব দয়ার শরীর। তুমি কে মা ?

করুণা। আমি এই রাজবাড়ীর এক সামান্য স্ত্রীলোক।

অনাথ। কিন্তু সামান্য যারা, তারা তো ভিখারীর সঙ্গে অত কথা কয় না। তুমি সামান্য নও।

করুণা। তবে তোমার কি ব'লে মনে হয় ?

অনাথ। তুমি মূর্ত্তিমতী দয়া—স্নেহময়ী মা।

করুণা। আমায় তুমি উচ্চে তুলে দিচ্ছ বালক ?

অনাথ। উচ্চে তো তুলছি না মা।

করুণা। তবে এত কথা বলছো কেন ?

অনাথ। আমার মনের ভাবটাই বল্‌ছি মা।

করুণা। মনের ভাব ?

অনাথ। হ্যাঁ মা, মনের ভাব। যে নারীকে দেখে আপনা হ'তে মাথা নীচু হ'য়ে যায়, মা ব'লে যাকে ডাকতে ইচ্ছে করে, সেই নারী তো মহীয়সী—সেই তো করুণাময়ী মা !

যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। মা।

করুণা। বাবা।

যদু। কার সঙ্গে কথা কইছ মা ?

করুণা। ভিখারীর সঙ্গে, পুত্র !

যদু। ভিখারীর সঙ্গে ? কি আশ্চর্য্য ! তুমি না সপ্তদুর্গার অধিশ্বরী ! তুমি না সমগ্র ভাতুড়িয়ার মহারাণী !

করুণা। তাতে আর কি হ'য়েছে পুত্র ? সপ্তদুর্গার অধিশ্বরীর কি কারু সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ ?

যদু। নিষেধ নয় মা, তবে ভিখারীর সঙ্গে—

করুণা। ভিখারীও মানুষ যদু, ভিখারীও মানুষ। মানুষ হ'য়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলা দোষনীয় নয়।

অনাথ। মা—

যদু। কথা বলতে শেখ ভিক্ষুক। বল, মা মহারাণী।

অনাথ। মা মহারাণি!

করুণা। বল ভিক্ষুক, কি বলবে।

অনাথ। আমি আপনাকে চিনতে না পেরে আপনার সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন মহারাণি।

করুণা। দোষ তোমার কোথায় বালক?

যদু। ভিখারী হ'য়ে মহারাণীর সঙ্গে কথা বলা,—এই তো ওর দোষ মা। ভিখারি, তুমি এখন যাও। [অনাথের প্রস্থান।

করুণা। ভিক্ষা না দিয়ে ভিখারীকে তাড়িয়ে দিলে?

যদু। তাতে আর হ'য়েছে কি?

করুণা। বলিস্ কি! ওরে, অতিথি যে নারায়ণ!

যদু। তা ব'লে তোমার ওই ভিখারী নারায়ণ হ'তে পারে না।

করুণা। কে বলতে পারে পুত্র, ভিখারীর বেশে নারায়ণ আমাদের ছলনা করতে আসেননি? ওরে, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই যে নারায়ণের অস্তিত্ব বিদ্যমান! জীবকে ঘৃণা করা মানে নারায়ণে অবজ্ঞা করা। যদু, দরিদ্র-নারায়ণকে খেতে না দিয়ে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলি! এ তুই কি করলি পুত্র?

যদু। আচ্ছা মা, ওই ভিখারীটাকে তাড়িয়ে দেওয়ায় তোমার যদি এতই দুঃখ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আজ নারায়ণের মন্দিরে ভাল ক'রে পূজা দিয়ে ভোগের ব্যবস্থা কর না কেন?

করুণা। তা হয় না যদু, তা হয় না; নারায়ণ তাতে সন্তুষ্ট হন না। ওরে, দরিদ্রের সেবাই যে নারায়ণ-সেবা! ভিখারীকে ভিক্ষা না দিয়ে,

তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে খুব ধূমধাম ক'রে নারায়ণের পূজা দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন না ; দরিদ্রের সেবাই তাঁর সেবা—দরিদ্রকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট হন।

যদু। নারায়ণ—নারায়ণ। কিসে তোমার নারায়ণ সন্তুষ্ট হন জানি না। একজন অস্পৃশ্য জীর্ণবাস পরিধারী ভিক্ষুককে প্রশ্রয় দিলে যে তিনি সন্তুষ্ট হন, এ কথার মানে আমি বুঝতে পারি না। এ কু-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

[প্রস্থান।

করুণা। ওরে পুত্র! ওরে নারায়ণে অবিশ্বাসী যুবক! এ কু-সংস্কার নয়। সৃষ্টির আদি থেকে যাঁর অস্তিত্ব—যাঁর মহত্ব—যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনাদি-কাল ধ'রে ঋষিগণ প্রমাণ ক'রে আসছেন, যাঁর ইচ্ছায় এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটিত, সেই নারায়ণে বিশ্বাস, কুসংস্কার নয়। যদু—যদু! ওরে মূর্খ! ওরে দাম্ভিক পরধর্ম্মবিশ্বাসী পুত্র! স্বধর্ম্মে আস্থা রেখে জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে শিক্ষা কর; নইলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। নারায়ণ—নারায়ণ! পুত্রের সুমতি দাও, তাকে হিন্দুধর্ম্মে আস্থা রাখতে প্রেরণা দাও প্রভু!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সপ্তদুর্গা—রাজসভা।

গণেশ নারায়ণ ও নরসিংহ আসীন, স্তুতি-পাঠকগণ গাহিতেছিল।

গীত।

স্তুতি-পাঠকগণ।—

জয়তু বাঙালী বীর, জয়তু বাঙালী বীর।
বাঙলার তুমি গৌরবরবি বাঙালীর মাঝে বীর॥
হিন্দুর মাঝে বরণীয় তুমি দৃপ্ত মহান্ উচ্চ,
দেশের কারণে সব কিছু তব মনে কর অতি তুচ্ছ,
শরণাগত রক্ষক তুমি বিপদোদ্ধারকারী,
সপ্তদুর্গা-অধিপতি তুমি জনগণ মনহারী,
সারা বাঙলায় তব জয়গান, স্বাধীন করেতে ধরেছ কৃপাণ,
দস্যু-পীড়িতা বাঙলা মায়ের ঘুচাতে নয়ন-নীর॥

[প্রস্থান।

গণেশ। অবনীনাথ—সাঁতোরাধিপতি অবনীনাথ। তারই আশ্রয়ে থেকে সারা উত্তরবঙ্গে অত্যাচার ক'রে বেড়াচ্ছে দুর্দ্ধর্ষ দস্যু রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদ। এর প্রতিবিধান করতে হবে, দেওয়ান।

নরসিংহ। নিশ্চয় মহারাজ। রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদকে দমন করতে না পারলে সমগ্র ভাতুড়িয়া বিপদাপন্ন হ'তে পারে।

গণেশ। দস্যুদ্বয়কে দমন করা তেমন শক্ত নয় নরসিংহ। আমি ভাবছি অবনীনাথের কথা।

নরসিংহ। সামান্য জমিদার অবনীনাথ, অতি তুচ্ছ আপনার কাছে।

গণেশ। কিন্তু তুচ্ছ হ'লেও, সে হিন্দু। হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ উচিত হবে কিনা ভাবছি ; আবার অত্যাচারীর শাস্তি না দিলেও অত্যাচারে ভরে যাবে সমগ্র দেশ। আমারই রাজ্য মধ্যে আমার দুর্ব্বল প্রজাদের উপর অত্যাচার, মাতৃজাতির উপর অত্যাচার, অসহায় শিশুর উপর অত্যাচার আমি কেমন ক'রে সহ্য করি, নরসিংহ? দস্যুদ্বয়কে বিনাসর্ত্তে আমার হস্তে শীঘ্র সমর্পণ করতে অবনীনাথকে যে পত্র দেওয়া হ'য়েছিল, তার কি সে উত্তর দিয়েছে?

নরসিংহ। দিয়েছে, মহারাজ।

গণেশ। কি লিখেছে অবনীনাথ?

নরসিংহ। লিখেছে, আপনাব রক্তচক্ষু দেখে তাঁর আশ্রিত রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদকে আপনার হস্তে সমর্পণ করতে তিনি রাজী নন।

গণেশ। তা হ'লে সাঁতোরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই দেখছি।

নরসিংহ। দস্যুদ্বয়কে দমন করা ছাড়া সাঁতোরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অন্য কারণও আছে মহারাজ।

গণেশ। কি কারণ, দেওয়ান?

নরসিংহ। চলনবিলের স্বত্ব নিয়ে দস্যুদ্বয়কে লেলিয়ে দিয়েছে অবনীনাথ। তাদিগকে সংযত ক'রে রাখা দূরে থাক্, তিনি তাদের অন্যায় কার্য্য করতে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

গণেশ। চলনবিল আমাদের অধিকারভুক্ত না?

নরসিংহ। তাঁর মতে, আমাদের অধিকারই অন্যায়।

গণেশ। বটে! এতদূর! শুনুন নরসিংহ! শুধু আমাদের চলনবিলের

অধিকার নিয়ে কথা উঠলে, বাংলার এই দুঃসময়ে আমি হয়তো অবনী নাথের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতাম না। কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা রাখতে হ'লে অবনীনাথের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। নয় কি, নরসিংহ ?

নরসিংহ। নিশ্চয় মহারাজ।

গণেশ। বাংলা,—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা আজ জলহীনা, ফলহীনা, শস্যহীনা। বাংলার উর্ব্বর তৃণভূমি আজ উষর মরুভূমিতে পরিণত। বাঙালী আজ মরণপথের যাত্রী হ'তে চলেছে। বাঙালীর ঘরে আজ অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, অর্থ নেই। শক্তিহীন বাঙালী আজ মাথা উঁচু করে জগতের সামনে দাঁড়াতে পারে না। রোগগ্রস্ত বাঙালীর আজ ঔষধের অভাবে চিকিৎসা হয় না। বাঙালী আজ পরাধীন, দস্যু-ভয় ভীত, মুসলমান পদদলিত।

নরসিংহ। বাঙালী হিন্দু আজ ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে।

গণেশ। অথচ বাংলার এমন দিন ছিল, যে বাংলার মাটীতে সোণা ফলতো। অন্ন বস্ত্র অর্থ শক্তি ও সামর্থ্যে পরিপূর্ণ ছিল বাংলা। বাঙালীর গোলাভরা ছিল ধান, গোয়ালভরা ছিল গরু, প্রাণভরা ছিল আনন্দ, স্বাস্থ্যভরা ছিল দেহ। বাঙালী ছিল ধীর স্থির বীর মহান্ পরোপকারী। যে বাঙালীর বিজয় পতাকা একদিন সগর্ব্বে পত্ পত্ শব্দ ক'রে সহর্ষে বিদেশে উড্ডীন হ'য়েছে,—আজ সেই বাঙালী বিদেশী মুসলমানের পদ-লেহন করছে! উঃ—

নরসিংহ। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা,—আজ বাঙালীকে বাঙালীর বিরুদ্ধে—হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দুকে যুদ্ধঘোষণা করতে হচ্ছে।

গণেশ। সত্য বলেছেন দেওয়ান। এ দুঃখ আমি জীবনে ভুলতে

পারব না। কিন্তু এই ব'লে আমি মনকে সান্ত্বনা দেবো যে, এ যুদ্ধ শুধু স্বজাতির বিরুদ্ধে নয়—স্বধর্মীর বিরুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধ শুধু অনাথের বিরুদ্ধে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অত্যাচারীকে আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে। এই সাঁতোর-যুদ্ধে যে পক্ষই পরাজিত হোক না কেন, তাতে হিন্দুশক্তিই খর্ব্ব হবে; আর হিন্দুশক্তি খর্ব্ব হওয়া মানেই মুসলমানশক্তি বৃদ্ধি হওয়া। আজ আমাদের এই উভয় রাজ্যের এই মিলিত শক্তি যদি গৌড়ের নবাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত কর্‌তে পারতাম, তাহ'লে বাংলার ইতিহাস হয়তো অন্যরূপ হয়ে যেতো।

নরসিংহ। মহারাজের দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস স্বজাতিপ্রীতি স্বধর্ম্মানুরাগ ও নির্ভীক বীরত্ব আজ যে বাংলার লুপ্তগৌরব উদ্ধার কর্‌তে পারবে না—তাই বা কে বললে মহারাজ?

গণেশ। পারবে—পরবে নরসিংহ, এই ব্রাহ্মণ গণেশ নারায়ণ ভাতুড়ী ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা বাংলার লুপ্তগৌরব উদ্ধার করতে? পারবে—পারবে কি ভাতুড়িয়া পরগণার সামান্য জমিদার তার নগণ্য শক্তি নিয়ে প্রবল প্রতাপশালী মুসলমান নবাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে? স্বপ্ন—স্বপ্ন, সব যেন স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।

নরসিংহ। আজ যা স্বপ্ন, কাল তা বাস্তবে পরিণত হয়। এইতো জগতের রীতি। সুতরাং বাংলার সিংহাসনে মুসলমান নবাবের পরিবর্ত্তে হিন্দু রাজার স্থানলাভ স্বপ্ন ব'লে মনে হয় না।

গণেশ। আসবে—আসবে কি আবার সেইদিন, যেদিন বাংলার রত্ন-সিংহাসন পরিশোভিত হবে হিন্দুর অমৃতস্পর্শে? নরসিংহ—নরসিংহ! আসবে কি আবার সেইদিন, যেদিন বাংলার নদনদী জল বাতাস আর আকাশ প্রতিধ্বনিত হবে হিন্দুর সামবেদ-গানে? মন্দিরে মন্দিরে শুনতে

পাবো দেবারতির কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি? পুরোহিতের সুললিত স্তোত্র পাঠে পুলকিত হ'য়ে উঠবে বাংলার অশ্রুভারাক্রান্ত অন্তর? নরসিংহ, আসবে কি আবার সেইদিন, যেদিন বেজে উঠবে বাংলার প্রত্যেক হিন্দু নর-নারীর হৃদয়ে পরাধীনতার এই তীব্র অনুভূতি—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—দাসত্ব-নিগড় ছিন্নের উদ্দীপনা?

নরসিংহ। নিশ্চয় আসবে মহারাজ।

গণেশ। আসবে—আসবে মন্ত্রি, সেইদিন, যেদিন হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত হবে পূর্ব্বাকাশে—সান্ধ্য-দীপালে'কে আলোকিত হবে বাংলার প্রতি গ্রাম, প্রতিটী নগরী। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে কি বাংলার হিন্দু ধমনীর উষ্ণ শোণিত দিয়ে—আশার বহ্নি দিয়ে? নারায়ণ! হিন্দুর সেই আশা—গণেশ নারায়ণের আকাঙ্ক্ষা বুঝি পূর্ণ হয় না। নইলে হিন্দুর এই দুর্দ্দিনে, বাঙ্গালীর এই দুঃসময়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা না ক'রে হিন্দুর বিরুদ্ধে—স্বজাতির বিরুদ্ধে—স্বধর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করি কেন? নারায়ণ—নারায়ণ! আমি কি করি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব।—

ঝাঁপিয়ে পড় রণরঙ্গে।
বীর পদভরে কাঁপুক্ ধরণী, প্লাবন বয়ে যাক্ বঙ্গে।
মুক্তকরে ধরি শাণিত কৃপাণ,
জননীরে নমি রণে হও আগুয়ান;

শুনি ভৈরবনাদ, ভেবো না প্রমাদ,
ভয় কি মহান্, পুরুষাকার আছে তব সঙ্গে।
কাঁদে শোন জননী সঙ্গোপনে,
মহামারি আনে বুকে দানবগণে;
জয়যাত্রা করি, নাশ সেই অরি,
হবে জয় নাহি ভয়, আছে মাতৃ-আশীষ তব সঙ্গে॥

[প্রস্থান।

গণেশ। কে—কে তুমি গায়ক, আমার নৈরাশ্যভরা হৃদয়ে আশার আলোক ছড়িয়ে দিলে—আমার হারিয়ে যাওয়া উদ্দীপনা ফিরিয়ে দিলে? হে অপরিচিত বন্ধু! তোমার উপদেশ শিরোধার্য্য।

যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। পিতা, গৌড়েশ্বর আপনাকে পরোয়ানা পাঠিয়েছেন।

গণেশ। পরোয়ানা! গৌড়েশ্বরের পরোয়ানা! স্বেচ্ছাচারী বিলাস-পরায়ণ উদ্ধত বাংলার নবাবের পরোয়ানা! কই, দেখি।

যদু। এই নিন্। (পরোয়ানা প্রদান)

গণেশ। (পাঠান্তে) উত্তম! এর ব্যবস্থা করতে হবে। এস।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান।

সামসুদ্দীন, দিলদার ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

ঝম ঝম ঝম, নূপুর বাজে ঝম ঝম ঝম।
ঢালি সরাব পেয়ালা ভরে, উড়াই ফুর্ত্তি হরদম॥
চ'খে চ'খে গোপন কথা, হিয়ার মাঝে নূতন ব্যথা,
চুপি চুপি আসি হেথা দেখা দিতে আপন ভুলি,
তোমায় আমায় মিলন-বেলা, অধরে অধরে একি জ্বালা,
মোরা আসমান-পরী, দুনিয়া ফিরি, মোদের নাইক' সরম॥

[প্রস্থান।

সাম। দিলদার!

দিলদার। হুজুর! (কুর্নিশ করিল)

সাম। পরীরা সব চলে গেল?

দিলদার। হ্যাঁ হুজুর। ডাকব নাকি?

সাম। না থাক্, আর ডেকে কাজ নেই।

দিলদার। (সরাব লইয়া) হুজুর!

সাম। (পানান্তে) আ—! তাই তোমায় এত ভালবাসি দিলদার।

দিলদার। আজ্ঞে, গোলামের উপর আপনার অশেষ মেহেরবান্ হুজুর খোদাবন্দ্!

সাম। দিলদার, প্রাণের ইয়ার! এই সরাব না থাক্‌লে তুনিয়াটার কি হ'তো বলতো?

দিলদার। ডুবে যেতো—ডুবে যেতো হুজুর, সরাব না থাকলে একে-বারে রসাতলে যেতো তুনিয়াটা।

সাম। এমন স্থন্দর জিনিষ কি আর আছে?

দিলদার। মোটেই নেই হুজুর, মোটেই নেই। খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই সরাব।

সাম। যেমন রঙ—

দিলদার। আর তেম্‌নি গন্ধ।

সাম। একটুখানি গলায় ঢাললে—

দিলদার। মনে হয়, যেন বেহেস্তে এসে হাজির।

সাম। ঢাল দিলদার, আর একটু ঢাল। কাজের কথা আরম্ভ হবার আগে আর একটা চুমুক দেওয়া যাক।

দিলদার। যে আজ্ঞে, জনাব! (সরাব দিল)

সাম। তুমি কি নিরেমিষ থাকবে? তুমিও চালাও।

দিলদার। আমি আপনার একটু পেসাদ পাব হুজুর।

সাম। পেসাদ থাকলে তো পাবে? পেসাদের অপেক্ষা করতে গেলে তোমায় আর পেতে হবে না।

দিলদার। হুজুর মেহেরবান্! বান্দার উপর হুজুরের অশেষ দয়া। আপনার কথা কি অমান্য করতে পারি? (সরাব পান)

সাম। কেমন লাগলো দিলদার?

দিলদার। অতি চমৎকার, জাঁহাপনা!

সাম। একি বন্ধু! এরি মধ্যে জাঁহাপনা বলতে শুরু করলে যে?

দিলদার। আগের থেকে অভ্যেস ক'রে রাখছি হুজুর।

সাম। কি রকম ?

দিলদার। এরপর তো হুজুরই বসবেন গৌড়ের মসনদে। তখন অভ্যেস-দোষে কখন কি ব'লে ডেকে বসি, তার চেয়ে আগে থেকেই জাঁহাপনা বলার অভ্যেস ক'রে রাখছি।

সাম। দিলদার—দিলদার, সত্যই কি সেদিন আসবে, যেদিন বসবো আমি গৌড়ের মসনদে ?

দিলদার। আসবে কি হুজুর, এসে গেছে। বাংলার মসনদে বসবার আপনি ছাড়া আর কে উপযুক্ত আছে ?

সাম। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই আজিম—

দিলদার। রেখে দিন। আপনি থাকতে আজিম চাচা ?

সাম। কিন্তু আজিমই তো মসনদে অধিষ্ঠিত।

দিলদার। হুঁ, আপনার কাছে আবার আজিম সাহেব ?

সাম। আজিম বেইমানী ক'রেই মসনদ নিয়েছে।

দিলদার। একশ'বার বেইমানী হ'য়েছে হুজুর।

সাম। মসনদ আমারই প্রাপ্য। নয় কি ?

দিলদার। নিশ্চয়।

সাম। আজিমের পিতা যিনি, আমার পিতাও তিনি।

দিলদার। সুতরাং মসনদে আপনারও অধিকার আছে।

সাম। আজিমকে সরাতে হবে দিলদার।

দিলদার। মসনদ থেকে, না দুনিয়া থেকে ?

সাম। আগে তো সিংহাসন থেকে, তারপর দরকার হ'লে দুনিয়া থেকে সরাতেও আপত্তি নেই।

দিলদার। আপনার হুকুমে বান্দা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

সাম। দিলদার, আমি যদি কোনদিন বাংলার সিংহাসনে বসতে পারি, তুমি হবে সেদিন বাংলার প্রধান উজীর।

দিলদার। হুজুরের দয়াতেই বেঁচে আছি। আপনি ইচ্ছা করলেই সব হ'তে পারে, উজীর হওয়া তো তুচ্ছ।

সাম। এই সামসুদ্দীন থাকতে বঙ্গ-সিংহাসনে আজিম অধিষ্ঠিত, খোদার এ অবিচার আমরা সহ্য করবো না।

দিলদার। নিশ্চয় না। খোদাকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, তার উপরেও খোদকারী করবার লোক আছে।

সাম। আজিমের গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ—

দিলদার। ঠিক বানরের গলায় মুক্তার মালার মতই।

সাম। দিলদার—দিলদার। সুজলা সুফলা শস্যপূর্ণা এ বাংলা। এর দিগন্তব্যাপী বিশাল প্রান্তর, গগনস্পর্শী উন্নত পর্ব্বতমালা, দ্রুমদল শোভিত শ্যামল বনানী, সুস্নিগ্ধ সুপেয় জলধারা পূর্ণ বেগবতী তটিনী, তরুশাখে উপবিষ্ট বিহগকুলের সুমধুর কূজন অন্তরের মাঝে এনে দেয় দুর্নিবার প্রলোভন—ভোগের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। দিলদার—দিলদার। এ প্রলোভন—এ আকাঙ্ক্ষা সংযত করা, প্রাকৃতিক সম্পদ্ ভোগ করবার ক্ষমতা আছে যার, তার পক্ষে কি সম্ভব?

দিলদার। কখনো সম্ভব নয় হুজুর।

সাম। কথায় বলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যে বীর, সেই উপভোগ করবে বসুন্ধরাকে; যে দুর্ব্বল, সে শুধু পলকবিহীন অলস নেত্রে চেয়ে দেখবে সবলের উপভোগ। দিলদার—দিলদার! আমিও মৃত-নবাবের পুত্র, আজিম শাহও তাই। আমি সবল কর্ম্মী—আমি সাহাজাদা—আমি

বাংলার সিংহাসনে বসবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তবে আমি কেন আজিমের বশ্যতা স্বীকার ক'রে দুর্ব্বলের মত বসে থাকি ?

দিলদার। নিশ্চয় না—নিশ্চয় না।

সাম। তবে এস দিলদার, আমরা গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করি। উজীর ওমরাহ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করি, নবাব-সৈন্যদের নবাবেরই বিরুদ্ধে প্ররোচিত করি। তা হ'লেই গৌড়ের সিংহাসন দখল আমাদের পক্ষে অতি সহজ হবে। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সাঁতোরের প্রাসাদ।

শিপ্রা গাহিতেছিল।

শিপ্রা।— গীত।

তোমায় পাব না কি দেখা নয়নে।
চোখের জলে ভিজায়ে রেখেছি পূজার কুসুম গোপনে॥
রাতের বেলায় ঘুম নাহি হ'লে,
তোমারে স্মরিয়া উঠি শয্যা ফেলে,
ভিজান কুসুমে গাঁথি হে মালা, পরাতে তোমায় আপন মনে।
আমি ডাকিলে তুমি সাড়া দাও না,
আমার মিলন বুঝি তুমি চাও না,
তুমি দেখা দিলেও আমি দেখিব তোমায় ঘুমঘোরে স্বপনে॥

অবনীনাথের প্রবেশ।

অবনী। শিপ্রা।

শিপ্রা। পিতা।

অবনী। সাঁতোরের দুর্দিন সমাগত কন্যা।

শিপ্রা। কেন পিতা?

অবনী। সপ্তদুর্গাধিপতি গণেশ নারায়ণের বিষদৃষ্টি পড়েছে।

শিপ্রা। কারণ?

অবনী। কারণ—তাঁর খেয়াল।

শিপ্রা। খেয়াল! একটা খেয়াল মেটাবার জন্য শতসহস্র নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—এ খেয়াল কেমন ক'রে হয় পিতা?

অবনী। যেমন ক'রে দেশের পর দেশ গ্রাস ক'রে চলেছেন এই প্রতাপশালী গণেশ নারায়ণ, তেমনি খেয়াল এই শান্তিপূর্ণ সাঁতোর আক্রমণে।

শিপ্রা। সাঁতোরের অপরাধ?

অবনী। অপরাধ এই যে, তাঁর বশ্যতা স্বীকার না ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

শিপ্রা। শুধু এই, না অন্য কারণ আছে পিতা?

অবনী। আরও একটা কারণ আছে মা।

শিপ্রা। কি সে কারণ, পিতা?

অবনী। শিপ্রা, তুমি আমার প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা; তাই রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করি। চলনবিলের স্বত্ব নিয়ে গণেশ নারায়ণের সঙ্গে আমার বিবাদ।

শিপ্রা। গণেশ নারায়ণ তো শুনেছি অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি। সনাতন

হিন্দুধর্ম্মে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সামান্য চলনবিলের স্বত্ব নিয়ে বাংলার এই দুর্দ্দিনে—হিন্দুর এ দুঃসময়ে তিনি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অভিযান করেবন, এ তো বিশ্বাস হয় না পিতা!

অবনী। আরও একটা কারণ আছে।

শিপ্রা। আর কি কারণ পিতা?

অবনী। রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদ ব'লে আমার দু'জন সর্দ্দার আছে। গণেশ নারায়ণের আদেশ, আমি অবিলম্বে এই দুইজন সর্দ্দারকে বিনাসর্ত্তে তাঁর হাতে সমর্পণ করি।

শিপ্রা। যদি না করেন?

অবনী। তাহ'লে তিনি যুদ্ধ করবেন।

শিপ্রা। কিন্তু ওই রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ লোক দুটো তো খুব ভাল লোক নয় ব'লেই জানি। রাজা গণেশ নারায়ণের হস্তে ওদের সমর্পণ করলেই তো বিবাদ মিটে যায়।

অবনী। তা হয় না শিপ্রা।

শিপ্রা। কেন হয় না পিতা? ও লোক দুটো তো খুব অত্যাচারী ব'লেই শুনেছি।

অবনী। অত্যাচারী হ'লেও, ওরা আমার দুই হাত।

শিপ্রা। দুই হাত কেন?

অবনী। জমিদারী রক্ষায় ওদের যথেষ্ট প্রয়োজন।

শিপ্রা। ওরা তো দস্যু?

অবনী। দস্যু হ'লেও আমার অনুরক্ত। ওরা না থাকলে আমার জমিদারী রক্ষা করা হবে না; তা ছাড়া, ওদের শাসন করাও আমার ক্ষমতার বাইরে।

শিপ্রা। ও—তাই বলুন!

অবনী। ওরা আমার লাঠিয়াল সর্দ্দার। ওরা দুরন্ত হ'লেও, খুবই শান্ত আমার কাছে। ওদের দুরন্তপণা অপছন্দ করি, কিন্তু ওদের বাহু-বল আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

শিপ্রা। কিন্তু যারা অত্যাচারী, যারা সারা উত্তর-বাংলার বিভীষিকা, যারা নির্ম্মমভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাণ্ডবলীলা তাদের প্রতিবেশীর উপরে, তাদের সমর্থন করা কি আমাদের উচিত?

অবনী। হয়তো না; কিন্তু আমি নিরুপায়।

শিপ্রা। গণেশ নারায়ণ কি যুদ্ধঘোষণা ক'রেছেন?

অবনী। করেন নি; তবে জানিয়েছেন, অবিলম্বে দস্যুদ্বয়কে তাঁর হস্তে সমর্পণ না করলে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

শিপ্রা। আপনি উত্তরে কি জানিয়েছেন?

অবনী। জানিয়েছি, রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ আমার আশ্রিত; তাদের আমি আপনার হস্তে সমর্পণ করতে পারি না।

শিপ্রা। এর উত্তর কি আসবে, তা সহজেই অনুমেয় পিতা।

অবনী। উত্তর আসবে দূতের হাতে নয়, অসির ঝণৎকারে।

শিপ্রা। তবে?

অবনী। আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে।

শিপ্রা। যা ভাল বুঝেন, করুন; তবে আমার আন্তরিক ইচ্ছা, এ যুদ্ধ না হ'লেই ভাল।

অবনী। যুদ্ধ তো আমিও চাই না মা! যাক্, আচার্য্য কালী-কিশোরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ ক'রে আসি।

[প্রস্থান।

শিপ্রা। দস্যু—দস্যুই। শুধু দস্যু নয়, তারা নরঘাতক—দুশ্চরিত্র। তাদের সমর্থন, পাপের সমর্থন—অত্যাচারের সমর্থন; তাদের প্রশ্রয়দান, ঈশ্বরের কাছে দণ্ডনীয়। নারায়ণ! পিতার সুমতি দাও, এ পাপ যুদ্ধ থেকে তাঁকে বিরত কর।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হামিদের গৃহ।

গীতকণ্ঠে হামিদ ও সাকিনার প্রবেশ।

নৃত্যগীত।

হামিদ।— আমার সাধের বিবিজান, আমার সাধের বিবিজান।
সাকিনা।— মর্ মিন্‌সে জ্বালাস খালি, পথ ছেড়ে দে,
সরে দাঁড়া আস্ত হনুমান॥
হামিদ।— তুই একবার আড়নয়নে আমার দিকে চা,
সাকিনা।— দেখছ ঝাঁটা, জ্বালাও যদি দিব দু-এক ঘা,
হামিদ।— আহা-হা আহা-হা চটছো কেন আস্মানের পরী,
সাকিনা।— হতচ্ছাড়ার মুরোদ কত দেমাক তো ভারী;
হামিদ।— আমি তোমার তরে দেবো গলায় দড়ি,
সাকিনা।— দিলে পরে যাই বেঁচে, চলে যাই বাপের বাড়ী,
হামিদ।— হে-হে-হে ও পিরারি, এই কি ভালবাসার দান॥

সাকিনা। নবাবজাদীর প্রিয়-সহচরী আমি, আমার সঙ্গে ইয়ারকি একটু সমজে কথা বল্‌তে হয়, জান ?

হামিদ। সমজেই তো বল্‌ছি বিবিসাহেবা।

সাকিনা। হঁ্যা—আর এক কথা, আমি তোমার স্ত্রী হ'লেও—

হামিদ। আমার অনেক উপরে, তা জানি।

সাকিনা। তবে মাঝে মাঝে এমন বেসুরে গাও কেন ?

হামিদ। সেটা অভ্যাসের দোষ।

সাকিনা। আসমান তারা নবাবজাদী, জান তো ?

হামিদ। একশ'বার।

সাকিনা। আমি তারই প্রিয়-সহচরী। কাজেই বুঝতে পারছ তো আমার দাম কত ?

হামিদ। খুব বুঝেছি সাকিনা, খুব বুঝেছি। তোমার দাম আর আমায় বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সাকিনা। ঘেঁচু বুঝেছ তুমি সাহেব।

হামিদ। ঘেঁচু বুঝেছি! বল কি গো? তুমি হ'চ্ছ একে আমার সাকিনা বিবি, তার উপরে আবার নবাবজাদীর প্রিয়-সহচরী,—এ হেন তুমি মেহেরবান্ ক'রে আমার সঙ্গে যে ঘর করছো, সেই তো আমার বরাতজোর পিয়ারি!

সাকিনা। তা হ'লে তুমি ততটা বোকা নও দেখছি, যতটা আমি মনে ক'রেছিলাম।

হামিদ। তোমাদের মেয়ে জাতটা সব সময়েই পুরুষদেরকে বোকা মনে করে কেন বলতো ?

সাকিনা। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে চালাক ব'লে।

হামিদ। পুরুষ না হ'লে মেয়েরা তা হ'লে পথ চলতে পারে না কেন?

সাকিনা। কে বললে পারে না? খুব পারে। আর সেদিন নেই। তারা এখন নিজেরাই নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে।

হামিদ। তাই নাকি! তুমি পার?

সাকিনা। আলবৎ। প্রমাণ চাও?

হামিদ। মাফ কর বিবি-সাহেবা, প্রমাণের দরকার নেই। প্রমাণ চাইতে গেলেই বেহাত হ'য়ে যাবার ভয়।

সাকিনা। তা হ'লে বুঝতে পারছো তো সাহেব, মেয়েরা আজকাল পুরুষের অপেক্ষা করে না?

হামিদ। খুব বুঝেছি বিবি-সাহেবা। এখন ভাবছি পুরুষের অবস্থা কি হবে!

সাকিনা। পুরুষরা যে মোটেই আমাদের দরকারে লাগবে না, তা নয় সাহেব।

হামিদ। তবে? আমি ভেবেছিলাম, পুরুষদের অন্ন বুঝি যায়।

সাকিনা। যাবে না গো, যাবে না; মেয়েদের বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যেও তাদের দরকার। সুতরাং তোমাদের অন্ন চিরদিনই বজায় থাকবে প্রিয়।

হামিদ। উদ্দেশ্য মহৎ। সেলাম।

নৃত্যগীত।

হামিদ।—　　সেলাম, সেলাম বিবি, তোমায় সেলাম।
দিনে-রাতে বসতে-শুতে আজকে হঁ'তে,
আমি তোমার কেনা গোলাম॥

সাকিনা।— ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, তোমার এসব কথা কি,
হামিদ।— বান্দা আমি তুমি বেগম বলব আবার কি,
সাকিনা।— আসনাই তোমার সাথে তুমি না পুরুষ,
হামিদ।— তাইতো গো আমি তোমার জুতার বুরুশ,
সাকিনা।— তুমি শীতের কাঁথা আমার বরষার ছাতা,
হামিদ।— আমি তোমার দু'টি পায়ে তরল আলতা,
সাকিনা।—হুকুম আমার করবে তামিল, এইত তেরা কাম॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সপ্তদুর্গা—প্রাসাদ।

করুণা ও অপর্ণার প্রবেশ।

করুণা। এখানে কি তোমার ভাল লাগছে না, অপর্ণা ?

অপর্ণা। তা নয় রাণি-মা।

করুণা। তবে যেতে চাইছ কেন ?

অপর্ণা। গরীবের মেয়ে আমি, গরীবের মত থাকাই উচিত।

করুণা। কিন্তু এখান ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?

অপর্ণা। তা জানি না, রাণি-মা; তবে এটা জানি যে, এখান থেকে আমায় যেতেই হবে।

করুণা। গৃহে ফিরে যাবে ?

অপর্ণা। না, সেখানে আমার স্থান নেই।

করুণা। স্থান নেই কেন অপর্ণা?

অপর্ণা। দস্যু-অপহৃতা নারীকে সমাজে স্থান দেয় না।

করুণা। কিন্তু সমাজ তো তাকে রক্ষা করতে পারে না?

অপর্ণা। হিন্দুর সমাজ অসহায়া দুর্ব্বলা রমণীকে রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু তাকে শাস্তি দিতে ক্ষিপ্রহস্ত।

করুণা। হায় হিন্দুসমাজ! তুমি গড়তে পার না, কিন্তু ভাঙতে পার। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক এই নারী, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এর অন্তঃকরণ, কুসুমের মত কোমল এর হৃদয়, দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র এর মন, একে তুমি দুর্ব্বৃত্তের কবল হ'তে রক্ষা করতে পারলে না। অপরাধীর তুমি শাস্তি দিতে পারলে না, দিলে নিরপরাধীর; যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরাধীর এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

অপর্ণা। সমাজ রক্ষা করতে জানে না রাণি-মা, সমাজ শুধু ধ্বংস করতেই জানে।

করুণা। তোমার পিতামাতা তোমায় ফিরে পেতে চান না?

অপর্ণা। চান, কিন্তু সমাজের ভয়ে চাচ্ছেন না।

করুণা। কেমন ক'রে জানলে?

অপর্ণা। আমায় বাড়ীতে ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহারাজ আমার পিতাকে সংবাদ দিয়েছিলেন।

করুণা। কি বললেন তিনি?

অপর্ণা। দস্যু-অপহৃতা কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে পারি না।

করুণা। চমৎকার পিতা! চমৎকার তাঁর বাৎসল্য! পিতা হ'য়ে, রক্ষাকর্ত্তা হ'য়ে দস্যুর হাত থেকে কন্যাকে রক্ষা করতে পারে না, অথচ

সেই কন্যা যদি কোন উপায়ে দস্যুকবল হ'তে উদ্ধার পায়, তা হ'লে তাকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারে না !

অপর্ণা। সমাজের স্রষ্টা পুরুষ, নারী নয়। তাই পুরুষ স্বেচ্ছাকৃত শত অপরাধের জন্য যৎসামান্য শাস্তি গ্রহণ ক'রে সমাজে ফিরে আসতে পারে; কিন্তু নারী তার অনিচ্ছাকৃত একটা মাত্র অপরাধের জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িতা হয়। স্বার্থপর পুরুষের গড়া সমাজ শুধু পুরুষের সুবিধায় ভরা, নারীর সুবিধা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

করুণা। বাড়ীতেও যাবে না, এখানের থাকতে চাও না ; কিন্তু অন্যত্র গেলে যদি আবার লাঞ্ছিতা হও ?

অপর্ণা। (স্বগত) লাঞ্ছিতা আমায় পদে পদে হ'তে হবে ; কারণ আমার রূপ আছে, যৌবন আছে। রূপ-যৌবন সম্পন্না দরিদ্র-কন্যা শুধু লাঞ্ছিতা হবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। রাণি মা, তুমি তো জান না, তোমার বাড়ীতেও আমার লাঞ্ছনার শেষ নাই। তোমার চরিত্রহীন পুত্রই আমায় তোমার স্নেহছাড়া করাচ্ছে।

করুণা। উত্তর দাও !

অপর্ণা। উত্তর দেবার কিছু নেই রাণি-মা।

করুণা। আমরা তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছি ?

অপর্ণা। আপনার অপার স্নেহ আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। আপনি দেবী, মহারাজ দেবতা। আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌লে, নরকেও আমার স্থান হবে না। কিন্তু—

করুণা। কিন্তু কি, অপর্ণা।

অপর্ণা। মহারাজ আসছেন। আমি এখন যাই।

[নতমুখে প্রস্থান।

করুণা। কিসের যেন একটা বেদনা অপর্ণার অন্তরে নিহিত আছে। নইলে আমাদের এত স্নেহ-ভালবাসা পরিত্যাগ ক'রে সে চলে যেতে চায় কেন? অপর্ণা, তুমিও নারী, আমিও নারী। তোমার বেদনার কথা স্পষ্ট না বল্‌লেও, অনুমানে আমি তা বুঝতে পারছি।

গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। অপর্ণা চলে গেল, না?

করুণা। হ্যাঁ, তুমি আস্‌ছ দেখে চলে গেল।

গণেশ। অপর্ণার সম্বন্ধে আমি বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি করুণা।

করুণা। চিন্তারই তো কথা!

গণেশ। অনূঢ়া সুন্দরী বালাকে গৃহে স্থান দেওয়ায় অনেক বিপদ। অথচ এখানে স্থান না পেলে সে যায়ই বা কোথায়? তার পিতামাতাও তাকে গৃহে ফিরে নিতে চায় না।

করুণা। অপর্ণা যদি এখানেই থাকে, তা হ'লে কি আমরা একটা কুমারীর ভার নিতে পারি না?

গণেশ। পারবো ব'লেই তাকে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু তবুও ওর জন্য আমার বড় চিন্তা হয়।

করুণা। চিন্তা কেন স্বামি?

গণেশ। চিন্তা!—উৎপীড়িতা সমাজ-পরিত্যক্তা নারীর জন্য চিন্তা। এ চিন্তার অবসান কবে হবে জানি না। শুধু অপর্ণা নয়, অমন কত শত অপর্ণা নিত্য উৎপীড়িতা হচ্ছে, কে তার খবর রাখে? করুণা—করুণা! এর জন্য যদি কাকেও দায়ী হ'তে হয়, তবে সে দায়ী আমি।

করুণা। শুধু তুমি নও, আমিও দায়ী।

গণেশ। সপ্তদুর্গার অধিশ্বরীর উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ করুণা। প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আমরা উভয়েই দায়ী।

করুণা। তুমি রাজা, পুরুষ মানুষ; তাই তোমার দায়িত্ব আমার চেয়ে বেশী।

গণেশ। আমি রাজা, ভাতুড়িয়া পরগণার অধীশ্বর। আমার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে দুর্বৃত্তেরা করছে আমার প্রজাবৃন্দের উপরে অত্যাচার, নারীজাতির অপমান, মাতৃজাতির অপমান। করুণা—করুণা! আমি যদি সবল সার্ব্বভৌম নৃপতি হ'তাম, আমার হাতে থাক্‌তো যদি বঙ্গেশ্বরের অপরিমিত ক্ষমতা, তা হ'লে রামা শ্যামা প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের অন্তর কেঁপে উঠতো দেশবাসীর উপর অত্যাচার করতে। সারা বাংলায় চলেছে এখন অরাজকতার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা; এ তাণ্ডবলীলা ধ্বংস করবার ক্ষমতা আমার নেই।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কে বল্‌লে রাজা, এ তাণ্ডবলীলা ধ্বংস করবার ক্ষমতা তোমার নেই?

গণেশ। আছে—আছে আগন্তুক, এ অত্যাচার দমন করবার ক্ষমতা আমার আছে?

ভৈরব। নিশ্চয় আছে।

গণেশ। তবে পারি না কেন?

ভৈরব। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নেই ব'লে।

গণেশ। কে তুমি, আগন্তুক?

ভৈরব। আমি ভৈরব।

গণেশ। ভৈরব! কোন্ ভৈরব?

ভৈরব। যে ভৈরব হই না কেন, আমি তোমার হিতৈষী।

গণেশ। তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে কিরূপে?

ভৈরব। অন্তঃপুর তো সামান্য, মানুষের অন্তরের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারি আমি।

গণেশ। তোমায় বিশ্বাস করি কেমন ক'রে?

ভৈরব। বিশ্বাস কর্ম্মেই প্রকাশ পায়। শোন রাজা, তুমি শক্তিমান; কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করতে ইতঃস্তত করছো। তুমি ইচ্ছা করলে, সমগ্র বাংলাদেশ শাসন করতে পার।

গণেশ। আমায় প্রলুব্ধ করছো, আগন্তুক?

ভৈরব। তোমায় প্রলুব্ধ করছি না রাজা, সত্যই বল্‌ছি। তোমার ললাটে রাজচক্রবর্ত্তীর টীকা।

গণেশ। তুমি রহস্য করছো ভৈরব?

ভৈরব। রহস্য নয় রাজা।

গণেশ। তবে?

ভৈরব। মানসদৃষ্টি সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি বল্‌ছি, তুমি একদিন গৌড়ের সিংহাসনে বসবে।

গণেশ। ক্ষুদ্র ভাতুড়িয়া-রাজ্য রক্ষা করতে পারছি না, সামান্য সাঁতোর আক্রমণে আমার প্রজাবৃন্দ অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে, আমি তাদের নিরাপদ করতে পারি না; লম্পটের লালসাভরা দৃষ্টি থেকে আমি মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছি না;—সেই আমি—সামান্য সপ্তদুর্গার রাজা আমি, আমি বসবো গৌড়ের সিংহাসনে—এ কি স্বপ্ন নয় ভৈরব?

ভৈরব। না, স্বপ্ন নয় রাজা, এ বাস্তব। তোমার জন্ম শুধু বাংলার

এক ক্ষুদ্রতম ভাতুড়িয়া শাসনের জন্য নয়, তোমার জন্ম বাংলাদেশ শাসন করতে—মুসলমান রাজ্য ধ্বংস ক'রে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে—হিন্দুর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে।

গণেশ। ভৈরবের কথায় তোমার বিশ্বাস হয় রাণি?

করুণা। কেন হবে না রাজা! দেহে অটুট শক্তি, মনে অফুরন্ত উৎসাহ, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, প্রজাবৃন্দে অসীম ভালবাসা, আশ্রিতে অপার করুণা, স্বদেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতি;—এত সৎগুণের আধার তুমি,—তুমি পারবে না স্বজাতির লুপ্তগৌরব ফিরিয়ে আনতে? নিশ্চয় পারবে স্বামি।

ভৈরব। আবার বলছি, তুমি পারবে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ক'রে প্রভঞ্জনবেগে ছুটে চল শত্রুকুল নির্ম্মূল করতে। হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হে হিন্দুশ্রেষ্ঠ! চালাও তোমার বিজয়-বাহিনী অরাতি-বক্ষ কম্পিত ক'রে,—বাজাও তোমার রণডঙ্কা আকাশ-বাতাস ধ্বনিত ক'রে—জাগাও তোমার দেশবাসীর চৈতন্য মুক্তিমন্ত্রের মাভৈঃরবে। রাজা—রাজা! সহায় তোমার চক্রধারী। তাঁর বিশ্বনাশী সুদর্শন চক্র তোমার অস্ত্রে আনবে দানব-দলনের ক্ষমতা। তুমি জাগ্রত হও—তুমি জাগ্রত হও!

[প্রস্থান।

গণেশ। ভৈরব—ভৈরব! তোমার জ্বালাময়ী উদ্দীপনাই হোক আমার স্বদেশ উদ্ধার ব্রতের প্রধান উপাদান—তোমার প্রেরণাই হোক আমার আসন্ন সংগ্রামের প্রথম অবলম্বন। ভৈরব—ভৈরব! এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি পারবো—আমি পারবো; পারবো আমি আমার দেশের দুর্দ্দশা মোচন করতে—আমার বাংলামায়ের পায়ের শৃঙ্খল খুলে দিতে—হিন্দুর হারাণো সম্পদ্ ফিরিয়ে আনতে।

দূতের প্রবেশ।

দূত। (অভিবাদন করিল)

গণেশ। কি সংবাদ দূত ?

দূত। দেওয়ানজী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

গণেশ। যাও, এখানে আসতে বল।

[অভিবাদনান্তে দূতের প্রস্থান।

গণেশ। দেওয়ান এমন অসময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী! তবে কি সাঁতোররাজ আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রেছে ?

নরসিংহের প্রবেশ।

নরসিংহ। না মহারাজ, সাঁতোররাজ বশ্যতা স্বীকার করেনি ; তবে তার চেয়েও সুখবর আছে।

গণেশ। কি খবর দেওয়ানজি ?

নরসিংহ। আজিমশাহ সামসুদ্দীন কর্তৃক বিতাড়িত ; গৌড়-সিংহাসন এখন সামসুদ্দীনের অধিকৃত।

গণেশ। তারপর ?

নরসিংহ। আজিমশাহ আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

গণেশ। এই সুযোগ নরসিংহ, এই সুযোগ! গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করবার এ মহেন্দ্রক্ষণ আমি হেলায় হারাবো না। নরসিংহ—নরসিংহ! আশ্রয় দিতে হবে—সাহায্য করতে হবে এই রাজ্যচ্যুত নবাবকে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। বাংলার রাজদণ্ড আবার হিন্দুর দ্বারা পরিচালিত হবে। চল, আমরা প্রস্তুত হই।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব।—

ওরে চল এগিয়ে চল।
উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, ধরা কাঁপে টলমল॥
ভয় নাই, ভয় নাই, নাইকো তোদের ভয়,
ওরে বাংলা মায়ের তরুণ ছেলে, সবাই মৃত্যুঞ্জয়;
তোরা আনতে পারিস নূতন প্রভাত পুরাতন ভেঙে,
ছিঁড়তে পারিস লোহার শিকল একটি টান দিয়ে,
ওরে মায়ের ছেলে, ঘুচা এবার বাধার বিন্ধ্যাচল॥

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের প্রবেশ।

রাম। ছাখ শ্যামা, এবার বুঝি আমাদের ব্যবসা গুটোতে হয়।

শ্যাম। কেন—কেন?

রাম। পেছনে ফেউ লেগেছে।

শ্যাম। ফেউ! মানে, গণেশ রাজা?

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, গণেশ রাজা।

শ্যাম। বেটা আমাদের মহাশত্রু।

রাম। ও ব্যাটা থাকতে আমাদের কারবারের উন্নতির আশা নেই। ব্যাটাকে একদিন ভাল ক'রে শিক্ষা দিলে হয়।

শ্যাম। কি ক'রে দিবি? সেদিনের কথা মনে আছে?

রাম। কোন্ দিনের কথা?

শ্যাম। সেই সেদিন, যে দিন সন্ধ্যেবেলায় একটা মন্দিরের সামনে সেই একটা ডব্‌কা ছুঁড়িকে—

রাম। ও—হাঁ-হ্যাঁ, বেশ মনে আছে। সেদিন গণেশ রাজা আমাদের বাড়া-ভাতে ছাই দিয়েছে।

শ্যাম। শুধু তাই! যে কাজটায় হাত দিতে যাই—

রাম। সেই কাজটাই নষ্ট ক'রে দেয়। কিন্তু এ রকম করলে তো আমাদের চলবে না ?

শ্যাম। আরে নিশ্চয় চলবে না। যার যা কাজ, তা সে না করলে কি ক'রে সংসার চালাবে !

রাম। আবার লোকে আমাদের বলে ডাকাত।

শ্যাম। যে বলে, মার ঝাড়ু তার মুখে।

রাম। আমরা যদি হই ছোট ডাকাত, তবে তারা বড় ডাকাত, যারা নিজেদের রাজা জমিদার ব'লে পরিচয় দেয়।

শ্যাম। ঠিক বলেছিস রামা। আমরা মারি দু-চারটা লোক, তারা মারে দু-চার লাখ; আমরা হয়ত দু-চারটা বাড়ী পুড়িয়ে দিই, তারা পুড়ায় দু-চার শ'।

রাম। তারাও যা, আমরাই তাই; তফাতের মধ্যে এই—আমরা ছোট ডাকাত, তারা বড় ডাকাত।

শ্যাম। কিন্তু লোকে দোষ দেয় আমাদেরই।

রাম। তা তো দেবেই ! আমরা চুনোপুঁটি, তারা যে রুই-কাতলা, তাদের ধরে কে ?

শ্যাম। যাক্, বাজে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নাই। এখন—

রাম। ওই রে, এদিকে কে আসছে না !

শ্যাম। হুঁ, হন্-হন্ ক'রে আসছেই ত' !

রাম। আজ সারাদিন একটাও শিকার জুটেনি। এতক্ষণে বুঝি মা-কালীর দয়া হ'ল।

শ্যাম। মা-কালীর দয়াই বটে ! লোকটাকে খুব ফিট্‌-ফাট্‌ দেখছি, কাছে মোটামুটি কিছু থাকা সম্ভব।

রাম। সম্ভব হোক আর না হোক, আগে মাথায় ওর মার তো এক ঘা লাঠির বাড়ি, তারপর যা হয়। এখন আয় আমরা একটু সরে দাঁড়াই, তারপর কাছে এলেই ব্যস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

রজতের প্রবেশ।

রজত। নির্জ্জন নিরালা প্রান্তর! দিনের বেলাতেও এখানে একা যেতে ভয় হয়। যা দস্যু-তস্করের ভয়! ওঃ—কি অরাজক বাংলাদেশ! সুশাসনের অভাবে আজ বিশৃঙ্খলায় ভরা। রাস্তায় বেরোলেও বিপদ, বাড়ীতে থাকলেও বিপদ। একটা লোক এদিকে আসছে না? দেখি, ওর সঙ্গে যদি এই ফাঁকা মাঠটা পার হ'য়ে যেতে পারি।

রামচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

রাম। মশায় যাবেন কোথায়?

রজত। মাঠ পেরিয়ে ও-গ্রামে। আপনি?

রাম। আমিও তাই। চলুন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্। যা চোর-ডাকাতের ভয়! একা-একা পথ চলা অসম্ভব।

রজত। যা বলেছেন মশাই!

রাম। চলুন তা হ'লে।

রজত। (স্বগত) লোকটার চেহারা দেখে ভাল ব'লে মনে হয় না। কি করা যায়? যাব ওর সঙ্গে, না—অন্য কোন লোক এখানে না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব?

রাম। কি মশাই, চুপ ক'রে রইলেন যে? যাবেন না?

রজত। আমি পরে যাব, আপনি যান।

রাম। কিন্তু একসঙ্গে গেলে দু'জনের পক্ষেই ভাল হ'তো। না-না, চলুন—চলুন।

রজত। না, আপনি যান।

রাম। সে কি মশাই, চলুন না! (রজতের হাত ধরিয়া টানিল)

রজত। ওকি করছেন মশাই ?

রাম। ঠিক করছি। (উচ্চহাস্য করিল)

[রজত পলায়নের চেষ্টা করিল, রামচাঁদ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বংশীধ্বনি করিল]

দ্রুত শ্যামচাঁদের প্রবেশ।

রাম। ধর্ ব্যাটাকে শ্যামা।

শ্যাম। এস মাণিক! আজ আর রক্ষে নেই তোমার।

রজত। কে তোমরা ?

শ্যাম। আমরা—আমরা, আবার কে। এখন কাছে যা কিছু আছে, ভালয়-ভালয় দিয়ে দাও, নইলে এই—(ছুরি দেখাইল)

রজত। তোরা ডাকাত ?

শ্যাম। না, আমি তোর বাবা—

রাম। আর আমি তোর বনাই।

রজত। মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বি। ডাকাতি করতে এসেছিস, ডাকাতি কর্‌বি। গালাগালি দিস কেন ?

রাম। বটে, এতবড় স্পর্দ্ধা—আমাদের উপদেশ দেওয়া! (রজতকে প্রহার করিতে লাগিল)

শ্যাম। দে, যা আছে শীগ্‌গীর দে।

রজত। যদি না দিই?

শ্যাম। তোর বাবা দেবে। শ্যামচাঁদের কাছে চালাকি। (রজতকে প্রহার করিতে লাগিল)

রাম। আমি রামচাঁদ। বুঝলে গঙ্গারাম?

[রজত কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীতে পড়িয়া গেল
এবং প্রহারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল]

শ্যাম। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। মর্ ব্যাটা এইবার।

রাম। আবার বলে কিনা, মুখ সাম্‌লে কথা কও? চেন না তো বাছাধন আমাদের! যাক্‌গে। শ্যামা, নে ওর কাছে যা কিছু আছে সব কেড়ে নে! তাড়াতাড়ি কর।

[উভয়ে মিলিয়া রজতের টাকাকড়ি যা ছিল, সব
কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল]

গীতকণ্ঠে অনাথের প্রবেশ।

গীত।

অনাথ।—

ওগো, দুঃখ আমার ভালো।
দুঃখের মাঝে থাকি যদি প্রভু,
সে তো তোমার করুণা-আলো॥
দুঃখ যদি দাও তুমি সহিতে দিও শকতি,
হাসিয়া বহিব সে দুঃখের বোঝা,
থাকে যদি প্রাণে ভকতি;
ওগো, দুঃখের মাঝে বিকাশ তোমার, দুঃখের অনল জ্বালো॥

সুপ্তমাঝে তব নাহিক বিকাশ,
খুঁজিয়া বেড়াই হইয়া নিরাশ,
দুঃখের আশীষ দানিয়া তোমার, ঘুচাও মনের কালো॥

অনাথ। (রজতের নিকটস্থ হইয়া) একি! এখানে শুয়ে কে? গা দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে রক্ত পড়ছে। দেখি—দেখি, জ্ঞান আছে কিনা দেখি। (পরীক্ষা করিয়া) মরেনি—মরেনি, এখনো জ্ঞান আছে। জল—জল, কোথায় পাই একটু জল? ওই যেন অদূরে একটা পুকুর আছে দেখছি! যাই দেখি, জল আনিগে। [দ্রুত প্রস্থান।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। দয়া—মায়া—ভালবাসা, সব পিছনে ফেলে পালিয়ে এসেছি অজানার পথে। উপায় নেই—উপায় নেই; রাজকুমার যদু নারায়ণের লালসা-ভরা দৃষ্টি—নির্লজ্জ ব্যবহার আমায় সেখানে থাকতে দিলে না। পোড়া রূপই আমার কাল। যেখানেই যাই, সেইখানেই ঘটে অনর্থ। জানি না, কি আমার ভবিষ্যৎ। (অগ্রসর ও রজতকে দেখিয়া) আহত পথিক! দেখি—দেখি, পথিকের জ্ঞান আছে কিনা দেখি। (পরীক্ষা করিয়া) বেঁচে আছে—বেঁচে আছে, পথিক বেঁচে আছে। (অঞ্চল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল) কি করি—কি করি! কি ক'রে বাঁচাই!

জল লইয়া অনাথের পুনঃ প্রবেশ।

অনাথ। এই নাও দেবি, আহত পথিকের জন্য আমি জল এনেছি!

অপর্ণা। এনেছ—জল এনেছ? দাও—দাও, পথিকের মুখে একটু জলের ছিটে দিই দাও। (জল গ্রহণ)

অনাথ। তোমায় যেন কোথায় দেখেছি।

অপর্ণা। আমিও তোমায় কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু পরিচয় পরে, আগে দু'জনে মিলে একে বাঁচাবার চেষ্টা করি এস।

[উভয়ে রজতের পরিচর্য্যা করিলে লাগিল]

অনাথ। আমি কি ব'লে তোমায় ডাক্‌ব ?

অপর্ণা। অপর্ণা দিদি ব'লে ডেকো।

অনাথ। অপর্ণা দিদি, তুমি রাজবাড়ীতে থাক না ?

অপর্ণা। থাকতাম, কিন্তু এখন আর থাকি না।

অনাথ। রাজবাড়ীতে তোমায় আমি দেখেছি দিদি।

অপর্ণা। আমিও তোমায় সেখানে দেখেছি। তুমি না—

অনাথ। আমি অনাথ—ভিখারী বালক। রাজবাড়ীতে ভিক্ষা করতে গিয়ে রাণীমার কাছে তোমায় দেখেছি।

[রজত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মেলিল]

অপর্ণা। অনাথ—অনাথ, পথিকের জ্ঞান ফিরে এসেছে! এস, ওঁর সম্পূর্ণ চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করি।

[উভয়ে সযত্নে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল]

রজত। (ক্ষীণস্বরে) আমি কোথায় ?

অনাথ। আপনি নিরাপদ স্থানে আছেন। বেশী কথা কইবেন না, একটু চুপ ক'রে থাকুন।

রজত। তারা কোথায় ?

অনাথ। কারা ?

রজত। যারা আমায় এমনভাবে ফেলে রেখে গেছে।

অনাথ। তারা পালিয়েছে।

রজত। কিন্তু—আবার যদি আসে ?

অনাথ। না, তারা আর আসবে না।

রজত। তারা যে ডাকাত। আবার এলে—

অনাথ। না আসবে না, আপনি চুপ করুন।

রজত। ডাকাত—ডাকাত! ওরে বাপ্‌রে! (পুনঃ অজ্ঞান হইল)

অপর্ণা। অনাথ—অনাথ, পথিক আবার অজ্ঞান হ'ল!

অনাথ। একবার যখন জ্ঞান ফিরেছে, তখন আর কোন ভয় নেই; আবার চৈতন্য লাভ করবে।

রজত। (চক্ষু মেলিয়া) তুমি কে?

অনাথ। আমি অনাথ, দরিদ্র বালক।

রজত। (অপর্ণাকে দেখাইয়া) ইনি?

অনাথ। অপর্ণা দিদি। ইনি আপনার জীবন রক্ষা ক'রেছেন।

রজত। অপর্ণা দিদি? (উঠিবার চেষ্টা)

অপর্ণা। না-না, আপনি উঠবেন না, এখনও বেশ দুর্ব্বল আছেন, শুয়ে থাকুন। (উঠিতে বাধাদান)

রজত। দেবি!

অপর্ণা। আমি দেবী নই, দীনা এক নারী। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট, আমাকে অপর্ণা ব'লে ডাকবেন।

রজত। অপর্ণা দেবি!

অপর্ণা। বলুন।

রজত। আপনারা না থাকলে আজ আমার কি হ'ত?

অপর্ণা। আমরা তো নিমিত্ত, ভগবানই রক্ষা ক'রেছেন।

রজত। অপর্ণা দেবি!

অপর্ণা। আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন, কিন্তু আমি আপনাকে—

রজত। রজত ব'লে ডাকবেন।

অপর্ণা। আচ্ছা, আপনি তো এখন একটু সুস্থ হ'য়েছেন?

রজত। হ্যাঁ, অনেকটা হ'য়েছি।

অপর্ণা। আপনার বাড়ী কোথায় বলুন, আমরা আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রজত। বাড়ী কাছেই, বেশী দূরে নয়।

অপর্ণা। আপনি হাঁটতে পারবেন?

রজত। দেখি, চেষ্টা কর্‌ব পারি কিনা।

অপর্ণা। এখানে গাড়ী পাওয়া যায় না?

রজত। যায়। একটু গেলেই বড় রাস্তা; সেখানে গেলেই গাড়ী পাওয়া যাবে।

অপর্ণা। তবে চলুন আমাদের দুজনকে ধরে সেই বড় রাস্তা পর্য্যন্ত। তারপর সেখান থেকে গাড়ী ক'রে বাড়ী পৌঁছবেন।

রজত। যা ভাল বুঝেন, করুণ অপর্ণাদেবি।

অপর্ণা। অনাথ, এস ভাই, আমরা দু'জনে মিলে এঁকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাই!

[অপর্ণা ও অনাথের স্কন্ধে ভর দিয়া রজতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদ-ভবন।

যদুনারায়ণ ও মণিলাল আসীন; গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

তোমার বাঁশী শুনে ছুটে আসি।
রইতে নারি ঘরের মাঝে, বাজাও যবে মোহন বাঁশী॥
তুমি এমন ক'রে কেন নয়না হান,
কাঁপে হিয়া দুরু-দুরু, কেন গো কাঁপন আন;
ওহে নিঠুর শ্যাম, থামাও তোমার কপট হাসি।
ঘরে থাকা মোদের হ'লো যে ভার,
সরম ভরম, কুলের গরব, রহে না আর;
থামাও বাঁশী, ওগো থামাও বাঁশী,
ও বাঁশীর আওয়াজ বড় সর্ব্বনাশী॥

[প্রস্থান।

যদু। খাঁচার পাখী পালিয়ে গেল যে মণিলাল!

মণি। পালাবে আর কোথায় হুজুর! ছোলা আর ছাতুর মায়া কি পাখী ভুলতে পারে? দেখবেন, দু'দিন বাদে পাখী আবার সুর্‌সুর্‌ ক'রে আপনিই খাঁচায় এসে হাজির হবে।

যদু। পোষাপাখী হ'লে হ'তো, কিন্তু এ যে বুনো!

মণি। বুনোকে যে আপনি পোষ মানতে দিলেন না হুজুর! মেয়ে-মানুষের মন পেতে হ'লে একটু সময়ের দরকার।

যদু। কত সময় আর আমি দিই? একটা সামান্য নারী সে, আর আমি রাজপুত্র।

মণি। য়্যা—হ্যা-হ্যা-হ্যা! এইখানেই তো ভুল ক'রেছেন হুজুর, এই-খানেই ভুল ক'রেছেন! আপনি রাজপুত্রের চোখ না দিয়ে যদি তাকে প্রেমের চক্ষে দেখতেন, তাহ'লে সে ফস্কাত না।

যদু। কিন্তু অপর্ণাকে আমার চাই মণিলাল।

মণি। হ্যাঁ, তা চাই বই কি হুজুর!

যদু। হ্যাঁ—এখনই।

মণি। এখনই?

যদু। হুঁ।

মণি। কিন্তু এখনই কেমন ক'রে হবে?

যদু। যেমন ক'রে হোক, তাকে আমার চাই-ই। তোমায় নিয়ে আসতে হবে তাকে আমার কাছে।

মণি। কিন্তু মহারাজ—

যদু। আরে রেখে দাও তোমার মহারাজ। ওই মহারাজই তো যত নষ্টের মূল! অপর্ণার উপর পিতার ওরূপ সজাগ দৃষ্টি না থাকলে অতি সহজে তাকে আমি পোষ মানিয়ে ফেল্‌তাম। কি বল্‌ব মণিলাল, একে পিতা—

মণি। তার উপর বয়সে বড়।

যদু। বুড়োরা যুবকদের কষ্ট একটুও বুঝে না।

মণি। বেরসিক—বেরসিক, বুড়োরা একেবারে বেরসিক।

যদু। তা না হ'লে এমন একটা সুন্দরী মেয়ে—

মণি। ওই বুড়োদের জন্য হাত ছাড়া হ'য়ে গেল।

যদু। মেয়েটা খুব শয়তানী ছিল মণিলাল!

মণি। পুরোদস্তর শয়তানী হুজুর!

যদু। হয় বাবার কাছে, নয় মায়ের ছাছে, নয় অন্য কারও কাছে সব সময়েই সে থাকতো। একদিনও আর তাকে একা কোথাও পেলাম না মণিলাল।

মণি। তা হ'লে হুজুর প্রেম নিবেদন করেন আর কখন!

যদু। বল তো বন্ধু, এ কি অন্যায় নয়?

মণি। নির্ঘাত অন্যায়।

যদু। কিন্তু এরই মধ্যে যখনই তাকে ফাঁকে পেয়েছি, তখনই আমি ইসারায় তাকে ভালবাসা জানিয়েছি; কিন্তু সে বিরক্ত হ'য়েছে।

মণি। একেই বলে 'কুকুরের পেটে ঘিয়ের পথ্যি'। ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়ের রাজ-রাজড়ার ভালবাসা পছন্দ হবে কেন?

যদু। আমি তাকে ভুলতে পারছি না বন্ধু।

মণি। আমিই পারছি না কুমার বাহাদুর, আর আপনি!

যদু। তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে এই বাগান-বাড়ীতে?

মণি। মণিলাল অসাধ্য সাধন করতে পারে হুজুর।

যদু। একাকিনী অসহায়া নারী, পথে প্রতি পদে চোর-ডাকাতের ভয়। একা সে যাবে কোথায়? একটু চেষ্টা করলেই তাকে ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

মণি। চেষ্টার ত্রুটি আমি করব না হুজুর।

যদু। তা জানি, তাই তোমায় এত বিশ্বাস।

মণি। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। এমন তরুণ যুবরাজের আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরুলো! পড় আবার ডাকাতের হাতে।

যদু। ওর বরাতে তাই আছে দেখছি।

দূতের প্রবেশ।

যদু। কি সংবাদ দূত?

দূত। মহারাজ আপনাকে ডাকছেন।

যদু। আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি। [দূতের প্রস্থান] দেখলে মণিলাল, কেমন অসময়ে মহারাজের তলপ?

মণি। অসময়ে হ'লেও, এখনিই তাঁর আদেশ পালন করতে হবে।

যদু। তাঁর আদেশ পালন, মানে—যুদ্ধ করা। আচ্ছা, বল তো মণিলাল, এখন আর কি যুদ্ধ-ফুদ্ধ ভাল লাগে?

মণি। তা কি আর লাগে হুজুর! এ বয়স যুদ্ধের নয়, এ বয়স শুধু নূতন নূতন ফুলে নূতন নূতন মধু সংগ্রহ করবে।

যদু। সাঁতোর রাজের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের আসন্ন। পিতার আদেশ, এ যুদ্ধে যে যোগদান না করবে, তাকে দণ্ড পেতে হবে। তুমি যুদ্ধ করতে যাবে মণিলাল?

মণি। আজ্ঞে, যুদ্ধ তো কখন করিনি; কিন্তু চেষ্টা করলে করতে পারি বই কি! তবে যুদ্ধ আমি ভালবাসি না।

যদু। আমিও তাই। তবে কি জান, দায়ে পড়ে করতে হয়। পিতার আদেশ অমান্য করলেই বিপদ। এমন কঠোর অথচ কোমল অন্তঃকরণ আমি খুব কম লোকেরই দেখছি।

মণি। রাজা হওয়ার ওই একটা মস্ত বিপদ, মাঝে মাঝে বড় যুদ্ধ

করতে হয়। তা না হ'লে রাজা হওয়ার মত সুখের জিনিষ আর এ সংসারে নেই।

যদু। এই তো মুস্কিলের কথা! পদ্ম তুলতে গেলেই কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়। আমরা শুধু পদ্মই তুলতে চাই, কাঁটার আঘাত সহ্য করতে রাজী নই। এখন চল, রাজার আদেশের জন্য আমরা প্রস্তুত হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাঁতোরের প্রাসাদ।

অবনীনাথ ও শিপ্রার প্রবেশ।

অবনী। শিপ্রা—শিপ্রা! গণেশ নারায়ণের আক্রমণে আমার সাঁতোর বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে; সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত, প্রজাগণ ভয়স্ত্রস্ত—পলায়িত। আমি তাদের রক্ষা করতে পারছি না।

শিপ্রা। যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দিন পিতা!

অবনী। কেমন ক'রে দিই শিপ্রা?

শিপ্রা। সন্ধি করুন পিতা।

অবনী। সন্ধি কেমন ক'রে সম্ভব হয় কন্যা?

শিপ্রা। যেমন ক'রেই হোক, সন্ধি আপনায় করতেই হবে; নইলে এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধে সাঁতোর ধ্বংস হ'য়ে যাবে। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা গণেশ নারায়ণ,—যাঁকে গৌড়ের নবাব পর্য্যন্ত সমীহ ক'রে চলেন, তাঁর সঙ্গে সামান্য সাঁতোর কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে?

অবনী। মোটেই পারে না, তা আমি জানি।

শিপ্রা। তবে যুদ্ধ করছেন কেন ?

অবনী। আত্মমর্য্যাদা, শিপ্রা। এই আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখতে সমগ্র হিন্দুজাতি আজ ধ্বংসের পথে যেতে বসেছে।

শিপ্রা। আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় কি সবই বিসর্জ্জন দিবেন ?

অবনী। দিতাম, বিনিময়ে যদি তা বজায় রাখতে পারতাম।

শিপ্রা। তা যখন আশা নেই, তখন সন্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর কি ?

কালীকিশোরের প্রবেশ।

কালী। সত্য বলেছ মা, সন্ধি ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবনী। যুদ্ধের সংবাদ কি, পুরোহিত ?

কালী। সংবাদ খুবই খারাপ।

অবনী। আমার সৈন্যেরা—

কালী। বিপর্য্যস্ত—ছত্রভঙ্গ।

অবনী। রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদ ?

কালী। তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করছে রাজা, কিন্তু প্রবল বিপক্ষের সাম্‌নে কতক্ষণ স্থির থাকতে পারে ?

অবনী। কালিকিশোর, আপনি শুধু আমার পুরোহিত নন, মন্ত্রীও। বলুন, কি উপায় অবলম্বন করি ?

কালী। আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না রাজা বাহাদুর ! গণেশ নারায়ণের সৈন্য সাঁতোর প্রাসাদ অবরোধ ক'রে বসে আছে। যদি সাঁতোরের মঙ্গল চান, তাহ'লে অবিলম্বে গণেশ নারায়ণের সঙ্গে সন্ধি করুন।

অবনী। গণেশ নারায়ণ যদি সন্ধি না করেন ?

কালী। নিশ্চয় করবেন। মহাপ্রাণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা গণেশ নারায়ণ অযথা লোকক্ষয় পছন্দ করেন না।

শিপ্রা। রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদকে গণেশ নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করলেই তো বিবাদ মিটে যায় পিতা!

অবনী। মিটে তো যায়, কিন্তু—

শিপ্রা। এই কিন্তুর জন্য আজ আপনার সমস্ত যেতে বসেছে।

অবনী। পৃথিবীর কোন জিনিষই স্থায়ী নয়। আজ যা আছে, কাল তা নাও থাকতে পারে। অতএব আমার সবকিছু যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি শিপ্রা!

শিপ্রা। সব কিছু গেলে আপনার থাকবে কি ?

অবনী। সম্মান—মর্য্যাদা। মানুষের সব যেতে পারে, তাতেও তার তেমন ক্ষতি হয় না ; কিন্তু সম্মান আর মর্য্যাদা যদি যায়, তাহ'লে তার বেঁচে থাকায় লাভ কি মা ?

কালী। আপনার সম্মান ও মর্য্যাদা বজায় থাকবে,—এই সর্ত্তে যদি সন্ধি হয়, তবে কি সন্ধিতে সম্মত আছেন ?

অবনী। আচার্য্য কালিকিশোর! আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি এত সহজে দিতে পারি না। আমি ভাঙ্গব, তবু নত হ'ব না, এ আমার পণ। যদি আমার রাজোচিত সম্মান বজায় রেখে সন্ধি হয়—হোক, ক্ষতি নেই ; কিন্তু আত্মসম্মানের বিনিময়ে সন্ধি,—এ সন্ধি আমি চাই না। চলুন আচার্য্য, সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে। তার পরামর্শ না নিয়ে আমি কিছু করতে পারি না, চলুন।

[কালীকিশোরসহ প্রস্থান।

গীত।

শিপ্রা।—

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ণা-জলে দাও রুদ্র অনল নিভায়ে।
তব পুণ্যপরশে আন শান্তি এই তপ্ত উষর হৃদয়ে॥
জ্বলে অগ্নিশিখা দেখ পুব্-আকাশে,
বহে ক্ষিপ্ত মরুৎ তার মিলন আশে,
থামাও তুমি তার মিলন থামাও, তব দীপ্ত গরিমা দেখিয়ে।
পীত-অম্বর সুন্দর হে মহীয়ান্,
কর নন্দিত জন-চিত ধন্য মহান্,
ঘুচাও আঁধার গোলোক-বিহারি তব প্রেমালোক জ্বালিয়ে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মহানন্দার তীরবর্ত্তী স্থান।

আজিমশাহ ও আসমানতারার প্রবেশ।

আসমান। আর যে চলতে পারি না, বাবা!

আজিম। না-না মা, চলতেই হবে; না পারলে চলবে না। এখুনি হয়তো সামসুদ্দীনের লোক এসে আমাদের বন্দী ক'রে ফেলবে।

আসমান। কিন্তু কেমন ক'রে চলি?

আজিম। যেমন ক'রে হোক, পিছন ফিরে না চেয়ে সোজা সামনে এগিয়ে চল মা!

আসমান। বাবা!

আজিম। মা!

আসমান। বাংলার শাহাজাদী আমি, আজন্ম বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত আমি, এই বন্ধুর প্রান্তর ভূমির উপর দিয়ে যে আর চলতে পারছি না বাবা!

আজিম। না পারলে তো চলবে না মা! সম্মুখে ওই কলনাদিনী তটিনী মহানন্দা বাংলার নবাব ও তার কন্যার দুর্ভাগ্যের বারতা বহন ক'রে সাগর-সঙ্গমে ছুটে চলেছে। পশ্চিম গগনে সূর্য্য অস্তমিত হবার পূর্ব্বেই আমাদের এই মহানন্দা পার হ'য়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি গৌড়ের মায়া ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে।

আসমান। কিন্তু কেন আমাদের এই নির্ব্বাসন—কেন এই পলায়ন? আমরা তো কোন অপরাধ করিনি!

আজিম। মসনদ—মসনদ, বাংলার মসনদ—স্বাধীন বাংলার মসনদ! এই মসনদে উপবেশন করাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় অপরাধ। এর চেয়ে অপরাধ আর কি হ'তে পারে আসমান?

আসমান। কিন্তু পিতা, এই বাংলার মসনদ ন্যায়ত আপনারই প্রাপ্য? দাদুসাহেব তো আপনাকেই বাংলার মসনদ দিয়ে যান। তবে এ অন্যায় সংঘটিত হয় কেন?

আজিম। অন্যায়! অন্যায় ব'লে তো এ দুনিয়ায় কিছু নেই মা! সব ন্যায়—সব ন্যায়, যার শরীরে ক্ষমতা আছে, তার কাছে সবই ন্যায়। যে দুর্ব্বল, সে অন্যায় অন্যায় ব'লে চীৎকার করে।

আসমান। সর্ব্বশক্তিমান খোদার রাজ্যে তা হ'লে ন্যায় অন্যায় দুটো কথা কেন আছে পিতা?

আজিম। আছে আসমান। সর্ব্বশক্তিমান্ খোদার রাজ্যে ন্যায় অন্যায় দুটো কথা আছে; কিন্তু একজনের কাছে যেটা ন্যায়, অপরের কাছে সেটা হয়তো অন্যায়; একজন যেটা ফেলে দেয়, অপরে সেটা কুড়িয়ে নেয়: আবার একজনে সেটা ভালবাসে, অপরে সেটা ঘৃণা করে।

আসমান। কিন্তু মন্দ কাজকে সবাই ঘৃণা করে।

আজিম। করে সত্য; কিন্তু তার প্রতিবিধান করতে ক'টা লোক পারে? যারা পারে, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ওই—ওই আসমান, দূরে অশ্ব পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না?

আসমান। কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না পিতা!

আজিম। পাচ্ছিস না?

আসমান। না।

আজিম। না—সে কি! আমি তো শুনতে পাচ্ছি।

আসমান। আপনি সর্ব সময়েই ওই চিন্তা করছেন কিনা, তাই ও রকম মনে হচ্ছে।

আজিম। তা হয়তো হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের যে সত্বর এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে, এটা তো সত্য?

আসমান। তা সত্য।

আজিম। তবে আয়রে বাংলার শাহাজাদি, বাংলার নবাবের নয়ন-পুত্তলি! আয়—আয় মা, আমরা পিতা-পুত্রীতে এখান থেকে পালিয়ে যাই চল।

আসমান। কোথায় যাবেন?

আজিম। সপ্তদুর্গায়, ভাতুড়িয়ার রাজধানী সপ্তদুর্গায়। সেখানের হিন্দু-রাজা গণেশ আমায় আশ্রয় দিতে পারে।

আসমান। সপ্তদুর্গাধিপতি রাজা গণেশ প্রবল প্রতাপশালী গৌড়েশ্বর সামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে ?

আজিম। পারবেন কিনা জানি না, তবে একটা আশ্রয় তো চাই আসমান! বন্যার স্রোতে ভেসে যেতে যেতে যেমন একটা কাষ্ঠখণ্ডকেও আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে, আমিও সেইরূপ রাজা গণেশের আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই মা!

আসমান। রাজা গণেশ! হিন্দুরাজা গণেশ!

আজিম। হিন্দুরাজা গণেশ নারায়ণকে কি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না আসমান ?

আসমান। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলছি না পিতা। খোদার সৃষ্ট রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ নেই, সেথায় শুধু মানুষ। মুসলমান আমরা, ওরা হিন্দু,—এই জাতিগত পার্থক্য মানুষের সৃষ্টি। খোদার কাছে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই সমান।

আজিম। (স্বগত) আসমান থেকে সত্যই নেমে এসেছে দুনিয়ার বুকে আমার এই নয়নের তারা আসমানতারা। আসমান—আসমান! ওরে বেহেস্তের ফুল্লকুসুম! আজ তোরই জন্য তোর পিতার এই মর্ম্ম-ভেদী আকুলতা; নইলে নিজের জন্য কিছু চিন্তা করি না। খোদা—খোদা! এ কি করলে দয়াময়? আমার বিলাস-প্রতিপালিতা অসূর্য্যম্পশ্যা নন্দিনীর অদৃষ্টে এ কি পরিবর্ত্তন ঘটালে ?

আসমান। কি ভাবছেন পিতা ?

আজিম। না মা, কিছু ভাবিনি। আর দেরী করা চলে না; আমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ফকির নূরকুতুবলের প্রবেশ।

গীত।

ফকির।—

এ দুনিয়া তৈরী তোমার, তুমি মেহেরবান্।
সব কিছু হায় ঝুটা হেথা, সাচ্চা তোমার দান॥
ওই যে নদী চলছে বেগে, পিছন ফিরে না চায়,
তোমার আদেশ তামিল করতে সাগর পানে ধায়,
গাছের ডালে বসে পাখী গাইছে তোমার গান॥

[প্রস্থান।

আজিম ও আসমানতারার পুনঃ প্রবেশ।

আজিম। কে যেন গান গাইতে গাইতে আমাদের পেছু পেছু আসছে?

আসমান। হ্যাঁ, পিতা।

আজিম। ভাল ক'রে শুনি, এ কার গলার স্বর। (শুনিলেন)

আসমান। কার গলার স্বর বুঝতে পারলেন?

আজিম। পেরেছি।

আসমান। কার?

আজিম। আলমের—ফকির নূরকুতুবল আলমের।

আসমান। তা হ'লে—

আজিম। বিপদ—বড় বিপদ! সামসুদ্দীনের দলের লোক এই ফকির সাহেব। ভয়ঙ্কর—বড় ভয়ঙ্কর!

আসমান। কি হবে তা হ'লে পিতা?

আজিম। পালিয়ে যেতে হবে—এখুনি পালিয়ে যেতে হবে, নইলে

রক্ষা নেই। ফকির সাহেব আমাদের দেখতে পেলেই ধরিয়ে দেবে। চল—চল।

আসমান। কিন্তু—

অজিম। না-না না, কিন্তু নয়—কিন্তু নয়। চল—চল মা, এখনই এই স্থান পরিত্যাগ ক'রে আমরা পালিয়ে যাই। ওই—ওই আসমান. ওই ফকির সাহেবের কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসছে। আর একটু অপেক্ষা করলে আমাদের ধরা পড়তে হবে। চল—চল।

আসমান। হ্যাঁ, চলুন।

আজিম। চল। মনে থাকে যেন, সপ্তদুর্গায় আমাদের যেতে হবে রাজা গণেশের সাহায্য নিতে। ঘোরতর হিন্দু-বিদ্বেষী এই ফকির সাহেব। যদি কোনক্রমে জানতে পারে যে, আমরা হিন্দুরাজ্যে গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করতে যাচ্ছি, আর এই সংবাদ সে যদি সামসুদ্দীনকে জানিয়ে দেয়, তাহ'লে সপ্তদুর্গায় আমরা পৌছাইতেই পারব না। চল—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ফকিরের পুনঃ প্রবেশ।

পূর্ব্বগীতাংশ।

ফকির।—

আজ যে আমীর কাল সে ফকির তোমার ইচ্ছায়,
উঠা-নামা ঘুরণপাকে ঘুরছে সবাই হায়,
কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, সবাই যে সমান॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিষ্ণুমন্দির।

গণেশ নারায়ণ, যদু নারায়ণ, করুণা, শিপ্রা ও দেবদাসীগণের প্রবেশ।

গীত।

দেবদাসীগণ।—

প্রণাম করি, প্রণাম করি, তোমায় প্রণাম করি।
ওগো ঠাকুর, হিয়ার মাঝে তোমারে স্মরি॥
তুমি এমন হাসি আর হেসো না,
ঘরে ফিরতে মোরা আর পারি না,
হাসি তুমি থামাও কালা, দিও না আর প্রাণে জ্বালা,
কেন আঁখি-ঠারি হান বাণ, আঁখি ফিরাও ওহে হরি॥

[প্রস্থান।

করুণা। কুলদেবতা নারায়ণকে প্রণাম কর শিপ্রা।

(শিপ্রা সহ সকলে প্রণাম করিলেন)

গণেশ। শোন শিপ্রা, তুমি আমার পুত্রবধূ। বাংলার এই দুর্দ্দিনে—হিন্দু-মুসলমানের এই ভয়াবহ পরিণতির সম্ভাবনার যুগ-সন্ধিক্ষণে সাঁতোরের রাজকন্যা তুমি এসেছ সপ্তদুর্গার রাজবধূরূপে। নবাবের অত্যাচারে উৎপীড়িত হিন্দুসমাজ যখন ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছে, সেই সময়ে তোমার পিতা অবনীনাথ স্বজাতির মধ্যে যুদ্ধ অবসান কামনায় আমার পুত্রের হস্তে তোমায় সমর্পণ ক'রে যে উদারতা দেখিয়েছেন, তা চিরকাল আমার

স্মরণ থাকবে। নারায়ণের নিকট প্রার্থনা, তোমার শুভাগমনে আমাদের জাতীয় কামনা পূর্ণ হোক।

শিপ্রা। (করযোড়ে নতমস্তকে সম্মতি জানাইল)

গণেশ। যদু নারায়ণ!

যদু। পিতা!

গণেশ। শিপ্রাকে নিয়ে গৃহে যাও।

যদু। যে আজ্ঞে।

[শিপ্রা সহ প্রস্থান।

গণেশ। এ যুদ্ধে বহু সৈন্যক্ষয় হ'ল করুণা।

করুণা। আরও হ'তো, যদি সাঁতোর-রাজ এত শীঘ্র আত্ম-সমর্পণ না করতেন।

গণেশ। নিশ্চয়। সাঁতোর-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করতে, রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদকে কঠোর দণ্ড দিতে, দেশের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমায় অনেক কষ্ট পেতে হ'তো; কিন্তু নারায়ণ আমার কষ্টের লাঘব করেছেন। স্বজাতি ও স্বজনের বিরুদ্ধে এখন আর আমায় যুদ্ধ করতে হবে না। সাঁতোর এখন মিত্ররাজ্য। উভয় রাজ্যের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এখন যদি আমরা গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করি, তাহ'লে জয়লক্ষ্মী নিশ্চয় আমাদের করায়ত্ত হবে।

করুণা। সাঁতোররাজ এখন আমাদের আত্মীয়—বৈবাহিক; সপ্তদুর্গার কল্যাণের সঙ্গে তাঁরও এখন কল্যাণ ওতঃপ্রোত ভাবে একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে গিয়েছে। নারায়ণ আমাদের সহায়, নইলে এই সব অঘটন সংঘটন হবে কেন?

গণেশ। সত্য ব'লেছ করুণা, নারায়ণ আমাদের সহায়, নইলে এই

অঘটন সংঘটন হবে কেন? করুণা—করুণা! গণেশ নারায়ণের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে। নইলে একই সময়ে সাঁতোর রাজের আত্ম-সমর্পণ আর গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে এ রকম গৃহ-বিবাদই বা হবে কেন?

করুণা। হায় স্বামি, কবে সেদিন আসবে, যেদিন বাংলার রাজধানী গৌড় হবে হিন্দু করতলগত!

গণেশ। অত্যাচারী গৌড়ের নবাব! আর বেশীদিন এই হিন্দুজাতি তোমার অত্যাচার সহ্য করবে না। হিন্দু আজ জেগে উঠেছে, সে আর ঘুমিয়ে থাকবে না। তোমার অত্যাচারের—তোমার অবিচারের প্রতিশোধ নিতে হিন্দু আজ বদ্ধপরিকর। বাংলার হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের বংশধর-গণের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে আজ সপ্তদুর্গার অধিপতি এই গণেশ নারায়ণ।

করুণা। আর তাঁর করুণাময়ী।

গণেশ। সুন্দর—সুন্দর, অতি সুন্দর! করুণাময়ি, করুণাময়ীরই যোগ্য তোমার বাণী! শক্তিরূপিণী নারীর সাহায্য না পেলে পুরুষ কিছুই করতে পারে না। শিবের শিবত্ব হয়তো অনেকটা খর্ব্ব হ'য়ে যেতো, যদি শক্তিরূপা মহামায়ার সংযোগ তাতে না থাকতো। সীতা-বিহীন রামচন্দ্র, রাধা-বিহীন শ্রীকৃষ্ণ,—এ কেউ কল্পনাও করতে পারে না; প্রকৃতি-বিহীন পুরুষও তাই। তবে এস প্রকৃতি—এস করুণা! পুরুষ গণেশ নারায়ণের সঙ্গে একত্রিত হ'য়ে দেশের জন্য—দশের জন্য—বাংলার জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করি। কেমন, পারবে তো?

করুণা। পারবো। সপ্তদুর্গার অধিশ্বরী আমি, আমি দেখাতে চাই সপ্তদুর্গার জনগণকে যে, তাদের রাণী শুধু বিলাস-বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই

সপ্তদুর্গার সিংহাসনে বসে নাই ; প্রয়োজন হ'লে সে শত্রুর বিরুদ্ধে অসি ধারণ করতেও পশ্চাৎপদ নয়।

গণেশ। নারায়ণ! এসেছিলাম নব-বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গল কামনা করতে। আশীর্ব্বাদ কর দেব! তারা যেন দীর্ঘায়ু ও জয়যুক্ত হয় ; আর আমরাও যেন সফলকাম হই!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ঃ

হামিদের গৃহ।

গীতকণ্ঠে হামিদ ও সাকিনার প্রবেশ।

গীত ঃ

সাকিনা।— খালি তুই জ্বালাস কেন ওরে মুখপোড়া।
হামিদ।— তুই একবার মুচকি হেসে যেতে পারিস,
কাজের তোর এত কি তাড়া॥
সাকিনা।— কলিজার ব্যথা আমার জানবি রে তুই কি,
হামিদ।— মরে যাই প্রিয়া আমার হাত বুলিয়ে দি,
সাকিনা।— দরদে এত তোমার দরকার নাই আর,
হামিদ।— আমি যে বিবি সাহেব তোমার কণ্ঠহার,
সাকিনা।— যা-যা-যা মুরোদ ভারি জ্বালাস নে আর,
যাই আমি বেড়াতে পাড়া॥

হামিদ। বলি সাকিনা, আমায় ছেড়ে তোমার এত পাড়া বেড়াতে যাবার দরকার কি শুনি ?

সাকিনা। যাও—যাও সাহেব, বিরক্ত ক'রো না আমায়। আমার এখন মেজাজের ঠিক নেই।

হামিদ। কখন আর তোমার মেজাজের ঠিক থাকে সুন্দরি ?

সাকিনা। কেমন ক'রে আর মেজাজের ঠিক থাকে ? এ দিকের খবর শুনেছ সাহেব ?

হামিদ। কোন দিকের ?

সাকিনা। কোন্ দিকের আবার। এই নবাব বাদশাহদের বাড়ীর কথা বল্‌ছি।

হামিদ। কিছু নতুন খবর আছে নাকি ?

সাকিনা। আছে বই কি। বড় দুঃখের খবর। তুমি কি কোন খোঁজ খবরই রাখ না সাহেব ?

হামিদ। গরীবের অত খবর রেখে লাভ কি ?

সাকিনা। তা তো বটেই। বিবির বোজ্‌গারে খাচ্ছ, তোমার আর এসব খবর রেখে লাভ কি।

হামিদ। হেয়ালী রেখে বলই না বিবিজান, খবরটা কি।

সাকিনা। খবরটা হচ্ছে, নবাব আজিম শাহকে মসনদ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সামস্‌দ্দীন মসনদে বসেছে।

হামিদ। ও—আল্লা! এই কথা ? তাতে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি ? আমাদের তো দুই-ই সমান।

সাকিনা। এই জন্যেই তো তোমার উপরে আমার এত রাগ হয় সাহেব।

হামিদ। এতে রাগের কারণ কি থাকতে পারে, আমি তো তা কিছুই বুঝতে পারছি না পণ্ডিত-সাহেবা!

সাকিনা। তা পার্‌বে কেন! এদিকে যে আমার চাকরী যায়। আজিম শাহের সঙ্গে নবাবজাদী আসমানতারাও যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি ছিলাম নবাবজাদীর প্রিয় সহচরী। তার অবর্ত্তমানে আমার অবস্থা কিরূপ হবে বুঝতে পার্‌ছ?

গীত।

হামিদ।— বুঝতে পারি, বুঝতে পারি, সব বুঝতে পারি।
উপোষ রইতে পারি যদি না দেখি ও মুখ ভারী॥

সাকিনা।— শুকনো তোমার ভালবাসা, ওগো বচন-তুবড়ি,
করবো নূতন আসনাই এবার তোমারে ছাড়ি;

হামিদ।— হায়-হায় কি হবে আমার, ওগো স্বরগ-পরি,
কর্‌লে নূতন আসনাই আমি গলে দিব দড়ি;

সাকিনা।— পকেট খালি, প্রেমের বুলি,
ন্যাকামি তোমার সইতে নারি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সপ্তদুর্গা—প্রাসাদ।

যদু নারায়ণের ছবি একখানি সম্মুখে রাখিয়া
শিপ্রা চিন্তা করিতেছিল।

শিপ্রা। তুমি এত সুন্দর, তবু এত কঠিন কেন? তুমি কি চাও, তা আমি বুঝতে পারি না। কেন—কেন, ওগো, আমার উপর কেন তোমার এত উদাসভাব? আমি কি তোমাব মনেব মত নই? বল স্বামি! বল প্রিয়! তুমি কি আমায় চাও না?

যদু নারায়ণের প্রবেশ।

যদু। কার সঙ্গে কথা কইছ শিপ্রা?

শিপ্রা। (ছবি লুকাইয়া) মনেব সঙ্গে স্বামি!

যদু। মনের সঙ্গে? তুমি তো খুব মনস্তত্ত্ববিদ্ দেখছি। কিন্তু কি লুকোলে ওটা?

শিপ্রা। কই—কোথায়?

যদু। তোমার কাপড়ের মধ্যে।

শিপ্রা। ও কিছু নয়, একটা ছবি।

যদু। ছবি! কার ছবি?

শিপ্রা। তা নাই বা শুনলে?

যদু। আমি শুনবই, দেখবই ওটা কার ছবি।

শিপ্রা। (স্বগত) সেই অবিশ্বাস! কেন এমন অবিশ্বাস? আমি কি এত অবিশ্বাসিনী? উনি ভাবছেন, ছবিটা হয়তো অন্য কারও। কিন্তু এ ভাবনা আসে কোথা হ'তে? নিজের অবিশ্বাসী মন নিয়ে আমায় অবিশ্বাসী করছেন।

যদু। চুপ ক'রে রইলে যে? দেখাবে না?

শিপ্রা। দেখ। (ছবি দেখাইল)

যদু। ও—আমার ছবি! তবে দেখাচ্ছিলে না কেন?

শিপ্রা। (নতমুখে নিরুত্তর রহিল)

যদু। কই, উত্তর দিচ্ছ না যে?

শিপ্রা। এর আর কি উত্তর দেবো?

যদু। (স্বগত) শিপ্রা—শিপ্রা, তুমি কি আর একটু সহজ হ'তে পার না? আমার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে এত বাধা দাও কেন? আমি পুরুষ, তুমি নারী; আমার কাজে বাধা দেবার শক্তি তোমার নেই। কিন্তু কি শক্তি ধর তুমি যে, আমার গতিবিধি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখ! অথচ তোমার সামনে এলে আমার কেমন একটা দুর্ব্বলতা আসে। আশ্চর্য্য এই শিপ্রা! (প্রকাশ্যে) শিপ্রা!

শিপ্রা। বল।

যদু। তুমি পিত্রালয়ে যাবে?

শিপ্রা। হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

যদু। না, এমনই। যাবে?

শিপ্রা। না।

যদু। না! কেন? পিত্রালয়ে যেতে চায় না, এমন মেয়ে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

শিপ্রা। আমি সেই কমের মধ্যে একজন। কিন্তু, তুমি আমায় হঠাৎ পিত্রালয়ে যেতে বল্‌ছ কেন ?

যদু। অনেক দিন তো যাওনি। যাবে ?

শিপ্রা। পিতা যদি অনুমতি দেন, যাব।

যদু। পিতা হয়তো অনুমতি নাও দিতে পারেন।

শিপ্রা। আমার যাওয়া নাও হ'তে পারে। কিন্তু, তুমি আমায় এখান থেকে বিদায় করতে চাও কেন ?

যদু। তুমি থাকলে আমার অনেক অসুবিধা হয়।

শিপ্রা। কি অসুবিধা হয়, আমায় বল্‌বে ?

যদু। না, তা বলা যায় না।

শিপ্রা। তবে আমিও শুনতে চাই না।

যদু। আচ্ছা, আমি এখন যাই। [প্রস্থান।

শিপ্রা। আমি এখানে থাকলে তোমার অসুবিধা হয়; সুতরাং আমায় যেতে হবে। না-না, আমি এখন পিত্রালয়ে যাব না, তোমায় একলা ফেলে রেখে পাপের পথে এগিয়ে আমি যেতে দেব না স্বামি। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার চরিত্র সংশোধন করা আমার কর্ত্তব্য। হায়, ভগবান! এমন চরিত্রবান্ উদারচেতা মহাপুরুষের এমন চরিত্রহীন নীচ-মনা সন্তান কেন ভগবান্ ?

করুণার প্রবেশ।

করুণা। শিপ্রা!

শিপ্রা। মা!

করুণা। যদু কোথায়, কন্যা ?

শিপ্রা। একটু আগে এইখানেই তো ছিলেন, কোথায় গেলেন, জানি না তো মা!

করুণা। যদুর গতিবিধি আমার মোটেই ভাল লাগছে না বৌমা! গৌড়ের নবাবের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ আসন্ন। সমগ্র সপ্তদুর্গা, সমগ্র সাঁতোর, সমগ্র হিন্দুরাজ্য আজ গৌড়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সেই বিলাস-পরায়ণ গৌড়েশ্বরকে গৌড়ের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত ক'রে তাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি বাংলার মুসলমান অধীনতা-শৃঙ্খল মোচন করতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছে। আর যদুনারায়ণ,—সপ্তদুর্গার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যদুনারায়ণ বাংলার এই দুর্দ্দিনে—বাংলার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে বিলাস-প্রাচুর্য্যে গা ঢেলে দিযে বসে আছে! তাকে গৌড় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত কর শিপ্রা!

শিপ্রা। করবো মা!

করুণা। সে বড নীচুদিকে নেমে যাচ্ছে। রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে প্রায় সব সময় প্রমোদ উদ্যানে দিনযাপন করে। তার গতিবিধি লক্ষ্য রেখো শিপ্রা!

শিপ্রা। রাখবো মা!

করুণা। আর এক কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিই।

শিপ্রা। আদেশ করুন মা!

করুণা। যুগ-যুগান্তের ইতিহাস দেখে আসছি, নারীজাতির জাগরণ না হ'লে দেশ জেগে উঠে না। একা পুরুষ কিছুই করতে পারে না, যদি নারী তার সাহায্য না করে; পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন হ'লে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হয়। আসন্ন গৌড়-যুদ্ধে আমাদের নারীজাতির একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হবে।

শিপ্রা। নিশ্চয়।

করুণা। তুমি তা পারবে শিপ্রা ?

শিপ্রা। কেন পারবো না মা ? আশীর্ব্বাদ দানে তো আপনারা কার্পণ্য করেন নি !

করুণা। উত্তম ! তুমি পারবে ব'লে মনে হয়। আসন্ন মহাসমরে আমার পুত্রের অমনোযোগিতা পুত্রবধূর একাগ্রতা দিয়ে পূরণ করবো, আশা করি।

শিপ্রা। আপনার আশা অপূর্ণ থাকবে না মা !

করুণা। আমার বড় দুঃখ হয় শিপ্রা, যদু হিন্দু হ'য়েও মুসলমান ভাবাপন্ন। (স্বগত) হায় শিপ্রা, তুমি তো জানো না, সে কত বড় চরিত্রহীন ! তার জন্য আমি আশ্রিতাকে আশ্রয় দিতে পারিনি। যদুর জন্যই যে অসহায়া অপর্ণা আমার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে, তা তো তুমি জানো না !

শিপ্রা। কি ভাবছেন মা ?

করুণা। রাজমুকুট যারা পরিধান করে, তাদের ভাবনার অন্ত নেই। যদুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'লো।

শিপ্রা। বলবো।

করুণা। আচ্ছা, চল এখন।   [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

সপ্তদুর্গা—রাজসভা।

গণেশ নারায়ণ, নরসিংহ, অবনীনাথ ও যদু নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। যদু, আজিম শাহের সংবাদ জান ?

যদু। খবর পেয়েছি, তিনি আমাদের আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে সপ্তদুর্গার দিকে আসছেন।

গণেশ। সঙ্গে কে আছে ?

যদু। কন্যা ও কতিপয় অনুচর।

গণেশ। আচ্ছা। নরসিংহ, গৌড়ের মসনদের বর্ত্তমান অধীশ্বর সামস্থদ্দীনের খবর কি ?

নরসিংহ। তিনি আজিম শাহের অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

গণেশ। বুঝতে পেরেছি। আজিম শাহ পলায়িত, আর সামসুদ্দীন বাংলার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্য আজিম শাহের পশ্চাদ্ধাবনে রত। কেমন, তাইতো ?

নরসিংহ। ঠিক তাই, মহারাজ।

গণেশ। রাজধানী গৌড়ের সংবাদ ?

নরসিংহ। প্রায় অরক্ষিত।

গণেশ। গৌড় আক্রমণের এই সুযোগ নরসিংহ! এ সুযোগ চলে গেলে আর ফিরে আসবে না। সাঁতোরাধিপতি!

অবনী। আদেশ করুন মহারাজ!

গণেশ। আদেশ নয় বন্ধু, আদেশ নয়, পরামর্শ—শুধু পরামর্শ! শুনুন অবনীনাথ! আপনি এখন আমার প্রতিবেশী শত্রু নন, আপনি এখন আমার আত্মীয়—বান্ধব। গৌড়-আক্রমণ করতে হ'লে আপনার পরামর্শ সর্ব্বাগ্রে আমার প্রয়োজন।

অবনী। তাহ'লে আমি সর্ব্বাগ্রে এই পরামর্শ দিতে চাই যে, গৌড় আক্রমণ করবার পূর্ব্বে আজিম শাহকে আমাদের আশ্রয় ও সাহায্য দান করা উচিত।

গণেশ। ঠিকই বলেছেন। আজিম শাহকে আশ্রয় দিতে হবে—সাহায্য করতেও হবে; আর সেই সঙ্গে রাজধানী গৌড়ও আক্রমণ করতে হবে। কেমন?

অবনী। সবদিক্ একসঙ্গে সামলান যাবে তো?

গণেশ। কেন সামলান যাবে না, বৈবাহিক? সপ্তদুর্গার শক্তিসহ সাঁতোর-শক্তি একত্রিত হ'য়েছে, বাংলার অন্যান্য হিন্দু-রাজগণের সঙ্গেও একতা ও স্বজাতি-প্রীতি দেখা দিয়েছে। এই তো সময়! এ সময় তো বাংলায় কখনও আসেনি—বাংলার হিন্দু-রাজন্যবর্গ কখনো ত এরূপ একতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি! তবে কেন সামলান যাবে না বন্ধু?

অবনী। গৌড়-শক্তি আমাদের সমবেত শক্তির চেয়ে অনেক বেশী।

গণেশ। কিন্তু তুচ্ছ একটা তৃণের দ্বারা মত্ত মাতঙ্গে বাঁধতে না পারা গেলেও, তৃণগুচ্ছের দ্বারা ত' সম্ভব?

অবনী। অমিত তেজস্বী মহারাজ গণেশ নারায়ণের কাছে হয়তো সম্ভব হ'তে পারে।

গণেশ। না-না, শুধু গণেশ নারায়ণের কাছে নয়, সমবেত হিন্দু-

রাজগণের একত্রিত শক্তির কাছে সবই সম্ভব। হিন্দু এতদিন গৃহবিবাদে পরস্পর মত্ত ছিল, আত্মশক্তিতে সন্দিহান ছিল, তাই মুসলমানের দাসত্ব নীরবে নতশিরে স্বীকার ক'রে এসেছে; কিন্তু আজ সে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুতে পরিণত হ'য়েছে। সে আজ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পদদলিত ক'রে নবাবের কাছে উন্নত মস্তকে—স্ফীতবক্ষে উপনীত হবে। যদু!

যদু। পিতা!

গণেশ। আজিম শাহকে আশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে?

যদু। না পিতা, এখনো আশ্রয় দেওয়া হয় নি।

গণেশ। আশ্রয় দেওয়া হয়নি! কেন?

যদু। আপনার অনুমতির অপেক্ষায়—

গণেশ। আমার অনুমতির অপেক্ষা কি আছে এতে? বুঝতে পারছ না যদু, আজিম শাহকে আশ্রয় দেওয়া মানেই গৌড়ের সিংহাসন হস্তগত করবার পথে অগ্রসর হওয়া! যাও, অবিলম্বে তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা কর। [যদুর প্রস্থানোদ্যোগ] থাম। তোমার উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'ল, তুমি তা পালন করতে পারবে ত'?

যদু। পারবার চেষ্টা করবো।

গণেশ। চেষ্টা করবো নয়, এ তোমায় করতে হবে।

যদু। আচ্ছা।

গণেশ। মনে থাকে যেন যুবক, যে—তুমিই ভবিষ্যতে একদিন বসবে এই বাংলার সিংহাসনে।

যদু। (স্বগত) বাংলার সিংহাসন! ধনধান্য-পুষ্পে ভরা এই বাংলার সিংহাসন! এই সিংহাসনে একদিন হয়তো আমি বসতে পারবো; কিন্তু

এই সিংহাসন লাভ করা আমার কাছে সুদূরপরাহত ;—প্রবল প্রতাপশালী পিতার চেষ্টায় যদি বাংলার সিংহাসন লাভ করতে পারা যায়, তবেই ভবিষ্যতে একদিন আমি বসতে পারব এই সিংহাসনে। তাই অবনত মস্তকে পালন ক'রে চলেছি পিতার আদেশ। নতুবা আসন্ন হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'তো না।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ!

গণেশ। কি সংবাদ, দূত?

দূত। জনৈক যুবক আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

গণেশ। যুবক হিন্দু, না মুসলমান?

দূত। হিন্দু, মহারাজ!

গণেশ। যাও, তাকে নিয়ে এস।　　　　[দূতের প্রস্থান।

যদু। (স্বগত) যুবক হিন্দু, না মুসলমান?—এই হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য পিতাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। কিন্তু কেন এই পার্থক্য? হিন্দুও মানুষ, আর মুসলমানও মনুষ। ঈশ্বরের সৃষ্ট রাজ্যে হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই; তাঁর রাজ্যে আছে শুধু একটা জাতি, সে জাতি হচ্ছে মানুষ। তবে এই ভেদাভেদ কেন? বাংলার সিংহাসন লাভ করতে যদি আমায় মুসলমানও হ'তে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।

রজতের প্রবেশ।

রজত। মহারাজ! (অভিবাদন)

গণেশ। কি প্রয়োজন তোমার, যুবক?

রজত। আপনার সৈন্যবিভাগে আমি কাজ করতে চাই, মহারাজ!

গণেশ। তোমার নিবাস?

রজত। এই ভাতুড়িয়ার এক গ্রামে।

গণেশ। তোমার নাম?

রজত। রজত।

গণেশ। কিসের প্রেরণায় এসেছ সৈন্যবিভাগে কাজ করতে?

রজত। দেশের প্রেরণায়, মহারাজ।

গণেশ। (উল্লাসভরে) তুমিই পারবে রজত, তুমিই পারবে দেশের কাজ করতে!

রজত। মহারাজ!

গণেশ। শোন যুবক! অন্নসমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থের প্রত্যাশী হ'য়ে সৈন্যবিভাগে কাজ করতে আসে, তার বহু অংশে উচ্চতর সে, যে আসে দেশের প্রেরণায়—জাতির আহ্বানে—দশের কল্যাণে।

রজত। মহারাজ!

গণেশ। আসন্ন যুদ্ধে হিন্দুর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে—বাংলার জাতীয় জন-জাগরণে তোমার মত যুবকের যথেষ্ট প্রয়োজন, রজত।

রজত। (সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল)

গণেশ। নরসিংহ, একে সৈন্যবিভাগে ভর্ত্তি ক'রে নিন্।

নরসিংহ। যে আজ্ঞে।

রজত। আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ নিলেন না, মহারাজ?

গণেশ। তোমার মুখমণ্ডলই প্রমাণ করছে তোমার বিশ্বস্ততার।

রজত। আমার আন্তরিকতার—

গণেশ। অন্তর আমি অধ্যয়ন করতে পারি যুবক। নইলে মাত্র

ভাতুড়িয়া পরগণার সামান্য একটা জমিদার হ'য়ে প্রবল প্রতাপশালী গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় সাহসী হ'তাম না।

রজত। মহারাজ বাংলার হিন্দুগৌরব।

গণেশ। গৌরান্বিত হবো সেই দিন রজত, যদি আনতে পারি কোনদিন বাঙালী হিন্দুর হারিয়ে যাওয়া গৌরব—যদি দেখতে পাই কোন দিন বাংলার অবহেলিত উৎপীড়িত সন্তান তার পূর্ণ গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নরসিংহ!

নরসিংহ। মহারাজ!

গণেশ। রজতের ব্যবস্থা করুন।

নরসিংহ। করছি মহারাজ। দূত!

দূতের পুনঃ প্রবেশ।

দূত। আদেশ করুন।

নরসিংহ। একে নিয়ে যাও সেনাপতির কাছে। যাও যুবক!

রজত। যাচ্ছি। (স্বগত) নিষ্ঠুরা অপর্ণা! তোমার প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে সৈন্যবিভাগে কাজ করতে এসেছি। তোমার স্বর্গীয় সুষমাভরা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ পিপাসিত চকোরকে যদি কণামাত্র প্রেমবারি দান করতে, তাহ'লে আমার জীবনের গতি ভিন্নমুখী হ'তো।

[দূতসহ প্রস্থান।

গণেশ। নরসিংহ, আপনার উপর আমি সপ্তদুর্গা রক্ষার ভার দিয়ে গৌড়-অভিযানে যেতে ইচ্ছা করি। আমার পার্শ্বরক্ষক থাকবেন অবনীনাথ আর যদু। কেমন?

নরসিংহ। উত্তম। নগর রক্ষার ভার আমার।

গণেশ। যত্নু, আজিম শাহকে রক্ষা করার ভারও তোমার।

যত্নু! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

অবনী। আমার সেনাপতি রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ আপনার অগ্র-পশ্চাৎ রক্ষা করতে পারে।

গণেশ। রামচাঁদ-শ্যামচাঁদ! তাদের বিশ্বাস করা যায়?

অবনী। যায়, মহারাজ।

গণেশ। কিন্তু, তারা তো—

অবনী। দস্যু ছিল; কিন্তু আপনার সংসর্গে এসে তারা দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে।

গণেশ। উত্তম, তাই হবে। আসন্ন যুদ্ধের গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারে, এমন আর কেউ আছে?

করুণার প্রবেশ।

করুণা। আছে, মহারাজ।

গণেশ। কে—করুণা?

করুণা। হ্যাঁ, আমি—সপ্তদুর্গার রাণী। আসন্ন যুদ্ধে আমি কি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি, রাজা?

গণেশ। তোমার তো কোন নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব নেই রাণি, তোমার দায়িত্ব সবেতেই—ঠিক আমার পরেই।

করুণা। তবুও একটা নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব আমায় দিতে হবে।

গণেশ। নারী তুমি; সুতরাং নারীবাহিনী সংগঠন এবং পরিচালনার ভার তোমার।

করুণা। উত্তম। নারীজাতি আজ জাগ্রত হ'য়েছে। তারা শুধু

ঘরের কোণে বসে গৃহকর্ম্ম আর সন্তান প্রতিপালন করবে না—পুরুষের লালসাগ্নিতে ইন্ধন যোগাবে না। তারা জেগেছে; স্বজাতি স্বজন স্বদেশ তারা চিনেছে; দেশের জন্য—দশের জন্য—পরের জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছে।

গণেশ। তা না করলে দেশের যথার্থ কল্যাণ হয় না।

করুণা। সমগ্র মানব-জাতির অর্দ্ধেক এই নারীজাতি। এ জাতি যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহ'লে বাকি অর্দ্ধেক পুরুষজাতি কেমন ক'রে করতে পারে সমগ্র জাতির কল্যাণ—কেমন ক'রে আনতে পারে দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ? নারী আজ পুরুষের সমান অধিকার চায় রাজা!

গণেশ। নারী চিরকালই পুরুষের সমান অধিকার পেয়ে আসছে; এতে আর নূতনত্ব কিছুই নেই। সীতা সাবিত্রী ক্ষণা গার্গেয়ী,—এঁরা সকলেই নারী; কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা—কোনটাতেই এঁরা পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। শোন রাণি! দেশের কল্যাণের জন্য নারীর দান পুরুষ চিরকালই অবনত মস্তকে ঈশ্বরের দান ব'লে গ্রহণ ক'রে আসছে। নারী শুধু স্ত্রী নয়, সে শুধু পুরুষের লালসাগ্নিতে ইন্ধন যোগায় না; সে জননী—পুরুষ-প্রসবিনী, জগন্মাতা বিশ্বজননী মহাশক্তিরূপা মহামায়ার অংশ সমুদ্ভূতা।

করুণা। আর এই নারীজাতিরই অসম্মান করা হয় সর্ব্বাধিক।

গণেশ। বিকসিত সুগন্ধি কুসুমের মধ্যে যেমন কীট থাকে, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের মধ্যেও তেমনি দানব আছে। যারা নারী-অবমাননা করে, তারা মানব নয়, দানব।

করুণা। তবে নারী তার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব গ্রহণে যেতে পারে?

গণেশ। স্বচ্ছন্দে—অবাধে।

করুণা। (স্বগত) মহান্ স্বামি! শ্রেষ্ঠ দেশনেতা উত্তম পুরুষ! সমস্ত পুরুষ যদি তোমার মত উদার ভাবাপন্ন হ'তো, তা হ'লে বাংলার ইতিহাস অন্যতম হ'য়ে যেতো।

গণেশ। আর কিছু তোমার বলবার আছে রাণি?

করুণা। না, রাজা।

গণেশ। দেওয়ান নরসিংহ, সাঁতোররাজ অবনীনাথ, পুত্র যদুনারায়ণ, রাণী করুণাময়ি! আশা করি, তোমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পশ্চাৎপদ হবে না?

সকলে। না।

নরসিংহ। বাংলার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের দিন সমাগত।

গণেশ। সত্য বলেছেন নরসিংহ, বাংলার ভাগ্য পরিবর্ত্তনেরই দিন সমাগত। ওই যে—ওই যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী আমার ধনদা শুভদা বরদা বরাভয়দায়িনী-রূপে জরা মরণ-হরা অমৃতভাণ্ড হস্তে মরণশীল ক্ষত্রিয় সন্তানে অশ্রুস্পর্শে দীর্ঘায়ু করতে কল্যাণ-দায়িনী মাতৃরূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হ'য়েছেন। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী মা আমার! পুত্রের বহুবর্ষব্যাপী কামনা সফল কর।

নরসিংহ। এ যুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

করুণা। বাংলার জল স্থল অন্তরীক্ষ বহুবর্ষ পরে আবার হিন্দুর নামগানে মুখরিত হবে—বহুদিন পরে সুপ্ত কেশরী-হিন্দু আবার ভৈরব-হুঙ্কারে নিনাদিত করবে রণভূমি।

গণেশ। চলুন অবনীনাথ, চলুন নরসিংহ, আর বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইগে চলুন।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব।—

দর্পিত চরণে হও আগুয়াণ।
হুঙ্কারে বঙ্গ উঠুক্ কাঁপিয়া ঝঙ্কারে সবে হোক্ কম্পমান্॥
ঊর্দ্ধগগনে ঝলসে অসি, আলোকিত বিশ্ব তিমির নাশি,
এগিয়ে চল সবে, কি কর বসি,
এসেছে যে ডাক নাইক সময়, চল সাথে লয়ে শাণিত কৃপাণ।
তুচ্ছ করি বাধা-বিঘ্ন শত, তপ্ত রুধিরধারা বহিবে কত,
দীপ্ত গরীমা আছে সুপ্ত যত,
জাগাও সবায় জাগাও সবায়, জাগ্রত নহিলে নাই পরিত্রাণ॥

[প্রস্থান।

গণেশ। জাগ্রত হ'য়েছি ভৈরব, জাগ্রত হ'য়েছি—সমগ্র হিন্দু আজ একযোগে জাগ্রত হ'য়েছি। ভৈরব—ভৈরব, তোমার উপদেশই শিরোধার্য্য!

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

শ্যামচাঁদের প্রবেশ।

শ্যাম। রামা! রামা! এই, শালা রামা!

রামচাঁদের প্রবেশ।

রাম। শালা কি রে ব্যাটা, শালা কি? আমরা না ভদ্রলোক হয়েছি!

শ্যাম। আরে, এতদিনের অভ্যেস কি দু'এক দিনে যায়?

রাম। যেতে হবে—যেতে হবে। না গেলে ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দিবি কি ক'রে রে শালা?

শ্যাম। দূর শালা! এমন ভদ্রলোক হওয়ার চেয়ে আমাদের ডাকাতি ছিল ভাল। ভদ্র—ভদ্র—ভদ্র! বলি, ভদ্রলোক হ'লে কি পেট ভরে?

রাম। ভরবে না কেন? এই যে আমাদের রাজা ভদ্রলোক, সে কি পেট ভরে খায় না?

শ্যাম। খায়। কিন্তু কার জোরে খায় জানিস?

রাম। কার জোরে আবার! নিজের জোরে।

শ্যাম। ঘেঁচু, নিজের জোরে! আমি বলি, রামা শ্যামার জোরে। রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদ না থাকলে, রাজা আমাদের না খেয়েই উপোষ দিয়ে মরতো।

রাম। কি রকম ?

শ্যাম। ধ্যেৎ, হাঁদাগঙ্গারাম ! আবার কি রকম বলা হচ্ছে। বলি, আমরা না থাকলে রাজার রাজ্য থাকতো ?

রাম। হয়তো থাকতো না।

শ্যাম। তবে ? রাজ্য না থাকলে রাজার পেট ভরে কিসে ? আমাদের জোরেই রাজার জোর। আমরা ডাকাতের সর্দ্দার ছিলাম ব'লেই তো লোকে আমাদের রাজাকে ভয় করতো।

রাম। তা বটে—তা বটে ! তবে কি জানিস ? এবার হ'তে ভদ্র হ'তে রাজা আমাদের আদেশ দিয়েছেন।

শ্যাম। কিন্তু ভদ্র হ'তে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে যে ভাই !

রাম। আমারও কি ঠেকে না ? আমারও তো ভদ্র হ'তে বাধ-বাধ ঠেকে।

শ্যাম। তবে রে শালা, আমার মাসতুতো ভাই !

রাম। দূর শালা ! আর আমরা মাসতুতো ভাই নই।

শ্যাম। কেন ?

রাম। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয়। এখন আমরা চোর নই, মাসতুতো ভাইও নই। এখন আমরা ভদ্র—ভদ্র, ভদ্রলোক।

শ্যাম। ওরে বাব্বা ! ভদ্রলোক হ'তে গেলে আবার সম্পর্কও বদলে যায় দেখছি !

রাম। একটু বদলালেই বা ক্ষতি কি ?

শ্যাম। তা হ'লে এবার থেকে আমা কি রকম ভাই ?

রাম। এই ধর না কেন, ভায়রা-ভাই।

শ্যাম। ঠিক ব'লেছিস ভাই ! ভায়রা-ভাই—ভায়রা-ভাই ! আজ

হ'তে আমরা আর মাসতুতো ভাই নই। আমরা দু'জনে ভায়রা-ভাই—ভায়রা-ভাই।

রাম। কেমন? খুসি তো শ্যামা? মাসতুতো ভাইয়ের চেয়ে ভায়রা ভাই কথাটা শুনতে ভাল নয়?

শ্যাম। নিশ্চয় ভাল। শুধু শুনতেই ভাল নয়, সম্পর্কটাও ভাল। কিন্তু যাই বল ভাই, ডাকাতি করা কাজটা খুব ভাল ছিল। একেবারে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যেত।

রাম। রাতারাতি বড়লোক হওয়া তো দূরের কথা, সারা জীবনটা ধ'রে বড়লোক হ'তে পারিনি। সেই—যেই কে সেই;—নূন আনতে ভাত নাই তো ভাত আনতে নূন নাই।

শ্যাম। যাক্ গে। উপস্থিত কি করতে হবে বল্ তো?

রাম। যুদ্ধ করতে হবে; সাঁতোরের রাজার সৈনিক হ'য়ে যুদ্ধ করতে হবে।

শ্যাম। কার সঙ্গে?

রাম। নবাবের সঙ্গে।

শ্যাম। নবাবের সঙ্গে? যাক্, বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলাম—রাজা গণেশ নারায়ণের সঙ্গে।

রাম। দূর বোকচন্দর! রাজা গণেশ নারায়ণ এখন যে আমাদের দলের লোক রে!

শ্যাম। তা হ'লেও, ওর নামটা শুনলেই কেমন একটা যে ভয় হয়, তা আর কি বলব!

রাম। আমারও কি হ'তো না ভায়া! সারা বাংলায় আমরা কাউকে ভয় করতাম না, করতাম শুধু ওই রাজা গণেশকে।

শ্যাম। বাপ্‌রে বাপ্! রাজা নয়, যেন, সাক্ষাৎ যম!

রাম। হ্যাঁ, বদমাইস লোকের কাছে যমরাজা; কিন্তু ভাললোকদের কাছে ঠিক তার উল্টো, একবারে রামরাজা। যাক্‌গে সে সব কথা। এখন রাজা আমাদের কি বলেছে জানিস?

শ্যাম। কি?

রাম। আমাদের এই সব বেশভূষা ছাড়তে হবে।

শ্যাম। তারপর?

রাম। ভদ্রবেশ পরে ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে হবে।

শ্যাম। তারপর?

রাম। কারও জিনিষ না ব'লে নিতে পারবো না, কোন মেয়ে-মানুষের দিকে চাইতে পাবো না।

শ্যাম। মেয়ে মানুষের দিকে চাইতে পাব না?

রাম। না।

শ্যাম। কেন? ও তো ডাকাতি নয়!

রাম। ডাকাতির বাবা। ভদ্রলোকের ওসব কাজ করা চলে না।

শ্যাম। কেন? আমি যে দেখেছি কত ভদ্রলোককে মেযে মানুষের দিকে কট্‌মট্ ক'রে চাইতে।

রাম। তারা ভদ্র নয়।

শ্যাম। তারা কি তবে?

রাম। তারা আমাদের চেয়েও হীন। আমরা যদি কোন কুকাজ করতে যাই, লোকে জানতে পেরে সাবধান হয়; কিন্তু ভদ্রলোকে যদি ও রকম কাজ করে, লোকে জানতে পারে না, সাবধানও হয় না; সুতরাং লোকের হয় সর্ব্বনাশ। ওরা মানুষের ঘোরশত্রু।

শ্যাম। এসব তুই জানলি কি ক'রে ?

রাম। ঠেকায় পড়ে ভাই, ঠেকায় পড়ে ! না জানলে যে পড়তে হয় গণেশ রাজার কোপে !

শ্যাম। রাজা গণেশ কিন্তু লোক ভাল নয়।

রাম। চোর-ডাকাতের কাছে তাই।

শ্যাম। ও যদি কোনদিন বাংলার রাজা হয়, তাহ'লে দেশে আর চোর-ডাকাত ব'লে কেউ থাকবে না, তুই দেখে নিস।

রাম। তাইত যেখানে যত হিন্দুরাজা আছে, সবাই রাজা গণেশের অধীনতা স্বীকার করছে।

শ্যাম। আমরাও তো ক'রেছি।

রাম। আমরা কি সবাই ছাড়া ?

শ্যাম। না। ওরে রামা, ওই দেখ কে এদিকে আসছে না ! একবার চেষ্টা করলে হয়, যদি কিছু পাওয়া যায়।

রাম। ফের ওই সব কথা !

শ্যাম। তোর পায়ে পড়ি ভাই, মাত্র আজকের মত !

রাম। না না, ওসব আর হবে না। এখন পালাই চল।

শ্যাম। আ-চ্ছা—, তা-ই চল্— [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মসজিদ সন্নিকটস্থ স্থান।

আসমান ও সাকিনা।

সাকিনা। হায় খোদা! বাংলার নবাবজাদীর অদৃষ্টে এত দুঃখ!

আসমান। দুঃখ কি সাকিনা! দুঃখের কথা তো আমি একবারও চিন্তা করি না। খোদা আমাদের যখন যে অবস্থায় রাখবেন, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তিনি দিয়েছিলেন, আবার তিনিই কেড়ে নিলেন। এতে দুঃখের কি আছে?

সাকিনা। শাহাজাদি, আপনি মহৎ, তাই সুখ-দুঃখকে সমান ভাবে দেখতে পারেন; কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র, তাইত সুখ-দুঃখ দু'টো জিনিষকে সমান ভাবে দেখতে পারি না!

আসমান। সাকিনা, তুমি কি আমায় এখনো তেম্নি ভালবাস?

সাকিনা। নইলে পথে পথে কি আপনার সন্ধানে ফিরি?

আসমান। সাকিনা—বন্ধু—

সাকিনা। বন্ধু নয় শাহাজাদি, বলুন, বাঁদী।

আসমান। না না, সাকিনা, তুমি বাঁদী নও, বন্ধু। বিপদের সময় যে সঙ্গে থাকে, সেই না বন্ধু!

সাকিনা। শাহাজাদী আমার উপর অশেষ মেহেরবান্।

আসমান। সম্পদের সময় তো অনেকেই সঙ্গে থাকে, কিন্তু সাকিনা, বিপদে ক'জন সহায় হয়? তুমি সেই বিপদের বন্ধু।

সাকিনা। আপনারা রাজধানী থেকে চলে আবার পর হ'তে আমি আপনাদের অনেক অনুসন্ধান ক'রেছি। শেষে এইখানে এসে আপনাদের দেখা পেলাম।

আসমান। তোমার ভালবাসা আমি ভুলব না সাকিনা। খোদা যদি কখনো সুদিন দেন, তাহ'লে এর প্রতিদান দেবো।

সাকিনা। শাহাজাদী উদার—আসমান থেকে দুনিয়ায় নেমে এসেছেন।

আসমান। সম্মুখে এই জীর্ণ মসজিদ। শুধু একটা কষ্টিপাথরের স্মৃতিফলকে এর ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। ভগ্ন হ'লেও এটা মসজিদ—পবিত্র স্থান। তাই পিতার হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য পীরের উদ্দেশ্যে ফুল দিতে এসেছিলাম।

সাকিনা। সত্যই, বাংলার মসনদের জন্য দুঃখ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক শাহাজাদি!

আসমান। না সাকিনা, মসনদের জন্য ততটা দুঃখ হয়নি, যতটা হ'য়েছে পিতার জন্য! তিনি কি বলেন জান?

সাকিনা। কি বলেন?

আসমান। পিতা বলেন, মসনদের চেয়ে মানুষ অনেক বড়। পিতার একমাত্র কন্যা আমি। আমি তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পেরেছি,—আমি শুধু মসনদের মানুষকেই মানুষ ব'লে মনে না ক'রে যেন সাধারণ মানুষকেও মানুষ ব'লে মনে করতে পারি—ভালবাসতে পারি।

সাকিনা। ঠিক ভাল ক'রে তো আপনার কথা বুঝতে পারলাম না শাহাজাদি! আপনি মসনদের মানুষকে ভালো না বেসে সাধারণ মানুষকে ভালবাসেন?

আসমান। মসনদের কি মূল্য আছে সাকিনা? এই তো সেদিনও

মসনদ আমার পিতার অধীনে ছিল, আজ আছে ? কিন্তু মানুষ চিরদিন মানুষই থাকে, তার মনুষ্যত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

সাকিনা। তা বটে ! আমরা মূর্খ, অত বুঝতে পারি না।

আসমান। এই পবিত্র মসজিদের সম্মুখে খোদার কাছে প্রার্থনা কর সাকিনা, আমি যেন জীবনের সাথী খুঁজতে গিয়ে ভুল ক'রে না ভালবেসে ফেলি এমন কোন মানুষকে, যে মসনদের জন্য লুব্ধ হ'য়ে ষড়যন্ত্র ক'রে তরবারি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সাকিনা। বুঝতে পেরেছি শাহাজাদি, মসনদের উপর আপনার বিতৃষ্ণা কেন এসেছে।

আসমান। পিতা মসনদকে ঘৃণাই করেন। বলেন—ওই রক্তলিপ্ত অভিশপ্ত মসনদের চেয়ে বৃক্ষতলে ভিক্ষুক হ'য়ে থাকাও ভাল।

সাকিনা। তবে মসনদ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা কেন ?

আসমান। কর্ত্তব্য সাকিনা, কর্ত্তব্য। ইলিয়াসশাহী বংশে তাঁর জন্ম, গৌড়ের মসনদ ন্যায়তঃ তাঁরই প্রাপ্য। সামসুদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে যে পিতাকে রাজ্যচ্যুত ক'রেছে, তারই প্রতিশোধ নিতে।

সাকিনা। তা বটে !

আসমান। শক্তিস্বত্বে যদি তার পরিচয় দেওয়া না হয়, তা হ'লে ক্লীবত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। তাই পিতা মসনদ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন.; নইলে মসনদে তাঁর লোভ নেই।

সাকিনা। বুঝতে পেরেছি।

আসমান। মসনদের জন্যই তো ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি—এত কাটা-কাটি—এই গৃহবিবাদ ও আত্মবিচ্ছেদ হয় ! তাই এই মসনদের মানুষকে আমি ভালবাসতে পারবো না !

সাকিনা। শাহাজাদী কি কাউকে ভালবেসেছেন?

আসমান। না, বাসিনি। তবে একথা স্থির জেনে রেখো সাকিনা, আমার ভালবাসার মানুষ হবে সত্যকারের মানুষ; মসনদের মানুষ সে নাও হ'তে পারে। মসনদের চেয়ে মানুষ ঢের বড়।

সাকিনা। এবার আপনার মনের মানুষ খুঁজে নেবার সময় হ'য়েছে।

আসমান। এই কি তার সময় সাকিনা? পিতা রাজ্যচ্যুত, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি আশ্রয়ের সন্ধানে; সামসুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য পিতা সৈন্য-সংগ্রহার্থ হিন্দুরাজা গণেশ নারায়ণের সাহায্য চাচ্ছেন। এই দুঃসময়ে কি মনের মানুষ খুঁজে নেবার সময় সখি! তবে আল্লার মর্জিতে যদি এ দুঃসময়ে সেই মানুষ নিজে থেকে কাছে এসে হাজির হয়, তবে কি হয় বলা যায় না।

সাকিনা। শাহাজাদি, দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

আসমান। হ্যাঁ, পাচ্ছি।

সাকিনা। শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসছে।

আসমান। তাই মনে হয়। অশ্বারোহী শত্রুপক্ষ নাকি!

সাকিনা। কি জানি।

আসমান। তাই যদি হয়, তবে তো বিপদ!

সাকিনা। শত্রু না হ'য়ে, মনের মানুষও তো হ'তে পারে?

আসমান। সাকিনা—সাকিনা, অশ্বারোহী এদিকেই আসছে না?

সাকিনা। হ্যাঁ শাহাজাদি। একটু দূরে হ'লেও অশ্বারোহীকে বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আসমান। চল সখি, আমরা এই মসজিদের পিছনে গিয়ে আড়ালে দাঁড়াই। অশ্বারোহী চলে গেলে আবার এখানে আসবো।

সাকিনা। সেই ভাল। কি জানি, অশ্বারোহী যদি শত্রুপক্ষেরই হয়!

আসমান। হঁ্যা। শীগ্‌গীর পালাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

আহত যদুনারায়ণের প্রবেশ।

যদু। উঃ! ঘোড়াটা হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ায় আমাকেও পড়ে যেতে হ'লো, পায়ে বেশ আঘাতও লাগলো। এ স্থানটা নির্জ্জন দেখছি; এইখানেই একটু বিশ্রাম করি। অদূরে ওই গাছটার তলায় বেশ ছায়া আছে, ওইখানে গিয়েই বসি　　　　[প্রস্থান।

আসমান ও সাকিনার পুনঃ প্রবেশ

আসমান। সাকিনা, পেয়েছি।

সাকিনা। কি পেয়েছেন?

আসমান। মনের মানুষ।

সাকিনা। কই?

আসমান। ওই তরুণ অশ্বারোহী। মসজিদের পিছন থেকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁকে। আমি আমার মনের মানুষ চিনতে ভুল করিনি সখি। ওই মানুষটি বুঝি আমার জীবনের সাথী। আশ্চর্য্য! পীর জালালের কবরে গিয়ে যে মানত ক'রেছিলাম, তা কি এত শীঘ্র সফল হবে?

সাকিনা। হ'তেও পারে।

আসমান। জানি না, হিন্দু না মুসলমান, রাজা না সাধারণ। আমি শুধু মানুষটিই দেখেছি, আর বুঝতে পেরেছি যে, এমনি একটি মানুষকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমার মন।

সাকিনা। অপরিচিত যুবককে হৃদয়দান—!

আসমান। ক্ষতি কি সখি! মসনদের লোভ তো নেই আমার এ ভালবাসার মধ্যে! তবে অপরিচিত হ'লেই বা ক্ষতি কি?

সাকিনা। কিন্তু শাহাজাদি—

আসমান। এতে 'কিন্তু' নেই সখি! আমি মানুষকেই ভালবেসেছি, তাঁকেই আপন করতে চেয়েছি।

সাকিনা। যা ভাল বুঝেন, করুন।

আসমান। যুবক আহত ব'লে মনে হয়। চল না, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি। [উভয়ের প্রস্থান।

যদুর পুনঃ প্রবেশ।

যদু। জল—উঃ, একটুখানি জল যদি কোথাও পেতাম! পিপাসায় ছাতি শুকিয়ে আসছে, আহত অবস্থায় হাঁটতেও অসমর্থ, ঘোড়াটাও খুঁজে পাচ্ছি না। কি করি? কোথায় সাহায্য পাই? এই নির্জ্জন স্থানে কোথায় বা পাই একটু জল? উঃ—জল, একটু জল!

আসমানের পুনঃ প্রবেশ।

আসমান। জল খাবেন?

যদু। হ্যাঁ, খাব। কিন্তু আপনি কে?

আসমান। আমি মানুষ।

যদু। মানুষ! মানুষ তো সবাই। আপনার পরিচয়?

আসমান। আপনি জল চান, না পরিচয় চান?

যদু। দুই-ই চাই।

আসমান। আগে কোনটা চান ?

যত্নু। যদি বলি, পরিচয়।

আসমান। আমি বল্‌ব, না।

যত্নু। তবে আপনার খুসী মত যা হোক দিন।

আসমান। (স্বগত) হায় মানুষ! তুমি জান না, কি ঝড় বইছে আমার অন্তরের মধ্যে। সুন্দর সবল-স্বাস্থ্য পুরুষ! এমনি একজন মানুষকে আমি এতদিন মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রে এসেছি। আমার পতি হিন্দু না মুসলমান, মসনদী না সাধারণ, তা ভাববার সময় নেই। যেই হও তুমি, তোমাকে দিয়ে ফেলেছি আমার দেহ মন।

যত্নু। কই, দিলেন না ?

আসমান। দিই। সাকিনা!

[নেপথ্যে :—সাকিনা। শাহাজাদি!]

যত্নু। (শাহাজাদী ডাক শুনিয়া বিস্মিত হইল)

আসমান। একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস।

[নেপথ্যে :—সাকিনা। যাই।]

যত্নু। আপনি শাহাজাদী ?

আসমান। আগে জলপান করুন, পরে পরিচয় নেবেন।

জল লইয়া সাকিনার প্রবেশ।

সাকিনা। এই যে, জল এনেছি।

আসমান। (জলপাত্র হাতে লইয়া) নিন্।

যত্নু। দিন। (পানান্তে) আ—! প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল।

আসমান। একটু সুস্থ হ'লেন ?

যদু। হ্যাঁ—হ'লাম।

আসমান। কোথায় যাচ্ছিলেন? যেতে পারবেন?

যদু। আমার ঘোড়াটা কোথায় পালিয়েছে। সেটার খোঁজ না পেলে কেমন ক'রে যাই? হেঁটে যেতে তো পারব না!

আসমান। আমার সঙ্গে পাল্কী আছে। আপনি ইচ্ছে করলে পাল্কী চড়ে আমার সঙ্গে যেতে পাবেন।

যদু। এক পাল্কীতে দু'জনে?

আসমান। ক্ষতি কি?

যদু। ক্ষতি নেই, বাধা।

আসমান। বাধাই বা কি? আমার দিক থেকে তো কোন বাধা নেই, আপনার দিক থেকে যদি থাকে।

যদু। না, নেই।

আসমান। তবে চলুন।

যদু। হ্যাঁ—চলুন।

আসমান। সাকিনা, তুমি গিয়ে বেহারাগুলোকে ডেকে পাল্কী ঠিক করগে যাও। [সাকিনার প্রস্থান।

যদু। আমার পরিচয় নিলেন না?

আসমান। না।

যদু। তার মানে?

আসমান। প্রয়োজন নেই।

যদু। আমার পরিচয় আপনি চান না?

আসমান। চাই।

যদু। তবে?

আসমান। আপনার পরিচয় আমি পেয়েছি।

যদু। পেয়েছেন! কে বলুন তো আমি?

আসমান। মানুষ।

যদু। মানুষ! আর কিছু নয়?

আসমান। না।

যদু। আপনার হেঁয়ালী বুঝতে পারলাম না।

আসমান। (স্বগত) পুরুষ! তোমার অন্তরের পরিচয় আমি পেয়েছি। তুমি যেই হও না কেন, আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। তোমার বাহ্যিক পরিচয় পরে জানলেও চলবে; সেজন্য ব্যস্ত নই।

যদু। কি ভাবছেন?

আসমান। আপনার কথা।

যদু। আমার কথা! আমার কথা ভাববার প্রয়োজন?

আসমান। প্রয়োজন এই,—আপনি হাঁটতে অসমর্থ। আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে হবে তো?

যদু। কেন? এইত আপনি একটু আগে বল্লেন, আমায় পাল্কীতে ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন!

আসমান। সে তো আমার শিবির পর্য্যন্ত।

যদু। ওই পর্য্যন্তই তো আমার গন্তব্য স্থান।

আসমান। আমার শিবির আপনার গন্তব্য স্থান!

যদু। হ্যাঁ। আপনি তো শাহাজাদী, নবাব আজিম শাহের কন্যা? আজিম শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য।

আসমান। আপনি—আপনি কি তাহ'লে—

যদু। গণেশ নারায়ণের পুত্র যদু নারায়ণ।

আসমান। (স্বগত) মসনদ—মসনদ, আবার মসনদ! মসনদের জঞ্জাল যত আমি দূরে রাখতে চাই, ততই সে আমায় জড়িয়ে ধরে। আমার ভালবাসার পাত্রও হ'লো আবার মসনদী-মানুষ! হায় অভিশপ্ত মসনদ! তোমার রক্তসিক্ত হাত হ'তে বুঝি আমার উদ্ধার নেই। খোদা—খোদা! কি বিপদে আমায় ফেললে?

[যদু আসমানের মুখের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়াছিল ;
আসমান যদুর দিকে চাহিবামাত্র যদু
চোখ ফিরাইয়া লইল]

আসমান। (সলজ্জভাবে) কি দেখছেন আমার মুখের দিকে চেয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে?

যদু। দেখছি শাহাজাদি, একটা স্বর্গ থেকে উড়ে পড়া অনাঘ্রাত সুগন্ধি কুসুম ঝটিকা-প্রবাহে মর্ত্ত্যের বুকে এসে পড়েছে। শাহাজাদি—শাহাজাদি! (প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

আসমান। চলুন, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এমনভাবে এই নির্জ্জন স্থানে একা একা আমাদের থাকা উচিত নয়। চলুন—

যদু। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অনাথের কুটীর।

গীতকণ্ঠে অনাথের প্রবেশ।

গীত।

অনাথ।—

ডাকলে পরে দাও না সাড়া, ডাকি কেমন ক'রে।
সকাল থেকে বসে আছি তোমার সাড়াব তরে॥
যায় না কি হে শব্দ সেথা, যথায় তুমি থাক,
শুধুই আলো, নাইক ছায়া, নাই কোন বিপাক,
স্বপন পারের সে দেশ বুঝি,
টাটকা ফুলের ছড়িয়ে পড়া গন্ধে আছে ভরা।
চোখে তোমায় দেখতে না পাই দেখার পারে তুমি,
আঁধার রাতে খুঁজে না পাই হাতড়ে বেড়াই আমি,
দেখতে না পাই শুধুই ডাকি,
নিজের স্বরে চমকে উঠি, বাকা নাহি সরে॥

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। মহারাণীর নারী-বাহিনীতে আমি যোগ দিব অনাথ

অনাথ। কেন দিদি?

অপর্ণা। নারী-বাহিনীতে নারীরাই তো যোগ দেয়।

অনাথ। তা জানি, কিন্তু তুমি কেন যাবে?

অপর্ণা। না যেয়ে আর কি করি বল ?

অনাথ। এখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে ?

অপর্ণা। না, ভাই! তুমি আমায় ভালবাস, ভক্তি কর; তোমার মা আমায় আপন মেয়ের মত স্নেহ করেন।

অনাথ। তবে আমাদের ছেড়ে যেতে চাও কেন ?

অপর্ণা। সে তুমি বুঝবে না ভাই!

অনাথ। নারীবাহিনীতে যোগদান করা মানেই তো যুদ্ধ করা ?

অপর্ণা। হ্যাঁ, তাই।

অনাথ। যুদ্ধ করা মানেই তো ইচ্ছে ক'রে মরা!

অপর্ণা। আমি ম'রে গেলে তুমি কাঁদবে ?

অনাথ। কাঁদব না! খুব কাঁদব।

অপর্ণা। (স্বগত) ভেবেছিলাম, আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য কাঁদবার কেউ নেই; কিন্তু এখন দেখছি, সত্যই একজন আছে, যে আমার জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে। অনাথ—অনাথ! ঈশ্বরের অভিশপ্ত বাংলার এক লাঞ্ছিতা নারী আমি; যেখানে যাই, সেইখানেই আমার তপ্ত-নিঃশ্বাসে সব জ্বলে পুড়ে যায়; অথচ এক জায়গায় আমায় যেতেই হবে। তাই এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে গেলে কেউ আমার জন্য জ্বলে পুড়ে মরবে না।

অনাথ। কি ভাবছ দিদি ?

অপর্ণা। আচ্ছা অনাথ, রজতদা'র খবর জান ?

অনাথ। জানি।

অপর্ণা। তিনি কোথায় ?

অনাথ। সেনাবিভাগে যোগ দিয়েছেন।

অপর্ণা। (স্বগত) আমার জন্য—আমার জন্য, আমার জন্যই তিনি সেনাবিভাগে যোগ দিয়েছেন। আমার কাছে প্রেম-নিবেদনে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের প্রতিশোধ নিতে সেনাবিভাগে যোগদান ক'রেছেন। ওগো উদার! ওগো সুন্দর! তুমি চেয়েছিলে অপর্ণার প্রেম—অপর্ণার অভিশপ্ত জীবনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের একটী উষ্ণ শিহরণ? ওগো দেবতা! তুমি কি জান না, দানব-পদদলিত পূজার অর্ঘ্য দেবতার কোন কাজে লাগে না? আমি লাঞ্ছিতা—ধর্ষিতা—দস্যুকরে অবমানিতা, আমি জঞ্জাল—আমি অভিশাপ—আমি সামাজিক জীবনের ধূমকেতু। তুমি সুন্দর মহান্—অতি উচ্চ, আত্ম-সম্মান ও কুল-মর্য্যাদায় তুমি আমার চেয়ে এই সংসারের বহু উচ্চস্তরে অবস্থিত। তোমার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব—অশোভন—অবাঞ্ছনীয়।

অনাথ। আচ্ছা, অপর্ণা দিদি, রজতদা হঠাৎ সেনাবিভাগে যোগ দিতে গেলেন কেন?

অপর্ণা। কি জানি।

অনাথ। আমার মনে কি হয় জান?

অপর্ণা। কি?

অনাথ। তুমি তার বাড়ীতে থাকতে রাজী হ'লে না ব'লে।

অপর্ণা। কি সম্পর্কের দোহাই দিয়ে থাকি?

অনাথ। সে আলাদা কথা। কিন্তু তুমি যদি থাকতে, তিনি নিশ্চয় যেতেন না।

অপর্ণা। যতদিন তিনি অবসাদগ্রস্ত ও উত্থানশক্তি রহিত ছিলেন, ততদিন তাঁর বাড়ীতে থেকে তাঁর শুশ্রূষা ক'রেছি। তারপর যখন তিনি ভাল হ'য়ে উঠলেন, আমিও এলাম চলে।

রজতের প্রবেশ।

রজত। তুমি না এলেও পারতে অপর্ণা!

অপর্ণা। কে—রজতদা? আপনি!

রজত। হঁ্যা। দিন কয়েকের ছুটী নিয়ে এসেছি। সেনাবিভাগে আমি যোগ দিয়েছি, বোধ হয় শুনেছ? সেখান থেকেই আসছি।

অপর্ণা। বাড়ী না গিয়ে আগে এখানেই এলেন?

রজত। (স্বগত) হায় নিষ্ঠুরা! তুমি কি কোমলা হ'তে জান না? কেন এলাম—কেন এলাম ওখানে? তুমি কেমন ক'রে বুঝবে নারি, কেন এলাম এখানে! শুধু তোমার জন্য—শুধু তোমার জন্য। ওই রবি-করোদ্ভাসিত ফুল্ল শতদলের মত স্নিগ্ধ রজতশুভ্র চন্দ্রিমা-কিরণ-বিধৌত উন্মীলিত কুমুদিনীর মত গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত আননে তোমার একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখতে; সৈনিকের নীরস কঠোর কর্ত্তব্য পালন করবার সময় মনোমধ্যে উদিত হ'লো তোমার সুষমাভরা অমলিন মুখছবি; তাই থাকতে না পেরে ছুটে এলাম হেথায়। কিন্তু— কিন্তু পাষাণি, এই কি তার প্রতিদান?

অপর্ণা। চুপ ক'রে রইলেন, কিছু বল্‌ছেন না যে?

রজত। বল্‌ছি। অনাথ, বড় পিপাসা পেয়েছে, একটুখানি জল আনতে পার ভাই?

অনাথ। আন্‌ছি। [প্রস্থান।

অপর্ণা। অনাথকে সাম্‌নে থেকে সরালেন কেন?

রজত। একটুখানি জল আনবার জন্য।

অপর্ণা। শুধু জল, না আর কিছু?

রজত। সে তো বুঝতেই পারছ অপর্ণা!

অপর্ণা। আচ্ছা, রজতদা!

রজত। বল, অপর্ণা?

অপর্ণা। আপনি কি আমায় বোনের মত ভালবাসতে পারেন না?

রজত। সেই আঘাত আবার! যার জন্য আমি পালিয়েছি, আবার সেই আঘাত?

অপর্ণা। আঘাত!

রজত। হ্যাঁ। এই আঘাতের জন্যই তো আমি সব ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে সেনাবিভাগে কাজ করতে ঢুকেছি। তোমায় ভুলবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু ভুলতে পারি না। তোমায় ভুলতে না পারা যদি অপরাধ হয়, তবে আমি অপরাধী অপর্ণা!

অপর্ণা। কীটদষ্ট কুসুমে দেবতার পূজা হয় না রজতদা!

রজত। যদি সে কুসুম চন্দন দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া যায়?

অপর্ণা। তাতেও হয় না রজতদা, তাতেও হয় না! আমাদের হিন্দুধর্ম্মমতে যাকে একবার অশুদ্ধ ব'লে ধরা হ'য়েছে, তাকে আর শুদ্ধ করা যায় না।

রজত। সেই জন্যই আজ হিন্দু ধ্বংসের মুখে যেতে বসেছে অপর্ণা! একবার যদি কেউ কোনরূপে কলঙ্কিত হয়, তা হ'লে সে চিরকাল থেকে যায় কলঙ্কিতা; তার আর বিশোধন হয় না।

অপর্ণা। হিন্দুধর্ম্ম পাপকে প্রশ্রয় দেয় না।

রজত। যদি সে পাপ অনিচ্ছাকৃত হয়, তবুও না?

অপর্ণা। না। পাপকে সব ধর্ম্মেই ঘৃণা করে।

রজত। কিন্তু পাপীকে করে না। পাপ সব সময়েই পাপ; কিন্তু

পাপী সব সময়ে পাপী থাকে না; পুণ্যের সংসর্গে পাপীও পুণ্যবান্ হয়; নইলে রত্নাকর বাল্মীকি হ'তে পারতেন না।

অপর্ণা। আপনি আমায় স্নেহ করেন ব'লে এসব কথা আমার স্বপক্ষে বলছেন; কিন্তু আমি তো জানি, আমি কি! আমি একটা স্বজনহারা—সমাজহারা—সর্ব্বহারা নারী; আমি যার কাছে যাই, সেই জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় আমার কলুষিত তপ্তশ্বাসে। আপনার ঈপ্সিত কাজ ক'রে আপনাকে জ্বালাতে চাই না। আমায় ক্ষমা করুন—একটা জীবন্ত অভিশাপ ব'লে আমায় ঘৃণা করুন!

রজত। এই জীবন্ত অভিশাপই একদিন আমায় বাঁচিয়েছিল।

অপর্ণা। কে কাকে বাঁচাতে পারে রজতদা? আমরা সবাই মাত্র নিমিত্ত। আমি হয়তো সেই নিমিত্তদের মধ্যে একজন হ'য়ে আপনার জীবন রক্ষায় সমক্ষ হ'য়েছিলাম। এতে কৃতিত্ব কি আমার?

রজত। কৃতিত্ব তোমার আছে বৈকি! নইলে কে এমন করে? দস্যুকরে আহত মৃতপ্রায় আমি, নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর পদশব্দ শ্রবণে আতঙ্কিত আমি, কার করুণ হস্ত আমায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে?

অপর্ণা। রজতদা!

রজত। বলতে দাও—আমায় বলতে দাও পাষাণি, আমায় ব্যক্ত করতে দাও আমার অন্তরের করুণ মর্ম্মোচ্ছাস! অপর্ণা—অপর্ণা! তুমি কি, আমি বুঝতে পারি না।

অপর্ণা। আমি অপর্ণা—

রজত। তুমি আরও কিছু অপর্ণা, তুমি আরও কিছু! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার স্বরূপ। যে তুমি মূর্ত্তিমতী মমতার করুণ

স্পর্শে মৃত্যুপতিকে পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আমার গতপ্রায় জীবনকে অবাধে ফিরিয়ে এনেছিলে, সেই তুমি আবার পাষাণের মত কঠিন—নিয়তির মত নিষ্ঠুর—মৃত্যুর মত করাল!

অপর্ণা। (স্বগত) ভুল বুঝেছ পুরুষ! আমি পাষাণ নই; পাষাণের মত কঠিন নয় আমার অন্তঃকরণ। কৈশোরের প্রারম্ভ থেকে দরিদ্র বলে সংসারের কাছ থেকে শুধু পেয়ে আসছি লাঞ্ছনা—অবমাননা। ঘুমের মাঝে চম্‌কে উঠি; মনে হয়, কে যেন আসছে আমায় নির্য্যাতন করতে। রজতদা—রজতদা! আমি পাষাণ নই; কোমল—খুবই কোমল। আমি অপবিত্র, আমার স্পর্শে তোমায় কলুষিত হ'তে দেব না।

রজত। তুমি কি আমায় ভালবাস না?

অপর্ণা। বাসি।

রজত। তবে?

অপর্ণা। বোন যেমন ভাইকে ভালবাসে, আমি তোমায় ভালবাসি তেমনি। তুমি কি বোনের মত ভালবাসতে পার না?

রজত। (নিরুত্তর)

অপর্ণা। কেমন মধুর সম্পর্ক বলতো? ভাই আর বোন! আমারও দাদা নেই, তোমারও বোন নেই; দু'জনেই না-থাকা জিনিষের আস্বাদন পাব। একি ভাল নয় রজতদা?

রজত। হয়ত ভাল।

অপর্ণা। না-না, হয়ত নয়; তুমি সত্য ক'রে বল, আমায় বোন ব'লে গ্রহণ করতে পারবে না?

রজত। আমি দেবতা নই অপর্ণা, মানুষ—রক্ত-মাংসে গঠিত আমার দেহ; প্রতি পলে পদস্খলনের ভয় আছে!

অপর্ণা। না, নেই ; আমি তোমার বাড়ীতে এতদিন বাস ক'রে দেখলাম, তোমার পদস্খলনের ভয় নেই। তুমি ইচ্ছা করলে আমায় যা-তা করতে পারতে ; কিন্তু তা কর নাই। তুমি উচ্চ—মহান্—দেবতা। তুমি নিজেকে চিনতে পার না।

রজত। আমায় ভাবতে দাও অপর্ণা !

অপর্ণা। কতদিন সময় নেবে ?

রজত। আসন্ন হিন্দু মুসলমান যুদ্ধের যতদিন না অবসান হয়। তুমি আমায় এইটুকু সময় দিতে পার না ?

অপর্ণা। পারি।

রজত। আর একটা অনুরোধ অপর্ণা !

অপর্ণা। কি, রজতদা ?

রজত। আমার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমায় আমার বাড়ীতে থাকতে হবে, এমন ছন্নছাড়া হ'য়ে থাকতে পাবে না।

অপর্ণা। আচ্ছা, চেষ্টা কর্‌ব।

জলপাত্র হস্তে অনাথের পুনঃ প্রবেশ।

অনাথ। রজতদা, জল এনেছি !

রজত। দাও। (পান করিয়া) তা হ'লে চল এখন।

অপর্ণা। হ্যাঁ, চলুন। এস অনাথ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির।

আজিমশাহ ও যদুনারায়ণের প্রবেশ।

আজিম। আপনার আগমনে আমি ধন্য হ'য়েছি যুবরাজ!

যদু। আমিও ধন্য যে, বাংলার নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ছি।

আজিম। বাংলার নবাব আজ পথের ভিখারী। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে যুবরাজ?

যদু। আমরা আপনাকে পুনরায় মসনদে বসাতে চাই।

আজিম। যুবরাজ মহানুভব।

যদু। পিতার ইচ্ছা, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে আপনার সাহায্য করবেন।

আজিম। আপনার পিতা অতি মহান্।

যদু। তাঁরই আদেশে আমি আপনার এখানে এসেছি।

আজিম। বলুন, কি তাঁর আদেশ?

যদু। কয়েক সহস্র সৈন্য আপনি এখনি সাহায্যার্থ পাবেন।

আজিম। উত্তম! তারপর?

যদু। সামসুদ্দীনকে পরাস্ত ক'রে আপনাকে পুনশ্চ মসনদে বসাবার জন্য পিতা সসৈন্যে এ যুদ্ধে যোগদান করবেন।

আজিম। মহারাজের এ উদারতা আমি ভুলব না যুবরাজ।

যদু। তিনি স্বয়ং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করতে আসতেন, কিন্তু আসন্ন যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায়, নিজে আসতে না পেরে আমাকে প্রতিনিধি স্বরূপে পাঠিয়েছেন।

আজিম। শুনে অত্যন্ত সুখী হ'লাম। আমার প্রতি মহারাজের যথেষ্ট অনুগ্রহ।

যদু। এ অনুগ্রহ নয়, নবাবের প্রতি নবাবের অধীনস্থ যে কোন রাজার এ কর্ত্তব্য।

আজিম। মহারাজের সৌজন্যে আমি অভিভূত।

যদু। আপনার সাহায্য করতে পারলে আমরাই অনুগৃহীত হ'ব বলে মনে করি।

আজিম। বিপদের সময় যিনি সাহায্য করেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। আপনার পিতা আমার প্রকৃত বন্ধুরই কাজ করছেন। আমি তাঁর এ উপকার ভুলব না।

যদু। জাহাঁপনায় অশেষ ধন্যবাদ! আপনি কত সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হ'য়েছেন?

আজিম। কয়েক সহস্র মাত্র। কিন্তু সামসুদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়।

যদু। পর্য্যাপ্ত সৈন্য আমাদের কাছে পাবেন, চিন্তা নেই।

আজিম। আশ্বস্ত হ'লাম।

যদু। সামসুদ্দীনের বর্ত্তমান অবস্থা কি?

আজিম। সে এখন বিলাস-সমুদ্রে নিমগ্ন।

যদু। উত্তম সুযোগ! এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

আজিম। তবে কি শীঘ্র আক্রমণ করতে চান?

যদু। নিশ্চয়! অবশ্য আমাদের সৈন্য এখানে এসে উপস্থিত হবার পর। আমি আজই ফিরে গিয়ে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করছি।

আজিম। উত্তম! আসমান—

আসমানতারার প্রবেশ।

আসমান। আমায় ডাকছেন পিতা?

আজিম। হাঁ্যা মা! মাননীয় অতিথি আমাদের এখানে উপস্থিত। এঁর যথাযোগ্য সৎকারের ভার তোমার উপর।

আসমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা।

আজিম। (স্বগত) ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যুদ্ধে হয়ত আমার মৃত্যুও হ'তে পারে। যদি তাই হয়, তবে আমার নয়নতারা আসমানের অবস্থা কি হবে? আজন্ম বিলাস-পালিতা আসমান; তার চিন্তাই আমায় অতিষ্ঠ ক'রে দেয়। যদুনারায়ণ রূপবান্ গুণবান্ ও বলবান্। আসমানের কথা-বার্ত্তা শুনে মনে হয়, ও যদুনারায়ণকে বোধ হয় ভালবেসে ফেলেছে। এদের দু'জনের যদি মিলন হয়, বাধা কি? বাধা এই যে, যদু হিন্দু। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! এমন সুপাত্র আমি পাব কোথায়? দেখা যাক্—খোদার কি ইচ্ছা। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাহ'লে এঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দাও মা! আমি কার্য্যান্তরে যাই।

[প্রস্থান।

আসমান। বহুৎ—বহুৎ সেলাম যুবরাজ!

যদু। সেলাম শাহাজাদি!

আসমান। আপনার পায়ের আঘাত সেরেছে?

যদু। সেরেছে।

আসমান। তাহ'লে এবার যেতে পারবেন?

যদু। পারব।

আসমান। দেখুন, পারবেন তো? তা না হ'লে আবার পাল্কীর ব্যবস্থা করতে হয়।

যদু। তাহ'লে আপনাকে সঙ্গে যেতে হয়।

আসমান। আমাকে! তার মানে?

যদু। আবার যদি আহত হই!

আসমান। পাল্কী চড়ে যাবেন, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া নয়; সুতরাং এতে আহত হওয়ার ভয় নেই।

যদু। নেই, কিন্তু— (সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত)

আসমান। (মৃদুহাস্যে) আচ্ছা, অমন চেয়ে থাকেন কেন বলুন তো?

যদু। আপনাকে দেখতে।

আসমান। কি আছে দেখবার আমার মুখে?

যদু। আছে অনেক কিছু!

আসমান। কি, শুনি?

যদু। আপনার অপার্থিব সৌন্দর্য্য—প্রাণভরা সরলতা—আর হৃদয়-ভরা অমায়িকতা।

আসমান। (সহাস্যে) এত সব আছে আমার! কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না!

যদু। আপনি বুঝতে পারবেন না।

আসমান। কেন?

যদু। যে সুন্দর, সে সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপন দেয় না। আপনার সৌন্দর্য্য আপনার চেয়ে বেশী অনুভব করে অপরে।

আসমান। কি রকম?

যদু। রত্ন সুন্দর; কিন্তু কত সুন্দর, সে জানে না। তার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় কখন জানেন?

আসমান। কখন?

যদু। যখন সে নিজের সৌন্দর্য্যে অপরকে শোভিত করে, তখনই হয় তার সৌন্দর্য্যের বিকাশ।

আসমান। আবার এমন তো হ'তে পারে, যে নিজে সুন্দর, সে অপরকেও সুন্দর দেখে! যেমন নিজে সাধু হ'লে, লোকে অপরকেও সাধু ব'লে মনে করে। আপনি সুন্দর, তাই আমাকেও সুন্দর ব'লে মনে করেন। নয় কি?

যদু। সব সময়ে ঠিক তাই হয় না নবাবনন্দিনি! গোলাপ চিরকালই সুন্দর, তাকে কেউ কখনো অসুন্দর বলে না,—সে সুন্দরই হোক্‌, আর কুৎসিতই হোক।

আসমান। আমি সুন্দরী হ'লেও তাতে আপনার লাভ কি? আমি তো পরস্ত্রী।

যদু। পরস্ত্রী! আপনার বিবাহ হ'য়েছে?

আসমান। না।

যদু। তবে পরস্ত্রী হ'লেন কেমন ক'রে?

আসমান। একদিন তো অপরের হ'তে হবে?

যদু। অপরের যে হ'তে হবে, তারই বা মানে কি?

আসমান। আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

যদু। মানে, আপনি ইচ্ছা করলে—

আসমান। ইচ্ছায় কি সব সময় কাজ হয় যুবরাজ?

যদু। হয়। আপনি যদি আশা দেন, তাহ'লে নবাবের কাছে আমি এ বিষয়ে প্রস্তাব করতে পারি।

আসমান। পিতা অমত হয়ত করবেন না। কিন্তু—

যদু। কিন্তু কি, নবাবনন্দিনি?

আসমান। আপনার পিতা গোঁড়া হিন্দু। তিনি কি এতটা সমর্থন করবেন যুবরাজ?

যদু। না।

আসমান। তা যদি জানেন, তবে আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকেন কেন?

যদু। চোখ ফিরাতে পারিনি ব'লে। আসমান—আসমান!

আসমান। থামুন। নাম ধরে ডাকবার অধিকার কে দিলে।

যদু। আপনি স্বয়ং।

আসমান। আমি।

যদু। হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করুন নিজেকে, এর সদুত্তর পাবেন।

আসমান। (স্বগত) তোমায় পরীক্ষা করছিলাম, মনের মানুষ! মসনদে আমার দৃঢ় অবিশ্বাস। মসনদী মানুষ কিনা তুমি, তাই যাচাই ক'রে নিচ্ছিলাম। প্রথম দর্শনেই তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। তুমি আমার হাত ধরে যেদিকে নিয়ে যাবে, আমি সেদিকেই যেতে রাজী।

যদু। উত্তর পেলেন?

আসমান। পেয়েছি।

যদু। কি উত্তর পেলেন?

আসমান। পরে প্রকাশ্য। এখন আপনার অতিথি-সৎকারের ভার পিতা আমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। চলুন, আপনার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিইগে।

যদু। সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না; খিদে নেই।

আসমান। খিদে থাকা না থাকা আপনার ইচ্ছাধীন; কিন্তু অতিথিকে আহার্য্য দান গৃহীর কর্ত্তব্য।

যদু। তবে আপনার কর্ত্তব্য পালন করবেন চলুন।

আসমান। আসুন তাহ'লে।

[প্রস্থান।

যদু। কি সুন্দর! কি মধুর! ঠিক যেন আসমানের তারার মতই সুন্দর এই আসমানতারা! তারা—তারা! যৌবন-চঞ্চলা বিলোল-হিল্লোলা স্মিতহাস্যোজ্জ্বলা বিম্বাধরা তারা! তোমার ঐ কুন্দ-শুভ্রকান্তি বায়ু বিকম্পিত সরসী-নীরে বিকশিত শতদলের মত সৌন্দর্য্য—ফণী-নিন্দিত অসংবৃত মুক্ত-বেণী সুশোভিত লাস্যময়ী মূর্ত্তি—বিকচ কুসুম সম ফুল্ল মুখখানি যখনই জেগে উঠে আমার হৃদয়-মুকুরে, তখন ভুলে যাই আমি সব। শুধু চেয়ে থাকি আমি তোমার ঐ সান্ধ্য-গগনের স্বর্ণ-মদিরাভরা অমলিন সৌন্দর্য্যের পানে। তোমায় আমার চাই-ই। শিপ্রা—শিপ্রা! তোমার প্রতি হয়ত অবিচার করলাম। কিন্তু, উপায় নেই—উপায় নেই!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

সামসুদ্দীন, দিলদার ও উজীর আসীন;
নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

ঝুন্ ঝুন্ ঠুন ঠুন পেয়ালা বাজে।
হরদম ফুর্ত্তিসে ঢাল পেয়ালা, ঢাল সরাব গলার মাঝে॥
আঁখিতে আঁখিতে নয়না হেনে,
সরম জড়ান চোখে কাজল টেনে,
বুকের মাঝে এস হে প্রিয়, এসেছি সবে মোহন সাজে।
তোমায় আমায় মিলন হ'লে,
দুনিয়াটা সব যাই গো ভুলে,
পেয়ালা ভরে ঢালি সরাব, ফুর্ত্তি উড়াই কাজ কি লাজে॥

ফকির নূরকুতুবলের প্রবেশ।

ফকির। নৃত্যগীত বন্ধ করুন নবাব।

[সামসুদ্দীন প্রভৃতি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন]

সাম। আসুন—আসুন ফকির সাহেব, বসুন!

ফকির। আগে নৃত্যগীত বন্ধ করুন, তারপর বসব।

[সামসুদ্দীনের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সাম। এইবার উপবেশন করুন ফকির সাহেব!

ফকির। (বসিয়া) গৌড়ের এই দুর্দ্দিনে—মুসলমানের এই দুঃসময়ে নৃত্য গীতাদি আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকা বাংলার নবাবের কি শোভা পায় জাহাঁপনা?

সাম। নিশ্চয় না। কিন্তু ও-দিকের সংবাদ কি?

ফকির। সংবাদ ভাল নয় জাহাঁপনা! চারিদিকে শত্রু। বাংলার মসনদ অধিকার করবার জন্য হিন্দুরাজা গণেশ খুবই বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে তুলেছেন।

সাম। (সবিস্ময়ে) হিন্দুরাজা গণেশ! ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ?

ফকির। হ্যাঁ জাহাঁপনা! আবার পলায়িত আজিমশাহ তাঁর সঙ্গে যোগদান ক'রেছেন।

সাম। তাই নাকি?

ফকির। হ্যাঁ, রাজা গণেশ আজিমশাহকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আসন্ন যুদ্ধে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন ব'লে আজিম শাহকে আশ্বাস দিয়েছেন।

সাম। বটে, এতদূর! এত শক্তি ধরে ঐ হিন্দুরাজা গণেশ! বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে সে অস্ত্রধারণ করতে ইতস্ততঃ করে না! দিলদার—

দিলদার। হুজুর!

সাম। এ সব খবর এতদিন আমায় জানান হয়নি কেন?

দিলদার। এ সংবাদ আর কি জানাব জনাব? হিন্দুরাজা গণেশ লড়বে প্রবল প্রতাপশালী বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে!

সাম। রাজা গণেশকে সামান্য ভেবো না দিলদার!

দিলদার। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, 'পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার তরে'। রাজা গণেশেরও মৃত্যুসময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই চায় সে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

উজীর। শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয় জনাব, সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন!

ফকির। ঠিক বলেছেন উজীর সাহেব!

সাম। উত্তম! শীঘ্রই এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আজিমশা কি রাজা গণেশের প্রাসাদে আশ্রয়লাভ ক'রেছে? কোন খবর রেখেছেন উজীর সাহেব?

উজীর। তা তো ঠিক জানি না হুজুর!

ফকির। তা জানবেন কেন? উনি প্রধান অমাত্য, উনি ওসব তথ্য রাখবেন কেন? আমি জানি নবাব সাহেব!

সাম। আজিম এখন কোথায়?

ফকির। আজিম মহানন্দা পারে শিবির সংস্থাপন ক'রে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ ক'রেছেন। আর সেখান থেকে রাজা গণেশের সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখেছেন।

সাম। ফকির সাহেব বহুদর্শী।

দিলদার। আমরা এত স্মরণ রাখতে পারি না হুজুর!

সাম। তুমি থাম দিলদার।

দিলদার। আজ্ঞে, থেমেছি।

উজীর। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

সাম। ফকির সাহেব কি বলেন?

ফকির। আমি রাজনীতিজ্ঞ নই নবাব-সাহেব, সামান্য ফকির মাত্র!

খোদার নাম-গান করা, আর সাধারণের উপকার করা ভিন্ন আমার অন্য কাজ আর কিছুই নাই।

সাম। অভিমান করছেন ফকির সাহেব?

ফকির। কেন করব না অভিমান? আপনি বাংলার নবাব হ'য়ে, সহস্র নরনারীর সুখদুঃখের আশ্রয়স্থল হ'য়ে বাংলার জীবন মরণের সন্ধি-ক্ষণে যদি এরূপ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকেন, তাহ'লে আর কতদিন এই নবাবী বজায় রাখতে পারবেন?

সাম। ফকির সাহেব!

ফকির। মাপ করবেন নবাব সাহেব! বড় কড়া কথা বললাম, কিন্তু না বললেও উপায় ছিল না।

সাম। না-না, ফকির সাহেব, কড়া কথা নয়। আপনি ব'লে যান আপনার বক্তব্য, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করুন।

ফকির। আপনি এই বাংলার মসনদের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপন করতে চান কি না?

সাম। চাই।

ফকির। হিন্দুর হাতে তুলে দিতে চান না?

সাম। কখনই না, হিন্দুর অধীনস্থ হ'য়ে কোন মুসলমান বেঁচে থাকতে চায় না। কিন্তু আপনার এই "হিন্দুর হাতে তুলে দিতে চান না" কথার অর্থ বুঝলাম না ফকির সাহেব!

ফকির। হিন্দুরাজা গণেশের কথাই বলছি।

সাম। গণেশ কি এমনই শক্তিশালী হ'য়েছে যে, গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করবার স্পর্দ্ধা রাখে?

ফকির। রাখে।

সাম। তাহ'লে তাকে এখনই শাসন করা উচিত।

ফকির। তার আগে আজিম শাহকে শাসন করতে হয়, জাহাঁপনা!

সাম। দিলদার!

দিলদার। আজিম শাহের মাথাটা এখনি ছিঁড়ে আনব হুজুর?

সাম। আঃ, তুমি বড় বাজে কথা বল!

দিলদার। আজ্ঞে, ও দোষটা একটু আছে খোদাবন্দ!

সাম। তুমি থাম দিলদার!

দিলদার। থেমেছি হুজুর!

সাম। উজীর সাহেব!

উজীর। জাহাঁপনা!

সাম। অজিমশাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা কি?

উজীর। অবিলম্বে আক্রমণ করা, জাহাঁপনা!

ফকির। হ্যাঁ, অবিলম্বে আক্রমণ করা—অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া। নইলে আজিমশার সঙ্গে রাজা গণেশের সৈন্য মিলিত হ'লে, সেই সমবেত শক্তিকে পরাভূত করা কষ্টকর হবে।

দিলদার। ফকিব সাহেবের ফকির না হ'য়ে উজীর হওয়া উচিত ছিল। ঠিক কথা বলেছি কিনা হুজুর?

সাম। আঃ, তুমি থাম!

দিলদার। আজ্ঞে, থেমেছি।

উজীর। আজিমশা জাতিদ্রোহী।

দিলদার। দস্তরমত। নইলে হিন্দুর সঙ্গে এত মাথামাথি!

সাম। আবার!

দিলদার। আজ্ঞে, না।

ফকির। জাহাঁপনা!

সাম। ফকির সাহেব!

ফকির। আমি অপনার শুভাকাঙ্ক্ষী; শুধু আপনার কেন, সমগ্র মুসলমান জাতিরই শুভকামনা করি। কিন্তু যে মুসলমান স্বার্থসিদ্ধি হেতু হিন্দুর শরণাপন্ন হয়, তাকে আমি ঘৃণা করি। তাই আজিমশাকে শাস্তি দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সাম। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। উজীর সাহেব!

উজীর। জাহাঁপনা!

সাম। রাজা গণেশ নিয়মিত রাজস্ব দিয়ে আসছে?

উজীর। না, জাহাঁপনা! কিছুদিন হ'ল সে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

সাম। রাজস্ব দেওয়া বন্ধ ক'বে দিয়েছে! আপনি এর প্রতিকার কি কর্‌ছেন?

উজীর। যথাসময়ে এ সংবাদ হুজুরে জানিয়েছিলাম।

সাম। শুধু জানালেই হয়! যাক্, যা হ'য়ে গেছে, তার উপায়ই নেই। এখন রাজা গণেশকে এ-যাত্রা কড়া চিঠি লিখে জানান;—সে যেন অবিলম্বে আমার সমস্ত রাজস্ব প্রেরণ করে, নতুবা তাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা হবে।

উজীর। যে আজ্ঞে!

সাম। রাজা গণেশ! তোমার আকাঙ্ক্ষা চরমে উঠেছে দেখছি। একে তো তুমি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ রেখেছ, তার উপর আমার শত্রু আজিম শাহকে আশ্রয় ও সাহায্য দান ক'রেছ। তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি ক্ষমা করব না।

ফকির। করা উচিতও নয়।

সাম। আমি বুঝিয়ে দেব তাকে, এ ঔদ্ধত্যের পরিণাম কি।

ফকির। আমরাও তাই চাই।

সাম। শুধু দুষ্ট গণেশকে নয়, সমগ্র হিন্দুজাতিকে বুঝিয়ে দেব যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে তার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ। ইলিয়াসশাহী বংশে আমার জন্ম। বাহুবলে আজিমশাকে বিতাড়িত করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছি। দিল্লীশ্বরেও আমি গ্রাহ্য করি না। সেই আমি সামান্য একটা জমিদারকে—না না, আলম সাহেব, তা হয় না, গণেশের ঔদ্ধত্য সহ্য করা যায় না।

দিলদার। রাগে আমার রক্ত টগ্‌বগ্—

সাম। থাম দিলদার। শুনুন, ফকির সাহেব। এই বাংলায় বাস করবে শুধু একটা জাতি;—সে হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক। কিন্তু দুটো জাতির বাস এখানে হবে না।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কেন হবে না নবাব সাহেব?

সাম। কে—কে তুমি উন্মাদ?

ভৈরব। যেই হই না কেন, আমি এইটুকু নবাবকে বোঝাতে চাই যে, হিন্দু আর মুসলমান, এ দুই জাতিই বেশ সদ্ভাবে একত্রে বসবাস করতে পারে এই বাংলায়।

সাম। কে তুমি দাম্ভিক?

ভৈরব। আমি মানুষ।

সাম। বাচালতা ছেড়ে বল, তুমি কে?

ভৈরব। বললাম তো, আমি মানুষ।

সাম। হিন্দু, না মুসলমান?

ভৈরব। আমি দুই-ই। মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে, জাতিত্বে নয়। হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ ভুলে যান নবাব সাহেব!

সাম। আমি তোমার উপদেশ চাই না উন্মাদ!

ভৈরব। না চাইলেও, আমার দেওয়া উচিত।

সাম। এত স্পর্দ্ধা তোমার, গৌড়েশ্বরকে উপদেশ দিতে চাও!

ভৈরব। উপদেশ দিতে নয়, প্রতিবাদ করতে চাই।

সাম। কিসের প্রতিবাদ?

ভৈরব। আপনার ঐ কথার।

সাম। কোন কথার?

ভৈরব। ঐ যে বললেন, বাংলায় হিন্দু আর মুসলমান এই দুটো জাতি একত্রে বসবাস করতে পারে না।

সাম। তা তো পারেই না।

ভৈরব। কারণ?

সাম। কারণ অজস্র। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের জাতিগত, ধর্ম্মগত, সমাজগত পার্থক্য এত বেশী যে, একত্রে বাস করা অসম্ভব।

ভৈরব। সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু আসলে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দুধর্ম্মের যা সারবাণী, মুসলমান ধর্ম্মেরও তাই। মিথ্যা বলা, চুরি করা, পরকে কষ্ট দেওয়া এবং মদ্যপান প্রভৃতি,—হিন্দুধর্ম্মে যা ঘৃণা করে, মুসলমান ধর্ম্মেও তাই ঘৃণা করে। সুতরাং উভয় ধর্ম্মের মধ্যে আর পার্থক্য কোথায়?

সাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না; শুধু

বল্‌তে চাই যে, বাংলায় দুটো জাতি থাকতে পারে না; থাকবে মাত্র একটা—সে হিন্দুই হোক্‌, আর মুসলমানই হোক্‌।

ভৈরব। না, দুটোই থাকতে পারে।

সাম। পরধর্ম্মে অসহিষ্ণু দুটো জাতি কেমন ক'রে একত্রে বসবাস করতে পারে?

ভৈরব। আচ্ছা, সহস্র মনান্তর ও মতান্তর সত্বেও দুই ভাই একই জায়গায় বাস করে? তেমনি হিন্দু আর মুসলমান উভয়েই পরস্পরকে শত্রু না ভেবে যদি ভাই ব'লে ভেবে নেয়, তাহ'লেই তো সমস্ত বাদ-বিসম্বাদের অবসান হয় এবং তারা বসবাস করতে পারে স্বচ্ছন্দে—সদ্ভাবে—একত্রে—একই স্থানে!

সাম। কিন্তু বাস্তবে তা হয় কৈ?

ভৈরব। বাস্তবেই তো তা হয় নবাব সাহেব! দুই ভাইয়ে মারা-মারি কাটাকাটি কি হয় না?

সাম। হয়।

ভৈরব। সে রকম হ'লে কি তারা সব ছেড়ে চলে যায়? যায় না নিশ্চয়। আবার তাদের আসে সৌহার্দ্দ, ভ্রাতৃপ্রেম ও পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষা।

সাম। আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না।

ভৈরব। তবে ধ্বংস হোক উভয় জাতিই। ধ্বংস হোক্‌ হিন্দু—ধ্বংস হোক মুসলমান।

সাম। স্তব্ধ হও উদ্ধত আগন্তুক! তুমি আমার বন্দী। দিলদার, বন্দী কর একে!

দিলদার। এস তো চাঁদ! [বন্দী করিতে অগ্রসর]

ভৈরব। সাবধান! (সভয়ে দিলদারের পশ্চাদপসরণ)

ফকির। তোমার এত স্পর্দ্ধা যে, মহামান্য বঙ্গেশ্বরের সম্মুখে বলছ মুসলমান ধ্বংস হোক! এ কথা বলার পরেও যে এখনো তোমায় বন্দী করা হয়নি, এ আমাদের উদারতা।

ভৈরব। উদারতা নয়, দুর্ব্বলতা।

সাম। সাবধান আগন্তুক! দিলদার—

দিলদার। আমার হাত কাঁপছে হুজুর! (হস্তকম্পন)

সাম। উজীর সাহেব—

উজীর। আমারও তাই জাহাঁপনা! (হস্তকম্পন)

সাম। ফকির সাহেব—

ফকির। জাহাঁপনা!

সাম। আসুন সবাই মিলে একে বন্দী করি।

[বন্দী করিতে অগ্রসর, কিন্তু সকলের হস্তকম্পন]

ভৈরব। হাঃ-হাঃ হাঃ! নবাব সাহেব, এইত আপনার দৌড! একটা লোককে বন্দী করতে গোষ্ঠীশুদ্ধ লেগে পড়েছেন; কিন্তু পারছেন কই আমায় বন্দী করতে?

সাম। তুমি কি যাদুকর, আগন্তুক?

ভৈরব। হাঃ হাঃ-হাঃ! আমি যাদুকর নবাব সাহেব, আমি যাদুকর!

সাম। সত্যই তুমি যাদুকর। নইলে বাংলার নবাবের সাম্‌নে এমন উচ্চহাস্য করতে পার! সত্য ক'রে বল, তুমি কে?

ভৈরব। আগেই তো ব'লেছি, আমি মানুষ।

সাম। না-না, তুমি আত্ম-পরিচয় লুকিয়ে রাখছ আগন্তুক! আমার অনুরোধ, বল—তুমি কে?

গীত।

ভৈরব।—

অত্যাচারীর দুষমন আমি, সত্যশিবের জয়গান।
সাম্যের বাণী করি প্রচার, বেদের সঙ্গে পড়ি কোরাণ॥
আমি মুসলিম—আমি হিন্দু,
হুসেনের তরে চাপড়াই বুক, পান করি সপ্তসিন্ধু,
আমি কঠোর পুরুষাকার,
আছে মানুষের মাঝে আসন আমার, পরম নির্ব্বিকার;
রাম ও রহিমে পৃথক দেখি না, সমান হিন্দু-মুসলমান॥

[প্রস্থান।

সাম। পাগলের প্রলাপ, না পয়গম্বরের ভবিষ্যদ্বাণী?

ফকির। পাগলের প্রলাপ।

সাম। চিন্তার বিষয়! আজকের মত সভাভঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে বীরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।

গীত।

বীরাঙ্গনাগণ।—

জয় বাংলার জয়—জয় বাংলার জয়।
দ্রুমদলশোভিনী শ্যামল বনানী বঙ্গজননী মাটী তো নয়॥
বাঙলার রমণী বাঙলার তরে আজ,
ধ'রেছি কৃপাণ করে পরি রণসাজ,
ভাঙিব নিগড় করি মড় মড়, এগিয়ে চল কেন কালক্ষয়।
কুলাঙ্গনা আঙিনা করি পরিহার,
এসেছি দেশের ডাকে ত্যজি ঘর-দ্বার,
লহ হাতিয়ার কর মহামার, শ্যামলা বাঙলাব ঘুচাতে ভয়॥

করুণার প্রবেশ।

করুণা। ভগ্নিগণ, সমবেত কণ্ঠে বল—জয় বাংলার জয়!

বীরাঙ্গনা। জয় বাংলার জয়।

করুণা। যে উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখ্‌ছি আজ তোমাদের মুখে, তা অভূতপূর্ব্ব! আজ মুসলমান নবাব যদি আমাদের দেশ আক্রমণ করে,

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আমরা তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারব। কেমন, তা আশা করতে পারি ?

বীরাঙ্গনা। নিশ্চয় পারেন, মহারাণি !

করুণা। তোমাদের উৎসাহ ও আগ্রহে আমি বুঝতে পারছি, বাংলার নারীশক্তিকে আর কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না।

বীরাঙ্গনা। কখনই না।

করুণা। বিশ্বের নারীশক্তি জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। এই অর্দ্ধসংখ্যক শক্তি যদি জাগ্রত না হয়, তাহ'লে দেশের উন্নতি—জাতির উন্নতি হ'তে পারে না। তোমাদের এই জাগরণ দেখে বেশ বুঝতে পারছি যে, জয় আমাদেব অনিবার্য্য—বঙ্গজননীর লৌহনিগড় ভেঙ্গে ফেলতে সমর্থ। বাংলা বাঙ্গালী-হিন্দুর, মুসলমানেব নয়। তারা অন্য দেশ থেকে এসে বাংলার উপর আধিপত্য চালাচ্ছে। এ আধিপত্য আমরা মানব না। আমাদেব দেশ আমাদের শাসনাধীনে থাকবে। কেমন ?

বীরাঙ্গনা। নিশ্চয়।

করুণা। আমরা নারী। আমরা গৃহ ছেড়ে যাচ্ছি না অন্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ; সেজন্য আমাদের পুরুষশক্তি যথেষ্ট আছে। আমাদের প্রয়োজন, আমাদের স্বদেশ রক্ষার। আজ যদি শত্রু এসে দেশের মধ্যে প্রবেশ করে, আমরা যেন তাদের বাধা দিতে পারি—তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। (অভিবাদনান্তে) আমিও আপনার নারীবাহিনীতে যোগদান করতে ইচ্ছা করি মহারাণি !

করুণা। কে তুমি নারি? আমি যেন কোথাও তোমাকে দেখেছি ব'লে মনে হয়।

অপর্ণা। মহারাণীর অনুমান সত্য।

করুণা। (বিস্ময়ে) তুমি! তুমি! তুমি কি—

অপর্ণা। অপর্ণা।

করুণা। তুমি অপর্ণা?

অপর্ণা। হ্যাঁ মহারাণি, আপনার স্নেহাশ্রিতা অপর্ণা!

করুণা। এতদিন কোথায় ছিলে অপর্ণা?

অপর্ণা। পথে—জঙ্গলে।

করুণা। আমার আশ্রয় ছেড়ে পথে জঙ্গলে বাস করা কি তোমার বেশী সুখের হচ্ছিল অপর্ণা?

অপর্ণা। না রাণিমা! তাই আবার ফিরে এলাম। তবে আপনার কাছে নয়, আপনার নারীবাহিনীতে আশ্রয় নিতে।

করুণা। তোমার অভিরুচি যা, তাই হবে। তবে আবার পালিয়ে যাবে না তো?

অপর্ণা। না রাণিমা, আর পালিয়ে যাব না! পালিয়ে গিয়ে বুঝেছি গৃহহারা স্বজনহারা নারীর অবস্থা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, নারী যদি বাঁচতে চায়, তবে তার একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়ান চলে না। লতা যেমন বৃক্ষের আশ্রয় না হ'লে থাকতে পারে না, নারীও সেইরূপ অভিভাবকের আশ্রয় বিহনে থাকতে পারে না। তাই আপনার আশ্রয়ে আবার ফিরে এলাম।

করুণা। আমার আশ্রয়দ্বার আর্ত্তহেতু চির-উন্মুক্ত অপর্ণা।

অপর্ণা। মহারাণীর জয় হোক!

বীরাঙ্গনা। জয় মহারাণীর জয়।

করুণা। বীরাঙ্গনাগণ, অপর্ণাকে তোমাদের সঙ্গিনী ক'রে নাও!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির সম্মুখে।

গণেশনারায়ণ, যদুনারায়ণ ও অবনীনাথ।

গণেশ। এইত আজিম শাহের শিবির। আজই গৌড় আক্রমণের জন্য আমরা সসৈন্যে অপেক্ষা করছি; কিন্তু কৈ! আজিম শাহ্ কৈ? যাঁর সাহায্যের জন্য আমাদের আগমন, তিনি কৈ? যদু—

যদু। পিতা!

গণেশ। আজিম শাহ্ কোথায়?

গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। সামসুদ্দীনের সহিত তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত, মহারাজ!

গণেশ। আমি সসৈন্যে এসে পৌছানর পুর্ব্বে তিনি সামসুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হ'লেন কেন?

গুপ্তচর। সম্ভবতঃ মহারাজ সসৈন্যে এসে পৌছাবার পূর্ব্বেই আজিম শাহকে আক্রমণ করা সামসুদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল।

গণেশ। হুঁ, বুঝতে পেরেছি। আজ প্রাতে আজিম শাহের সহিত আমার গৌড় আক্রমণের কথা বুঝতে পেরে নবাব তাকে আগে থেকে আক্রমণ ক'রেছে।

অবনী। আমাদের সাহায্য না পেলে প্রবল প্রতাপশালী গৌড়েশ্বরের সঙ্গে আজিমশা কতক্ষণ লড়বে?

গণেশ। বেশীক্ষণ নয় বৈবাহিক, বেশীক্ষণ নয়! কিন্তু এই হঠাৎ আক্রমণে আমাদের সুবিধাই হ'য়েছে।

অবনী। কি রকম?

গণেশ। আজ আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষার দিন সমাগত। শত বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন—আর উষ্ণ মস্তিষ্কে নীরব নিশীথে শয়নকক্ষে পদচারণের এইবার শেষ হবে।

অবনী। আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না।

গণেশ। বুঝতে পারলেন না? ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের সুপ্রসন্না। নইলে এ সময়ে রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে গৌড়েশ্বর নিজে আজিমশার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন কেন?

যদু। কিন্তু আমাদের সাহায্য না পেলে, আজিম শাহের—

গণেশ। থাম—থাম যুবক, আমায় চিন্তা করতে দাও! বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

অবনী। আপনার উদ্দেশ্য—

গণেশ। অবিলম্বে গৌড় আক্রমণ।

অবনী। আজিমশাকে সাহায্য?

গণেশ। গৌড় আক্রমণ মানেই আজিমশাকে সাহায্য করা হবে।

যদু। আমাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ভিন্ন আজিমশাহ বিপন্ন হবেন।

গণেশ। ক্ষতি নেই—কোন ক্ষতি নেই। গৌড় আক্রমণের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না। সামসুদ্দীনের অবর্ত্তমানে গৌড় এখন প্রায় অরক্ষিত; সুতরাং এ সুযোগ—

অবনী। ছাড়া উচিত নয় আমাদের।

গণেশ। অবশ্য কিছু সৈন্য আমরা আজিম শাহের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করবো। তাতে দুই কাজই হবে; আজিমশাকে সাহায্য করাও হবে, আর সামসুদ্দীনকে কিছুক্ষণ যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে গৌড় প্রত্যাবর্ত্তন থেকে দূরে রাখাও হবে।

অবনী। আপনার এ যুক্তি প্রশংসনীয়।

গণেশ। চলুন অবনীনাথ, চলুন ইরম্মদ বেগে আমাদের স্বাধীনতা-কামী নববল-সঞ্চারিত সৈনিকদল নিয়ে মদমত্ত মাতঙ্গের মত গৌড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। চক্রধারী নারায়ণ আমাদের সহায়; এ অভিযানে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

অবনী। কিন্তু আমাদের পথ-পর্য্যটনে ক্লান্ত সৈনিকদের কিছু সময় বিশ্রাম করতে দিলে ভাল হ'ত না?

গণেশ। প্রয়োজন নাই। তারা তো পররাজ্য জয় করতে যাচ্ছে না! তারা যাচ্ছে নিজের রাজ্য—স্বজাতির রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে—তাদের হারাণ স্বাধীনতা মুসলমান-কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে। তারা শুধু বেতনভোগী সৈনিক নয়! তারা বীর—তারা স্বদেশপ্রিয়—তারা হিন্দু। তাদের এখন বিশ্রামের সময় নয় বৈবাহিক! গুপ্তচর, তুমি একবার গুপ্ত-ভাবে গৌড়ে প্রবেশ ক'রে সেখানকার অবস্থা আমাকে জানাবে।

গুপ্তচর। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

যদু। (স্বগত) সামসুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে আজিম শাহের অনিবার্য্য

পতন; কিন্তু আসমানতাবার অবস্থা কি হবে? ছিল সে নবাবনন্দিনী, হবে পথের ভিখারিণী। তারা—তাবা, আসমানের তারা! জানি না, তোমাব অদৃষ্টে কি আছে। সিংহ সদৃশ বিক্রমশালী পিতার ভয়ে তোমাব নাম পর্য্যন্ত তাঁর কাছে উচ্চাবণ করতে পারি না।

গণেশ। যদু, আব সময় নেই। সামসুদ্দীন গৌড়ে ফিবে আসবার আগেই আমাদের গৌড়নগবী আক্রমণ করতে হবে। যাও, সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে বলগে।

যদু। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

গণেশ। আমাব দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন কবছে বৈবাহিক। ফল শুভই হবে ব'লে মনে হয।

অবনী। উদ্যম ও একাগ্রতাব ফল অশুভ হয় না।

গণেশ। অফুবন্ত উৎসাহে পবিপূর্ণ আমাব হৃদয়, শত মত্তকরীর বলে বলীযান যেন আমাব দেহ, হিন্দু-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধাবেব আশায় আশান্বিত আমাব প্রাণ,—জয়লক্ষ্মী আমাদেব অবশ্যই লাভ হবে।

অবনী। চলুন, আমবা প্রস্তুত হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

যুদ্ধ করিতে করিতে সামসুদ্দীন ও অজিমশাহের প্রবেশ।

সাম। হিন্দুপদলেহনকারী কাফের আজিমশাহ, হিন্দু-পদলেহনের ফল ভোগ কর।

আজিম। বিশ্বাসঘাতক দস্যু সামসুদ্দিন! বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তুমি অতর্কিতে আমায় আক্রমণ ক'রেছ। তোমার বিপুল বাহিনী আমার মুষ্টিমেয় সৈন্যকে অনায়াসে পরাভূত ক'রেছে। আমি একা তোমার সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারি?

সাম। একা কেন? হিন্দু-বন্ধু গণেশ কোথায়?

আজিম। তাঁকে আসতে দিলে কই? তিনি আসবার আগেই যে তুমি আমায় আক্রমণ করলে!

সাম। এই বুদ্ধি নিয়ে এতদিন নবাবী ক'রেছিলে? শত্রুর বলবৃদ্ধি হ'তে দেয় কি কেউ কখনো?

আজিম। পলাতক শত্রুকে কেউ আক্রমণ করে না।

সাম। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। পারতাম আমি তোমায় ক্ষমা করতে, যদি না তুমি হিন্দুর সাহায্য চাইতে।

আজিম। প্রাণভয়ে হিন্দুর সাহায্য চাওয়া কি এতই ঘৃণিত?

সাম। ঘৃণিত, শতবার ঘৃণিত।

আজিম। ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসান খুব প্রশংসনীয় ?

সাম। ভাই-ই তো ভায়ের বুকে ছুরি বসায়। আবার কে বসায় ? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভাই ছাড়া এমন কে আছে যে, শৈশব থেকে আরম্ভ ক'রে সব বিষয়েই অংশ কেড়ে নেয় ?

আজিম। এই ভাইকে শুধু অংশীদার না ভেবে যদি পরম সহায় বলে ভেবে নিতে, তাহ'লে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাতে না।

সাম। তোমার ধর্ম্মকথা শুনতে রণস্থলে আসিনি।

আজিম। তা জানি, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।

সাম। তোমায় বধ ক'রে আমি বাংলার সিংহাসন নিষ্কণ্টক কর্‌ব।

আজিম। আমায় বধ করতে পার, কিন্তু সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে পারবে না সামসুদ্দীন।

সাম। কেন পার্‌ব না ?

আজিম। শুনতে পাচ্ছ, দূরে কার পদধ্বনি ?

সাম। কার ?

আজিম। ভ্রাতৃদ্রোহী হন্তারকের।

সাম। কে সে ?

আজিম। সে বিধর্ম্মী। এই আত্মদ্রোহের খবর পেয়ে ছুটে আসছে লোলুপ-দৃষ্টিতে এই সিংহাসনের দিকে।

সাম। তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না আজিম।

আজিম। এখন বুঝতে পারবে না সামসুদ্দীন, বুঝবে—যখন আমার মত সর্ব্বহারা হবে তুমি; যখন সিংহাসন ছেড়ে ভ্রাতৃদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করবে, তখন বুঝবে।

সাম। তুমি প্রলাপ বক্‌ছ।

আজিম। আমি প্রলাপ বকিনি সামসুদ্দীন, ঠিকই বলছি। আমার তবু একটা সান্ত্বনা থাকবে যে, আমি স্বজাতির হাতে নিহত হ'য়েছি; কিন্তু তোমার তাও থাকবে না।

সাম। মরবার আগে তোমার মতিভ্রম হ'য়েছে। এসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না; এখন যুদ্ধ কর।

আজিম। তোমার এই অসংখ্য সেনা-বাহিনীর সঙ্গে আমি একা যুদ্ধ করি কেমন ক'রে? তার চেয়ে আমি মাথা পেতে দিচ্ছি, তুমি আমায় হত্যা কর।

সাম। তা হবে না, তোমায় যুদ্ধ করতেই হবে।

আজিম। আচ্ছা, এস তবে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। ফকির হ'য়ে রণস্থলে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু বাংলায় মুসলমান আধিপত্য রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। সামসুদ্দীনকে মন্ত্রণা দিয়ে আজিমশাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়েছি; কারণ আজিমশা মুসলমান হ'য়েও সর্ব্বদা হিন্দুর সঙ্গে সদ্ভাব পোষণ করে। তাই তাকে শুধু সিংহাসন থেকে বিতাড়িত ক'রে সন্তুষ্ট নই, পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করতে চাই; তাহ'লেই হবে বাংলায় একচ্ছত্র মুসলমান আধিপত্য। তারপর বাকি থাকবে মুসলমান-প্রাধান্যের হন্তারক রাজা গণেশ। কিন্তু তার শক্তি কি যে, সে বহুগুণ সৈন্যবলে বলীয়ান্ বাংলার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে! দেখা যাক্, কি আছে মুসলমানের অদৃষ্টে।

[প্রস্থান।

যুধ্যমান্ সামসুদ্দীন ও আজিম শাহের পুনঃ প্রবেশ।

সাম। এইবার রণসাধ মিটেছে তো আজিম?

আজিম। এখনও দেহে প্রাণ আছে। প্রাণ থাকতে রণসাধ কখনো মিটবে না কাফের!

সাম। তবে মিটাও তোমার রণসাধ, নির্ব্বোধ!

[তরবারি দ্বারা আঘাত প্রদান]

আজিম। ওঃ, খোদা—খোদা!

সাম। পাপ রসনায় খোদার নাম উচ্চারণ ক'রো না শয়তান!

আজিম। উঃ, খো—দা, প্রা—ণ যা—য়!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

সাম। শেষ—আজিমের নবাবীর এইখানেই শেষ। শয়তান, যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল ভোগ কর!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নগর-উপকণ্ঠ।

যুধ্যমান্ হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যের প্রবেশ।

[হিন্দু সৈন্যগণ "জয় চক্রধারী নারায়ণের জয়" এবং মুসলমান সৈন্যগণ "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিতেছিল ; কিছুক্ষণ যুদ্ধান্তে উভয় দলের প্রস্থান]

বেগে গণেশনারায়ণ ও অবনীনাথের প্রবেশ।

গণেশ। ঐ দেখুন—ঐ দেখুন অবনীনাথ। আমার পথ পর্য্যটনক্লান্ত সৈনিকগণ একটুও অবসন্ন না হ'য়ে, নববলে বলীয়ান্ হ'য়ে যুদ্ধ করছে। ঐ দেখুন, নবাব-সৈন্যগণ প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

অবনী। মত্ত মাতঙ্গসম বলশালী রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের কাছে আজ আর মুসলমান সৈন্যের রক্ষা নেই।

গণেশ। চক্রচারী নারায়ণ। আরাধ্য দেবতা। তুমিই জাগিয়েছ প্রভু, স্বাধীনতার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আর পরাধীনতার তীব্র অনুভূতি আমার অন্তরে। আমার সে জাগরণ—সে অনুভূতি সফল কর, দেব!

অবনী। জাগরণ সফল হ'তে আর বেশী দেরী নেই।

গণেশ। অন্তরে বাহিরে যেদিকে চা'ই, সেই দিকেই দেখতে পাই তোমার দানব দলনকারী সুদর্শনধারী মূর্ত্তি। প্রভু—প্রভু! সাহস দাও, উৎসাহ দাও, উত্তেজনা দাও আমায়—যেমন দিয়েছিলে একদিন তুমি কুরু-

ক্ষেত্র রণাঙ্গনে তোমার এক ভক্তের সারথ্য গ্রহণ ক'রে তাকে ধর্ম্মযুদ্ধে চালিত করতে। আমি তোমার সেরূপ ভক্ত হবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তবে এটুকু আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ন্যায়পথে অগ্রসর হ'লে তোমার অজস্র করুণাকণা লাভে বঞ্চিত হব না।

দ্রুত যদুনারায়ণের প্রবেশ।

যদু। পিতা, আজিমশাহ নিহত।

গণেশ। আজিমশাহ নিহত!

যদু। হ্যাঁ, পিতা!

গণেশ। সে যে আমার আশ্রয় চেয়েছিল—সাহায্য চেয়েছিল, তাকে তা দিতে পারিনি, ধিক্ আমায়! আশ্রয়-প্রার্থীকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না! উঃ!

অবনী। আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব্বেই যে তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত হবেন, তা কেমন ক'রে জানবেন আপনি?

গণেশ। অথচ এই দেশে একদিন এক মহীয়সী মহিলা আশ্রিত-রক্ষায় আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধাচরণ করতে ইতঃস্তত করেনি। হায় বন্ধু, আমারও না সেই দেশে জন্ম!

অবনী। আপনি আশ্রিতকে আশ্রয় দিতে না পারলেও, আশ্রিত-হন্তাকে শাস্তি দিতে পারেন।

গণেশ। আশ্রিত দণ্ডী-রাজাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে হ'য়েছিল অষ্টবজ্রের মিলন; আর আমার এই আশ্রিতকে আশ্রয় দিতে আমি না পারলেও, তার হত্যাকারীর ধ্বংস করব। অবনীনাথ—অবনীনাথ, গৌড়ের পতন, সামসুদ্দীনের পতন আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!

অবনী। নারায়ণে আপনার অগাধ বিশ্বাস; সেই বিশ্বাসই হবে আপনার রণজয়ের প্রধাণ কারণ।

গণেশ। আজিমশাকে বধ ক'রে সামসুদ্দীন সেখানে নিশ্চিন্তে বসে নাই; এখনি ঝটিকার মত ছুটে আসবে গৌড়-নগরীতে। সামসুদ্দীন এখানে আসার পুর্ব্বেই আমাদের গৌড় অধিকার করতে হবে। ভীষণ যুদ্ধ আসন্ন! তৎপূর্ব্বে গৌড় জয় ক'রে নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ সুরক্ষিত করতে হবে; এমনভাবে সুরক্ষিত করতে হবে, যেন সামসুদ্দীন এসে নগরে প্রবেশ করতে না পারে।

যদু। যথা আজ্ঞা, পিতা!

গণেশ। হ্যাঁ, আর এক কথা! একদল সুশিক্ষিত সৈন্য অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও নবাবের রাজধানী অভিমুখে গতিপথে বাধা দিতে; তারা যেন প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে নবাবকে অগ্রসর হ'তে বাধা দেয়। নবাবের এখানে এসে পৌছাতে যত দেরী হবে, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল; কারণ তাহ'লে আমরা যথেষ্ট সময় পাব নগর সুরক্ষিত করতে। যাও, অবিলম্বে যাত্রা কর।

[যদুনারায়ণ প্রস্থান করিতে উদ্যত]

গণেশ। হ্যাঁ, আর এক কথা যদু! নবাব কোন্ পথে কোথা দিয়ে ফিরবে, তার কোন স্থিরতা নেই। তুমি একদল সৈন্যকে নগর প্রবেশের প্রধান তোরণদ্বারে সুসজ্জিত রাখবে, আর একদল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হবে তুমি নবাবের দিকে; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হবে না, কারণ তোমরা হয়ত অগ্রসর হবে একদিকে, আর নবাব হয়ত অন্যদিকে এসে প্রবেশ করবে রাজধানীতে।

যদু। নবাবের গতিপথ লক্ষ্য রাখতে আমি গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছি।

নবাব কোথায় কি করছেন, কোন্ পথে আসবেন, তার কাছে আমি শীঘ্রই সংবাদ পাব। [প্রস্থান।

অবনী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য ?

গণেশ। নগরের উপকণ্ঠে অপেক্ষা না ক'রে নগর মধ্যে প্রবেশ করা। কই, রামচাঁদ-শ্যামচাঁদকে তো যুদ্ধ করতে দেখছি না ?

অবনী। বোধ হয় ভিতরে প্রবেশ ক'রেছে।

গণেশ। গৌড়ের তোরণদ্বার ভঙ্গ ক'রে ?

অবনী। সম্ভব।

গণেশ। কর্ণধার বিহীন তরণী কতক্ষণ বিক্ষুব্ধ ঝটিকার সম্মুখে নদী-বক্ষে ভাসমান থাকবে ? তাকে ডুবতেই হবে—ডুবতেই হবে।

অবনী। কর্ণধার এসে পড়লে, না ডুবতেও পারে।

গণেশ। ডুবতেই হবে—ডুবতেই হবে। কর্ণধার এসে যেতে পারে; কিন্তু ঝটিকা যে আরও বিক্ষুব্ধ হবে না, তাই বা কে বল্‌বে। এখন চলুন, সৈন্যদের উৎসাহিত করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথিপার্শ্ব।

মণিলালের প্রবেশ।

মণিলাল। পাঠশালালায় গুরুমশায়ের কাছে শুনেছিলাম, পাঠ্যজীবনই সব চেয়ে ভাল জীবন; অবশ্য যদি পরীক্ষা দেওয়ার ঠেলা না থাকে। এখন দেখছি, ওর চেয়েও ভাল জীবন আছে,—যেমন, রাজ্য শাসন করা; অবশ্য যদি যুদ্ধ করতে না হয়। যুদ্ধ যদি করতে হয়, তাহ'লে এমন ঝক্‌মারী জীবন আর নেই। জীবনের মধ্যে সেরা জীবন আমার। যুবরাজ যদুনারায়ণের প্রিয়সখা আমি। দুবেলা রাজভোগ উড়াচ্ছি, যা ইচ্ছে, তাই করছি; অথচ রাজ্যে এতবড় যে একটা যুদ্ধ চলেছে, তার কিছুই করতে হয় না। খাই দাই, আর স্ফূর্ত্তি করি। এমন আনন্দের জীবন ক'টা লোকের আছে?

সৈনিকবেশে রজতের প্রবেশ।

রজত। (মণিলালের গায়ে ধাক্কা লাগিল)

মণি। মশাই কি দেখতে পান না? ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছেন যে?

রজত। মাপ করবেন; হঠাৎ লেগে গেছে।

মণি। দেখছি তো একজন সৈনিক!

রজত। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?

মণি। আমি কে! য়্যাঁ—আমায় চেনেন না! আমি একজন গণ্য-মান্য স্বনামধন্য পুরুষ।

রজত। বলুন, আপনি কে ?

মণি। আমি মণিলাল, স্বয়ং যুবরাজ যদুনারায়ণের প্রিয়সখা।

রজত। তা—এখানে কি করছেন ?

মণি। যাই করি না ! কৈফিয়ৎ চান নাকি ?

রজত। না, কৈফিয়ৎ নয়।

মণি। তবে ?

রজত। এমনি। জিজ্ঞেস করতে নেই ?

মণি। (গম্ভীরভাবে) না, আমার অসম্মান করা হয়। আমি হ'লাম যুবরাজের প্রিয়সখা—হ্যাঁ, আমায় অসম্মান করবে নগণ্য সৈনিক !

রজত। অসম্মান করলাম কখন ?

মণি। একশ'বার ক'রেছ ! আমি স্ব-ইচ্ছায় বলতে পারি কোথায় যাচ্ছিলাম ; কিন্তু তোমার জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই।

রজত। আচ্ছা, স্ব-ইচ্ছায় বলুন।

মণি। যাচ্ছিলাম, যুদ্ধের খবর জানতে।

রজত। এই পথের উপরে কি সে খবর পাবেন ?

মণি। এখান থেকেই তো খবর নিতে হয়। যুদ্ধস্থলে কি যাবার উপায় আছে ? গেলেই তো কাঁচা মাথাটি ঘ্যাচাং !

রজত। তা বটে !

মণি। তুমি কিছু খবর জান ?

রজত। জানি বৈকি !

মণি। কি রকম—কি রকম ?

রজত। খবর ভাল ; জয়লাভ আমাদের—

মণি। হবেই ! যাক, বাঁচা গেল। কষ্ট ক'রে আর যেতে হবে না।

রজত। না।

মণি। তবে আমি ফিরে যাই ?

রজত। যান।

মণি। কিন্তু তুমি যুবরাজকে ব'লো না যেন, যে, আমি রাস্তা থেকে ফিরে গেছি !

রজত। না, বল্‌ব না।

মণি। আচ্ছা। [প্রস্থান।

রজত। মৃত নবাবের কন্যার শিবির রক্ষার ভার আমার উপর পড়েছে ; তাই রণস্থল ছেড়ে সেখানেই যাচ্ছি। এতক্ষণে সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারতাম, কিন্তু মণিলালের জন্য দেরী হ'য়ে গেল। ওকি—পিছনে কি একটা চীৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না ! হ্যাঁ—তাইতো ! দেখি, ব্যাপারটা কি। [প্রস্থান।

মণিলালকে ধরিয়া লইয়া মুসলমান
সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

মণি। আমায় ছেড়ে দাও বাবা ; মেরো না—মেরো না ! আমি যুদ্ধের ধার ধারি না।

১ম সৈনিক। কোথায় যাচ্ছিলে ?

মণি। আজ্ঞে—বাড়ী যাচ্ছিলাম।

২য় সৈনিক। এখনি যমের বাড়ী পাঠাচ্ছি।

মণি। সে কি বাবা ! কোন অপরাধ তো করিনি ?

১ম সৈনিক। তুমি যে হিন্দু।

মণি। হিন্দু হ'লেই অপরাধী ?

১ম সৈনিক। হ্যাঁ।

মণি। তবে আমি মুসলমান।

১ম সৈনিক। মিথ্যে কথা বল্‌ছ!

২য় সৈনিক। তুমি হিন্দু—তুমি কাফের। তোমায় বধ করায় বহু পুণ্য আছে আমাদের।

মণি। মিছেমিছি একটা নিরপরাধী হিন্দুকে বধ ক'রে তোমাদের পুণ্য আছে?

১ম সৈনিক। হ্যাঁ, আছে।

মণি। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) দোহাই বাবা, আমায় প্রাণে মেরো না! মরতে বড় ভয় আমার।

২য় সৈনিক। তাতে আমাদের কি?

মণি। (পূর্ব্ববৎ) মাপ কর—মাপ কর বাবা! এই জোড় হাত ক'রে মাপ চাচ্ছি।

১ম সৈনিক। এই চাওয়াচ্ছি! (হত্যায় উদ্যত)

রজতের পুনঃ প্রবেশ।

রজত। মর্ তবে পাপি! (অস্ত্রাঘাত)

১ম সৈনিক। উঃ, দুষমন্—শয়তান— (মৃত্যু)

২য় সৈনিক। কাফের! (রজতকে আক্রমণ)

রজত। কাফেরের হাতে নিপাত যাও যবন!

[অস্ত্রাঘাত, ২য় সৈনিক ধরাশায়ী হইল]

মণি। তুমি—আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন। আপনার ঋণ জীবনে শুধতে পারব না।

রজত। শুধবার দরকার নেই। এখন পালাই চলুন।

মণি। যুবরাজকে ব'লে আপনাকে সেনাপতির পদ দেওয়াব।

রজত। যা খুসী করবেন, এখন পালাই চলুন; নইলে গুপ্তঘাতকের হাতে দু'জনেরই প্রাণ যাবে। চলুন—চলুন।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

২য় সৈনিক। (ধীরে ধীরে উঠিয়া) ব্যাটা কাফের আমায় মৃত মনে ক'রে ছেড়ে চলে গেল। যদি জানতো যে বেঁচে আছি, তাহ'লে কি আরও দু'এক কোপ না দিয়ে যেতো? (১ম সৈনেকের নাকে হাত দিয়া) নাঃ, একেবারে সাফ্। নাক দিয়ে যখন নিঃশ্বাস পড়ছে না, তখন ঠিক মৃত্যুই হ'য়েছে। আচ্ছা থাক দোস্ত, তুমি এইখানেই শেষ-শয়ন ক'রে! তোমার হত্যাকারীকে শেষ ক'রে ফিরে এসে তোমায় কবর দেবো। যাই এখন, নইলে কাফের পালাবে। [প্রস্থান।

রজতের পুনঃ প্রবেশ।

রজত। মণিলালকে নিরাপদ স্থানে রেখে এসেছি। তাকে সাথে নিয়ে এই ভয়াবহ রাস্তায় যাওয়া বিপজ্জনক। যাই, আর বিলম্ব করা চলে না। এখনি নবাবজাদীর শিবিরে গিয়ে পৌছাতে হবে। সৈনিকের কর্ত্তব্য আমায় পালন করতেই হবে।

দ্বিতীয় সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ।

২য় সৈনিক। করাচ্ছি কর্ত্তব্য পালন।

[রজতের পশ্চাতে তরবারীর আঘাত করিল, রজত আহত হইয়া ভূপতিত হইল]

২য় সৈনিক। দুষমন—কাফের, এই বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ! (আবার আঘাত করিল)

রজত। উঃ—উঃ! শয়তান, মৃতজ্ঞানে তোমায় ফেলে রেখে এসেছিলাম। যদি একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে আসতাম, তাহ'লে এমনভাবে আমায় যেতে হ'তো না।

২য় সৈনিক। তোমার তরবারির আঘাত আমার বিশেষ লাগেনি; বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে আমি মরার মত পড়েছিলাম। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ, বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ!

রজত। শয়তান! (উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল)

২য় সৈনিক। কর্ম্মফল ভোগ কর কাফের!

রজত। উঃ—উঃ, বড় কষ্ট! ভগবান! যুদ্ধ ক'রে মরতে পেলাম না, ঘাতকের হাতে মরতে হ'ল?

২য় সৈনিক। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ছুরিকাহস্তে সৈনিকবেশীনী অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। (সৈনিককে ছুরিকাবিদ্ধ করত) শয়তান!

২য় সৈনিক। কে রে? উঃ! (পতন ও মৃত্যু)

অপর্ণা। রজতদা—রজতদা!

রজত। কে—অপর্ণা?

অপর্ণা। হ্যাঁ—রজতদা, আমি অপর্ণা। আঘাতটা কি খুব জোরে লেগেছে? (রজতের মাথা কোলে লইয়া বসিল)

রজত। অপর্ণা—তুমি! তুমি এখানে—

অপর্ণা। আমি মহারাণীর নারীবাহিনীতে যোগ দিয়েছি, রজতদা!

এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম; দেখি, দস্যু তোমায় আক্রমণ ক'রেছে; তাই ছুটে এলাম।

রজত। কেন তুমি এলে, অপর্ণা?

অপর্ণা। কেন এলাম? কি বল্‌ছ তুমি!

রজত। আঘাতটা ভয়ানক মারাত্মক। আমায় তো বাঁচাতে পারবে না, অপর্ণা!

অপর্ণা। নিশ্চয় পারবো। তা না হ'লে নারায়ণ আমায় এ পথে এখন পাঠাবেন কেন?

রজত। কথা বল্‌তে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে অপর্ণা। উঃ!

অপর্ণা। ওগো, আমার যে আর সহ্য না! ভগবান—ভগবান! আমার জীবন নিয়ে রজতদাকে বাঁচিয়ে দাও!

রজত। অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি আমার হাত ধরে উঠতে পারবে, রজতদা?

রজত। তাতে ফল কি? আমি তো মরতে বসেছি।

অপর্ণা। না-না, আমি তোমায় মরতে দেব না, আমি তোমায় মরতে দেব না। আমার যে আর কেউ নেই রজতদা, আমার যে আর কেউ নেই জগতে!

রজত। দু'দিন আগে যদি এটা জানতে পারতাম, তাহ'লে আমায় এমন ক'রে মরতে হ'তো না অপর্ণা।

অপর্ণা। আমার অপরাধ হ'য়েছে, শাস্তি দাও।

রজত। শাস্তি! কি শাস্তি তোমায় দিতে পারি?

অপর্ণা। যা ইচ্ছা তোমার। তোমার শেষ ইচ্ছায় আমি বাধা দিব না রজতদা!

রজত। তবে এস অপর্ণা—এস হৃদয়েশ্বরি! এস, আমার অন্তিম-শয়নে তোমায় শাস্তি দিয়ে যাই।

[অপর্ণা রজতের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, রজত হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিল]

রজত। কেমন? শাস্তি পেলে?

অপর্ণা। ওগো, কি কঠিন তোমার শাস্তি! আমি তো এ শাস্তির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না!

রজত। এই আমার পাথেয়, অপর্ণা!

অপর্ণা। (স্বগত) ঈশ্বর! আমি ক'রেছি কি! এমন অফুরন্ত প্রেম, এমন স্বর্গীয় ভালবাসা আমি পদদলিত ক'রেছি! আমি বুঝতে পারিনি আগে যে, তুমি এত সুন্দর—এত মধুর—এত মহীয়ান্! ওগো সুন্দর! ওগো মধুর! ওগো মহীয়ান্! তোমার সৌন্দর্য্যে—তোমার মাধুর্য্যে—তোমার মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ। ওগো পুরুষ! আমি যদি ভুলই ক'রেছিলাম, তুমি ভুল করলে কেন? তুমি কেন জোর ক'রে প্রকৃতির কাছে পুরুষের অধিকার নিলে না?

রজত। অপর্ণা, কি ভাবছ?

অপর্ণা। তোমার শাস্তির কথা। তুমি আমায় এমন কঠিন শাস্তি দিলে কেন? আমি কি সইতে পারব?

রজত। পারবে বলে ত দিলাম।

অপর্ণা। আমার কিছু বলবার আছে।

রজত। কি—বল?

অপর্ণা। আমার পাথেয় তো পেলাম না!

রজত। কি পাথেয় চাও, অপর্ণা?

অপর্ণা। (রজতের পদদ্বয় ধারণে) এইখানে আছে আমার পাথেয়। দাও! (রজতের পদধূলি গ্রহণে) আ—! সারাজীবন শুধু দুঃখ পেয়ে এসেছি—অশান্তি পেয়ে এসেছি; কিন্তু আজ যে সুখ পেলাম, তা আর কখনও পাইনি।

রজত। কিন্তু বড় দেরী ক'রে পেলে অপর্ণা!

অপর্ণা। দেরী! দেরী ক'রে পাব কেন?

রজত। আমি তো যেতে বসেছি। আর কতক্ষণ বাঁচব?

অপর্ণা। আমি পরজন্মের অপেক্ষায় রইলাম, প্রিয়! আমরা হিন্দু, পরজন্মে আমাদের বিশ্বাস আছে; এ জন্মে যে কামনা নিয়ে দেহত্যাগ করে, পরজন্মে সে তাই পায়।

রজত। হবে; হয়ত পায়।

অপর্ণা। হয়ত নয়, পায়ই। শোন মুমূর্ষু—শোন পরপার গমনোদ্যত জিতেন্দ্রিয়! যাবার আগে তুমি শুনে যাও। তুমি আমার প্রিয়—তুমি আমার হৃদয়ের আরাধ্য; তুমি আমার ইহকাল—তুমি আমার পরকাল, তুমি আমার স্বামী।

রজত। আ—! মরণে যে এত সুখ—এত আনন্দ, তা তো জানতাম না, অপর্ণা!

অপর্ণা। স্বামি!

রজত। কাছে এস, অপর্ণা, কাছে—খুব কাছে! (অপর্ণা রজতের খুব কাছে সরিয়া গেল) ঊর্দ্ধে ভগবান, আর নিম্নে এই বঙ্গজননী। এঁদের সাক্ষী রেখে আমরা যে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হ'লাম, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, পরজন্মে যেন সে বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়।

অপর্ণা। ঈশ্বর! পূর্ণ কর আমাদের এই প্রার্থনা!

রজত। অপর্ণা, আর বেশীক্ষণ নয়; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে!

অপর্ণা। ওগো, কি কষ্ট হচ্ছে, আমায় বল!

রজত। মৃত্যু-যন্ত্রণা। উঃ—

অপর্ণা। স্বামি! (রজতকে আঁকড়াইয়া ধরিল)

রজত। অপর্ণা—অপর্ণা, গেলাম!

অপর্ণা। চল প্রিয়—চল দেবতা, আমি তোমার পিছনে যাচ্ছি।

রজত। অ-প-র্ণা—

অপর্ণা। ওগো, কিছু বলবে?

রজত। না—

অপর্ণা। তবে অমন করছ কেন?

রজত। ওঃ! অ—প—র্ণা— (মৃত্যু)

অপর্ণা। শেষ—সব শেষ! ওগো, তুমি তোমার কর্ত্তব্য শেষ ক'রে চলে গেলে; আমাকেও আমার কাজ শেষ করতে দাও! তবে আর কেন? (ছুরিকা উঠাইয়া) এস—এস বন্ধু! এস অসময়ের সুহৃদ্! এ দীনার বক্ষ ভেদ ক'রে তার সকল দুঃখের অবসান কর। স্বামি, তোমার পিছনেই যাচ্ছি আমি আমাদের বাসর-ঘর সাজাতে! (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) উঃ!— (মৃত্যু)

।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

গীতকণ্ঠে হিন্দু-সৈন্যগণের প্রবেশ।

গীত।

সৈন্যগণ।—

সাবধান, সাবধান, সাবধান।
লুপ্ত গরীমা দীপ্ত করিতে হও সবে আগুয়াণ ॥
বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরব-রবি দীপ্ত পুরব আকাশে,
নাশিল তিমির, আলোকিত দিশি, যুগান্তরের প্রকাশে;
বাজে দুন্দুভি বাজিছে দামামা, বিজয় শঙ্খনাদ,
ডাকিতেছে ওই হাতছানি দিয়ে, দূরে ফেল অবসাদ;
আমরা স্বাধীন, নহি তো অধীন, গাহি সদা জয়গান ॥

গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। বন্ধুগণ! আমরা গৌড় অধিকার ক'রেছি সত্য, কিন্তু তা সুরক্ষিত করতে পারিনি। নবাব সামসুদ্দীন এখনো জীবিত। তাকে বধ করতে পারলেই আমাদের বহুদিনের আশার সাফল্য হবে। কেমন, পারবে তো?

সৈন্যগণ। পারবো।

গণেশ। তবে এস বন্ধুগণ, নবাব গৌড়ে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই তাকে আক্রমণ করি! [সসৈন্যে প্রস্থান।

সামসুদ্দীনের প্রবেশ।

সাম। শয়তান—শয়তান, রাজা গণেশ নারায়ণ শয়তান! আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার রাজধানী অধিকার ক'রেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের এরূপ বিরাট পরিবর্ত্তন হবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার মুসলমান যোদ্ধাগণ নিমেষেব মধ্যে কোথায় উধাও হ'য়ে চলে গেছে।

গণেশ নারায়ণের প্রবেশ।

গণেশ। শুধু আপনি বাকি আছেন এই গৌড় থেকে উধাও হ'য়ে চলে যেতে।

সাম। বিশ্বাসঘাতক! (আক্রমণ)

গণেশ। সাবধান, নবাব! (প্রতি আক্রমণ)

সাম। কাফের!

গণেশ। যবন!

সাম। বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার সাধ? একটা নগণ্য জমিদার হ'য়ে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর!

গণেশ। যুদ্ধ ঘোষণা কেন নবাব, বাংলার সিংহাসন আমি অধিকার ক'রছি। শক্তি থাকে, বিতাড়িত করুন।

সাম। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমার সিংহাসন অধিকার ক'রে নিয়েছ শয়তান!

গণেশ। আপনিও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আজিম শাহের সিংহাসন অধিকার করেননি?

সাম। সে স্বতন্ত্র কথা। আজিমশা ও আমি উভয়েই ইলিয়াসশাহী

বংশের সন্তান—উভয়েই মসনদের সমান অধিকারী। কিন্তু, তুমি কে? ক্ষুদ্র জমিদার তুমি! কি সাহসে তুমি এসে বসেছ এই বাংলার মসনদে? কে তোমায় প্রলুব্ধ করলে নবাবের বিদ্রোহীতা করতে?

গণেশ। আপনার ভ্রাতৃদ্রোহীতা।

সাম। আমার ভ্রাতৃদ্রোহীতা!

গণেশ। হ্যাঁ। ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বক্ষে যখন ছুরি বসিয়েছেন, তখনই আপনার ভাবা উচিত ছিল যে, আপনারও বক্ষে ছুরি বসাতে কেউ ছুটে আসবে।

সাম। আমাদের নিজস্ব গৃহবিবাদে তুমি হস্তক্ষেপ করতে এস কোন্ অধিকারে?

গণেশ। আত্মশক্তির অধিকারে, আর আপনার প্রজা-নির্য্যাতনের সুযোগে। আপনি আজিমশাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত না করলে, হয়ত আমি আসতে সাহস করতাম না।

সাম। আজিম তোমার সাহায্য চেয়েছিল, সে তোমায় গৌড়-মসনদ অধিকার করতে ডাকেনি।

গণেশ। কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রও একদিন দিল্লীর রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাস্ত করতে মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য চেয়েছিল। তার পরিণাম কি হ'ল, নিশ্চয় আপনি জানেন?

সাম। জানি।

গণেশ। এ তারই পুনরাবৃত্তি। জয়চন্দ্র যদি মহম্মদ ঘোরীকে এদেশে আমন্ত্রণ ক'রে না আনতো, তাহ'লে আমাদের এই হিন্দু-অধ্যুষিত দেশ মুসলমান-কবলিত হ'ত না।

সাম। সাবধান হিন্দু! বাংলার নবাব তোমার সামনে।

গণেশ। সাবধান মুসলমান! গৌড়ের রাজা তোমার সামনে।

সাম। ঘৃণিত কুকুর! এতবড় স্পর্দ্ধা, পয়জার হ'য়ে মাথায় উঠতে চাও আজ? •

গণেশ। ভ্রাতৃহত্যাকারী জহ্লাদ! তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য কুত্তা দিয়ে খাওয়াব তোমায়।

সাম। মুখ সামলে কথা কও হিন্দু! আমি মুসলান, আমার জন্ম তোমায় শাসন করতে।

গণেশ। · শোন মুসলমান! বাংলা হিন্দুব, মুসলমানের নয়, মুসলমান বিদেশ থেকে এখানে এসেছে, সে বিদেশী। বাংলার হিন্দু আজ জেগেছে; তার দুই শত বৎসরের ঘুম আজ ভেঙ্গেছে। তার নিজের দেশে সে আর মুসলমানের অধীনে থাকবে না। যদি বাঁচতে চাও, তবে অবনত মস্তকে হিন্দুর বশ্যতা স্বীকার কর।

সাম। মুসলমান মরবে, তবু হিন্দুর বশ্যতা স্বীকার করবে না।

গণেশ। মর তবে মুসলমান!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত গণেশ নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ।

গণেশ। শেষ—শেষ! হিন্দু-স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় সামসুদ্দীনের ছিন্নমুণ্ড আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

অবনীনাথের প্রবেশ।

অবনী। মহারাজ, ছত্রভঙ্গ নবাবসৈন্য যে যেদিকে পারছে, প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে!

গণেশ। তাদের ফিরে আসতে বলুন। বাংলার হিন্দু-মুসলমান আজ থেকে আমার প্রজা—আমার পুত্রস্থানীয়। স্বাধীন হিন্দুরাজত্বে হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য থাকবে না। আমার মুসলমান প্রজাদের এটা বিশেষ ক'রে জানিয়ে দেবেন।

অবনী। যথা আজ্ঞা।

গণেশ। বাংলার হিন্দু-মুসলমান আজ থেকে দুই ভাই; তাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব ঘটতে দেওয়া হবে না। তারা সকলেই স্বাধীন, কেউ পরাধীন নয়। সাঁতোরপতি!

অবনী। মহারাজ!

গণেশ। আমার বহুদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হ'ল—বাংলা আবার বাঙ্গালীর হাতে ফিরে এল। বাংলা—বাংলা, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা! আজ থেকে আবার সান্ধ্য-দীপালোকে আলোকিত হবে তোমার প্রতিটি গ্রাম—প্রতিটি নগরী, আবার মন্দিরে মন্দিরে শুনতে পাব দেবারতির কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি—আবার দেখতে পাব বাংলার হিন্দুর হৃদয়ে নব-স্বাধীনতা লাভের উছল আনন্দ। [উভয়ের প্রস্থান।

ঐক্যতান

পঞ্চম অঙ্ক।

কবরস্থান।

প্রথম দৃশ্য।

আসমানতারার প্রবেশ।

আসমান। পিতা! মরণশীল জগতের সুখ-দুঃখ সব ছেড়ে দিয়ে এই মাটীর তলায় তুমি চিরবিশ্রাম লাভ করছ। তোমার সে বিশ্রামে আমি বাধা দেব না; কিন্তু পিতা, আমার যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই! তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে, আমি কার কাছে দাঁড়াই! নবাব-নন্দিনী আমি, তোমার স্নেহের দুলালী আমি। দুঃখের মুখ তো কখনও দেখিনি পিতা! এত দুঃখ আমি সইব কি ক'রে?

সাকিনার প্রবেশ।

সাকিনা। শাহাজাদি, আমি ফুল এনেছি!

আসমান। এনেছ? দাও। (ফুল লইয়া) পিতা, তুমি ফুল বড় ভালবাসতে; তাই ফুল দিয়ে তোমার কবরস্থান সাজাব। তৃপ্ত হও পিতা, তোমার প্রিয়দ্রব্য নিয়ে তৃপ্ত হও! আমি যে আজ ভিখারিণী। মণি-মুক্তা জহরত কোথায় পাব যে, তাই দিয়ে তোমার কবরস্থান সাজাব? সাকিনা, এস উভয়ে মিলে পিতার সমাধিস্থান সাজাই!

[উভয়ে ফুল দিয়া সমাধিস্থান সাজাইতে লাগিল]

আসমান। সাকিনা, যে যায়, সে কি আর আসে না?

সাকিনা। না, শাহাজাদি!

আসমান। আসে না, না? পিতা, কেন তুমি গেলে? মসনদ ত' ছেড়েই দিয়েছিলে। আবার তার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে কেন? হায়, পিতা! তুমি মসনদী মানুষ ছিলে বলেই ত' তোমায় এত শীঘ্র হারাতে হ'ল। তুমি সাধারণ মানুষ হ'লে হয়ত আরও অনেকদিন তোমায় দেখতে পেতাম। মসনদ—মসনদ, শত মসনদী-মানুষের ধ্বংসের পথ এই মসনদ! জান সাকিনা, পিতা মসনদকে ঘৃণাই করতেন।

সাকিনা। জানি।

আসমান। আমার কি মনে হয় জান?

সাকিনা। কি শাহাজাদি?

আসমান। মনে হয়, পিতা যেন মরেনি, কবরের তলায় শুয়ে তিনি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। মসনদ রক্ষা করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে কিনা, তাই এখন মনের সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি ডাকলেই হয়ত সাড়া দেবেন। ডাকব?

সাকিনা। না।

আসমান। কেন?

সাকিনা। নবাব রাগ করলেন।

আসমান। রাগ করবেন? কেন? আমি ডাকলে তিনি রাগ করবেন কেন? আমি যে তাঁর কন্যা—আমি যে তাঁর স্নেহের দুলালী—আমি যে তাঁর চোখের তারা! তাইতো আদর ক'রে তিনি আমার নাম রেখেছিলেন আসমানতারা! আমি যে তাঁর একাধারে পুত্র কন্যা দুই-ই ছিলাম সাকিনা!

সাকিনা। শাহাজাদি!

আসমান। আমায় বলতে দাও সাকিনা! কর্ম্মক্লান্ত পিতা মসনদের কাজ শেষ ক'রে ফিরে এসে আমায় দেখে তাঁর ক্লান্তি দূর করতেন। আমার চিবুকে হাত দিয়ে কি বলতেন জান?

সাকিনা। কি বলতেন?

আসমান। বলতেন—আসমান, স্নেহের নন্দিনি আমার! আমার পুত্র নেই, তুই আমার পুত্র—তুই আমার কন্যা। আমার অবর্ত্তমানে তুই এই মসনদের কাজ চালাতে পারবি ত' মা?

সাকিনা। আপনি কি উত্তর দিতেন?

আসমান। বল্‌তাম—মসনদের চেয়ে তুমি আমার কাছে ঢের বড়। আমি মসনদ চাই না, তোমায় চাই। তুমি যদি আর কোনদিন এমন ক'রে বল, আমি তোমার সঙ্গে কথাই কইব না।

যদুনারায়ণের প্রবেশ।

যদু। আমি আসতে পারি?

আসমান। নিশ্চয় পারেন যুবরাজ! আমার দ্বার আপনার কাছে সর্ব্বদা অবারিত।

যদু। আমি আপনার শিবিরেই গেছলাম; শুনলাম, আপনি এখানে আছেন। তাই এখানে এলাম।

আসমান। ভালই ক'রেছেন। তা না হ'লে আপনার মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট হ'ত।

যদু। শুধু সময় নষ্টের জন্য নয়। মৃত নবাবের সমাধিতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

আসমান। সাধু উদ্দেশ্য আপনার! এই ফুল আছে, নিন।

যদু। (ফুল দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন)

আসমান। এবার শিবিরে যাবেন, না এখানে বসবেন ?

যদু। মন্দ কি, এইখানেই বা বসলাম ?

আসমান। যা আপনার অভিরুচি।

যদু। পিতা আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।

আসমান। ও, তাই এসেছেন, নইলে নিজে আসতেন না !

যদু। নিজের চেয়ে পিতার আদেশে আসা বেশী আনন্দের।

আসমান। কেন পাঠালেন ?

যদু। আপনাকে নিয়ে যেতে।

আসমান। কোথায় ?

যদু। আপনার প্রাসাদে।

আসমান। আমার প্রাসাদে ! আমার প্রাসাদ ব'লে এখনো কিছু আছে নাকি ?

যদু। পিতা আপনার জন্য নূতন প্রাসাদ তৈরী করিয়েছেন।

আসমান। আপনার পিতায় সহস্র ধন্যবাদ ! তা হ'লে আর কিছু দরকার আমার সঙ্গে নেই ?

যদু। আছে, আরও অনেক দরকার আছে।

আসমান। আছে নাকি ? তবে বলে যান একে একে।

যদু। কিন্তু একটু নির্জ্জন—

আসমান। ও—আচ্ছা ! সাকিনা, তুমি একটু বাইরে যাও ; পরে ডাকলে আসবে। [সাকিনার প্রস্থান।

আসমান। এইবার বলুন, কুমার বাহাদুর !

যদু। আসমান—আসমান, আমার আশা কি পূর্ণ হবে না ?

আসমান। ভেবে দেখুন যুবরাজ, এ আশা পূর্ণ করতে হ'লে বহু বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে আপনাকে! আপনি প্রস্তুত?

যদু। প্রস্তুত। তোমার জন্য সমস্ত বিপদ বরণ করতে আমি প্রস্তুত; তারা—তারা! আসমানের তারার মতই সুন্দর তুমি আসমান। বল, তুমি আমার হবে?

আসমান। হব।

যদু। আ—! (সপ্রেম কটাক্ষপাত)

আসমান। আবার!

যদু। আবার কি?

আসমান। ও-রকম চাইছ কেন?

যদু। তারা, তুমি কত সুন্দরী, তাই চেয়ে দেখছিলাম!

আসমান। আমি কি খুব সুন্দরী?

যদু। আমার চোখে ত' তাই।

আসমান। আপনার স্ত্রীর চেয়েও?

যদু। আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী আছে, তা তুমি জান?

আসমান। জানি।

যদু। জেনেও আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করনি?

আসমান। প্রত্যাখ্যান করি কেমন ক'রে? আমি যে তোমায় তার পূর্ব্বে ভালবেসে ফেলেছি!

যদু। কবে? কখন?

আসমান। যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় পীর-জালালের কবরের সামনে; সেইদিন থেকে।

যদু। আমার পরিচয় না জেনেই আমাকে ভালবেসে ফেল্‌লে?

আসমান। আমি তোমাকেই ভালবেসেছি, তোমার পরিচয়কে তো ভালবাসিনি! সেইজন্য, তুমি কে, তা জানবার প্রয়োজন হয়নি। তুমি আমার মনের মানুষ।

যদু। মনের মানুষ?

আসমান। হ্যাঁ প্রিয়, মনের মানুষ! আমি তো আমার মানুষকেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

যদু। তোমার মনের মানুষ যে হিন্দু হ'য়ে গেল প্রিয়তমে!

আসমান। তাতে ক্ষতি কি! আমার মনের মানুষের জাতি চাই না আমি, মনুষ্যত্ব চাই।

যদু। আমিও তাই।

আসমান। মুসলমান ধর্ম্মমতে আমায় বিবাহ করতে তুমি প্রস্তুত?

যদু। পিতা সম্মতি না দিলেও, আমি মুসলমান ধর্ম্মমতে তোমায় বিবাহ করতে প্রস্তুত।

আসমান। তুমি উদার—তুমি মহৎ! তাই প্রথম দর্শনেই তোমায় চিনতে ভুল করিনি আমি। কিন্তু প্রিয়তম, তোমার পিতার অনুমতি নেওয়া দরকার!

যদু। পিতাকে আমি চিনি। তিনি গোঁড়া হিন্দু। এ বিষয়ে তিনি আমায় অনুমতি দিবেন না।

আসমান। তাঁর অনুমতি না পেলে, ভবিষ্যতে হয়ত তোমায় গৌড় সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হ'তে হবে।

যদু। ক্ষতি নেই। গৌড়-সিংহাসনের চেয়ে তুমি আমার বেশী প্রিয়। গৌড়ের সিংহাসন আমি চাই না, তোমাকেই চাই।

আসমান। আমিও গৌড়ের স্বর্ণ-সিংহাসন চাই না, তোমাকেই চাই

যুবরাজ! তোমায় প্রথম দর্শনেই যেদিন আমি ভালবেসেছিলাম, সেদিন তো জানতাম না যে, তুমি গৌড়-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। শোন যুবরাজ! হিন্দু-ধর্ম্মমতেই হোক, আর মুসলমান ধর্ম্মমতেই হোক, যে কোন ধর্ম্মমতে আমি তোমাকেই বিবাহ কর্‌তে চাই।

যদু। এই তো চাই নবাবজাদি! আমরা কোন ধর্ম্মেরই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নই। সব ধর্ম্মই সমান। একই ঈশ্বর আর একই স্রষ্টা। মানুষই এনেছে ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য।

ফকির নূরকুতুবলের প্রবেশ।

ফকির। ঠিক বলেছেন যুবরাজ, মানুষই ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য এনেছে!

যদু। (বিস্ময়ে) আপনি কে?

ফকির। আমি একজন মুসলমান ফকির।

যদু। আপনার নাম?

ফকির। নূর কুতুবল আলম।

যদু। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য?

ফকির। যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে। সামনেই মৃত নবাবের সমাধি দেখতে পেলাম। তাই তাঁকে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌তে এলাম।

যদু। আপনি ফকির?

ফকির। হ্যাঁ, যুবরাজ! আমি ফকির।

যদু। বল্‌তে পারেন ফকির সাহেব, পৃথিবীতে ধর্ম্ম বড়, না মানুষ বড়?

ফকির। মানুষই বড়। কিন্তু হঠাৎ একথা বলার তাৎপর্য্য?

যদু। তাৎপর্য্য আ'ছে বই কি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনার মৃত নবাবকে শ্রদ্ধা জানান হ'য়েছে?

ফকির। হ'য়েছে।

যদু। তা হ'লে আপনি—

ফকির। হ্যাঁ, যাচ্ছি আমি। সেলাম।

যদু। সেলাম।

ফকির। (স্বগত) আমি সব জানি। তুমি মৃত নবাবের কন্যার প্রেমে পড়েছ। তোমাদের দু'জনের যাতে বিবাহ সংঘটিত হয়, তাই করা আমার উদ্দেশ্য। তুমি গৌড়ের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তুমি যদি আজ মুসলমান নবাবের কন্যাকে বিবাহ কর, তা হ'লে আবার আসতে পারে দূর ভবিষ্যতে গৌড়ের সিংহাসনে মুসলমানের আধিপত্য।

[প্রস্থান।

যদু। চল, আমরাও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

গীতকণ্ঠে শিপ্রার প্রবেশ।

শিপ্রা।— গীত।

কোন্ কুসুম-বাসিত রাতে।
এসেছিলে তুমি ওগো প্রিয়তম, যৌবন-মধু সাথে॥
আমি মধুর আবেশ ভরে
ছিনু তন্দ্রা-মগন ঘরে
চুপি চুপি এসে ঢেলে দিলে মধু সরস বিম্বাধরে,
চমকিত হ'য়ে চেয়ে দেখি তুমি ধরে আছ মম হাতে।
মম অবগুণ্ঠনখানি,
তুমি খুলে ফেলেছিলে টানি,
তন্দ্রা-জড়িত চোখে-মুখে মোর নাহি ছিল কোন বাণী;
মম শিথিল কবরী গিয়াছে খুলিয়া উঠে দেখি আমি প্রাতে।
এস মম অন্তরপুরে,
কেন ভুলে আছ আজি দূরে,
সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে নয়নে অশ্রু ভ'রে;
মম অশ্রুসিক্ত আনমিত মুখ মুছে দাও নিজ হাতে॥

যদুনারায়ণের প্রবেশ।

যদু। তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে, শিপ্রা!

শিপ্রা। দরকার না হ'লে আসতে না! বল, কি দরকার?

যদু। অনেকদিন বল্‌ব মনে করেছি, কিন্তু বলবার সুবিধা পাইনি।

শিপ্রা। আজ যদি সুবিধা পেয়েছ, তা হ'লে বলে ফেল।

যদু। না থাক, বলবো না।

শিপ্রা। তবে বলবার দরকার নেই।

যদু। কিন্তু এক দিন তোমায় বলতেই হবে।

শিপ্রা। যে দিন ইচ্ছা বলো।

যদু। তোমার সে কথা আজই শুনতে আগ্রহ হয় না?

শিপ্রা। না।

যদু। কেন?

শিপ্রা। কেন আবার কি? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী। তুমি আমায় এমন কথা কোন দিন বলবে না, যা শুনে আমার কষ্ট হয়।

যদু। আজ তাই বলতে এসেছি। বলব, তুমি শুনবে?

শিপ্রা। বল, শুনবো।

যদু। আমি কিছুদিনের জন্য রাজধানী থেকে অন্যত্র যেতে চাই।

শিপ্রা। কোথায় যাবে?

যদু। তার এখন কিছু ঠিক নেই। তবে যাব, এটা ঠিক।

শিপ্রা। বেশ তো।

যদু। শুধু বেশ তো? আর কিছু নয়?

শিপ্রা। আর কিছু বললে কি তুমি শুনবে? কবে যাবে?

যদু। দু'এক দিনের মধ্যেই।

শিপ্রা। আর কিছু তোমার বলবার আছে?

যদু। না। তা হ'লে আসি।

শিপ্রা। এস। [যদু নারায়ণের প্রস্থান।

শিপ্রা। ওঃ—তুমি এত নিষ্ঠুর, তা জানতাম না! ওগো পাষাণ! তুমি স্পষ্ট ক'রে না বললে আমি বুঝতে পারি তোমার মনের ভাষা। নবাব-নন্দিনী কি আমাপেক্ষা এতই সুন্দরী—এতই মাধুর্য্যময়ী!

করুণার প্রবেশ।

করুণা। যদু এখানে ছিল, না শিপ্রা?

শিপ্রা। হ্যাঁ মা, ছিলেন!

করুণা। কিছু বলে গেল তোমায়?

শিপ্রা। বললেন—তিনি এখন কিছুদিনের জন্য রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র বাইরে যাচ্ছেন।

করুণা। তুমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলে না, বৌমা?

শিপ্রা। ক'রে কিছু লাভ হ'তো না।

করুণা। নবাব-কন্যাকে যদু বিবাহ করতে চায়। তুমি জান?

শিপ্রা। জানি।

করুণা। আশ্চর্য্য! এ জেনেও তুমি তাকে কিছু বলনি?

শিপ্রা। না। যিনি পিতার কথা শুনেন না, তিনি আমার কথা শুনবেন, তার মানে কি মা?

করুণা। যদু কিন্তু কোনদিনই মুখ ফুটে আমাদের কাছে এ কথা বলেনি ত' বৌমা!

শিপ্রা। অসৎ কাজ পিতামাতার কাছে বলতে সাহস হয় না।

করুণা। সত্যই যদি সে মুসলমান-নারী বিবাহ করে, মহারাজ তার মুখ দেখবেন না, তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

শিপ্রা। পিতা যা ভাল বুঝেন, তাই করবেন।

করুণা। কিন্তু তোমার জন্যই আমার যত চিন্তা, মা!

শিপ্রা। চিন্তায় কোন ফল নেই মা! অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

করুণা। নন্দনের ফুল্ল পারিজাত এই শিপ্রা! তাকে কষ্ট দিও না নারায়ণ! যদুর সুমতি দাও প্রভু! এস শিপ্রা, মহারাজ তোমায় এখন ডাকছেন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌড়-রাজসভা।

গণেশনারায়ণ, নরসিংহ ও অবনীনাথ আসীন;
স্তুতিপাঠকগণ গাহিতেছিল।

গীত।

স্তুতিপাঠকগণ।—

জয় গৌড়েশ্বর কর্ম্মী মহান্।
জয় প্রজাপালক জয় রিপুনাশক
পরদুঃখ-কাতর মহাপ্রাণ॥
উঠেছিল বঙ্গে শত হাহাকার,
রক্তের স্রোতে লোকে ভাসে অনিবার,
বঙ্গ-বিজেতা তুমি বাঁচায়েছ বঙ্গ,
ধ্বংস হ'তে তারে করিয়াছ ত্রাণ॥
শঙ্কিত শত্রু তব নাম স্মরণে,
পুলকিত মিত্র তব জয়গানে,

প্রিয় তুমি সবাকার, সবে ভাবে তুমি তার,
সত্যাগ্রহী তুমি উদার মহান্।
যতদিন হিন্দু রহিবে জগতে,
ততদিন ঘোষিবে তব যশোগান॥

[প্রস্থান।

গণেশ। ফকির সাহেবের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছেন, নরসিংহ ?

নবসিংহ। রাখছি মহারাজ!

গণেশ। এই ফকির ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। অধিকাংশ মুসলমানই তাঁকে ধর্ম্মগুরু বলে মান্য করে। মুসলমান ওমরাহগণ আমার বিরুদ্ধে গোপনে এঁর সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করছে, তা আপনি জানেন ?

নরসিংহ। জানি বই কি মহারাজ!

গণেশ। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহকে এই ফকির সাহেবই বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান ক'রেছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম শাহ আমাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কাছে পরাভব স্বীকার ক'রে ফিরে গেছেন। তাঁর ফিরে যাওয়াব পর আমি ষডযন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তি বিধান করি।

নরসিংহ। ভালই ক'রেছেন।

গণেশ। আরাকানের রাজা রাজ্য হতে বিতাড়িত হ'য়ে বাংলায় এসে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমি তাঁর সাহায্যার্থে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। সেই সৈন্যের সাহায্যে তিনি হৃত রাজ্য উদ্ধার ক'রে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমার সামন্তরূপে নিজেকে স্বীকার ক'রেছেন।

নরসিংহ। রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে গেলে, এসব অতি প্রয়োজনীয়।

গণেশ। নরসিংহ! অবনীনাথ! আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া, বড় সাধের এই হিন্দু রাজত্বের ভিত্তি যেন শিথিল না হয়।

অবনী। তার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব, মহারাজ!

নরসিংহ। আমারও তাই সঙ্কল্প, গৌড়েশ্বর!

গণেশ। রাজ্যে বর্ত্তমানে কোথাও অশান্তি নেই; সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। আমার নিরপেক্ষ শাসনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিপুল সম্ভাব সংস্থাপিত হ'য়েছে। মন্দিরের পার্শ্বে মসজিদের চূড়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেবালয়ের কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনি এখন মসজিদে উপসনা-রত মুসলমানের কর্ণে প্রবেশ ক'রে কোন বিদ্বেষের ভাব আনে না। নারী ও শিশুর প্রতি অত্যাচারের কিম্বা অন্যায় আচরণের আমি কঠোর শাস্তি বিধান করি। মৃত নবাবদের পরিবারবর্গের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছি এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য রাজভাণ্ডার থেকে মাসিক অর্থ দেবারও ব্যবস্থা ক'রেছি।

নরসিংহ। গৌড়েশ্বরের ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নি।

গণেশ। কিন্তু এত ক'রেও আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না। আমার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে আসছে, কি যেন অনাগত বিপদের চিন্তা আমায় অহরহ ব্যাতিব্যস্ত করে ফেলছে। আমার মনে হয়, আমি বেশী দিন বাঁচব না। ভয় হয়, নরসিংহ, আমার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া আমার সাধের হিন্দুরাজত্ব হয়ত আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

নরসিংহ। কেনই বা আপনার এত শীঘ্র মৃত্যু হবে, আর কেনই বা আপনার হিন্দুরাজত্ব ধ্বংস হবে? বাঙ্গালী হিন্দু তো এখন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে।

গণেশ। আমার সুখের সংসারে, আমার শান্তির আগারে, আমার সাধের রাজ্যে, আমার পুত্রই অশান্তির ধারা ঢেলে দিচ্ছে। আমি আপনার জামাতার উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বলছি, বৈবাহিক!

অবনী। যদুনারায়ণকে তো রাজসভায় উপস্থিত থাক্‌তে দেখি নাই অনেক দিন।

গণেশ। কেমন ক'রে দেখবেন? সে কি বাড়ীতে থাকে? সে যে—যাক্‌, পিতা হ'য়ে পুত্রের অধঃপতনের কথা কেমন ক'রে বলি?

অবনী। নবাবনন্দিনীর সঙ্গে যদুনারায়ণের যে মেলামেশার সংবাদ আমরা শুনতে পাই, তা কি সত্য?

গণেশ। সত্য বৈবাহিক, সূর্য্যের মত সত্য এ সংবাদ। যদুনারায়ণ মৃত নবাবকন্যা আসমানতারাকে বিবাহ করতে চায়।

নরসিংহ। ঘরে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, তা সত্ত্বেও—

গণেশ। তা সত্ত্বেও। যদু ঐ নবাবকন্যাকে বিবাহ করবার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।

অবনী। যদুনারায়ণ কি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে চায়?

গণেশ। হ্যাঁ বৈবাহিক! হিন্দু হ'য়ে সে মুসলমান হ'তে চায়, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে! অথচ আমার ঘরে এমন কুসুমের মত কোমল, তুলসীর মত পবিত্র, দেবীর মত সৌন্দর্য্যময়ী পুত্রবধূ বর্ত্তমান। তা সত্ত্বেও সে তাকে পরিত্যাগ ক'রে মুসলমানী বিবাহ করতে চায়।

অবনী। শিপ্রার অন্তঃকরণ বড় কোমল। সে যদি আরও একটু কঠোর হ'তে পারতো, তা হ'লে হয়ত যদুনারায়ণ এতটা অগ্রসর হ'তে পারতো না।

গণেশ। আমি তো কঠোরতায় কারও চেয়ে কিছু কম নই বৈবাহিক। আমার মত এমন কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতাকে সে গ্রাহ্যই করে না। নইলে আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই এই সব অঘটন ঘটছে কেন? আমি মারা গেলে যে কি হবে, তা আমি ভেবেই ঠিক করতে পারছি না।

নরসিংহ। আপনার সঙ্গে যুবরাজের কোনদিন এ বিষয়ে সামনা-সামনি কোন কথা হ'য়েছিল কি ?

গণেশ। সে সাহস যদুনারায়ণের নেই। তার আর যত দোষই থাক না কেন, সে এখনও আমার সম্মুখে মাথা উঁচু ক'রে কোন অপরাধ-মূলক কথা বলতে সাহস করে না।

নরসিংহ। যুবরাজ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু সংবাদ পাচ্ছি, সে সব লোকের মুখ থেকে শোনা সংবাদ। কিন্তু এ সংবাদ অতিরঞ্জিত হ'তেও তো পারে, মহারাজ ?

গণেশ। সংবাদ অতিরঞ্জিত নয় নরসিংহ। অলোক-সামান্যা সুন্দরী এই নবাবকন্যা। তার প্রতি যদুনারায়ণ আসক্ত হ'য়ে পড়েছে ; তার এই প্রবল বাসনায় ইন্ধন যোগাচ্ছে ওমরাহগণ আর ঐ ফকির সাহেব। এ সংবাদ অতি সত্য। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'য়েছি।

নরসিংহ। খুবই চিন্তার বিষয় মহারাজ !

গণেশ। রূপোন্মত্ত যুবক লাস্যময়ী নবাব-কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যে এমন অভিভূত হ'য়ে পড়েছে যে, তার জন্য সে পিতা-মাতা স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন—এমন কি গৌড়ের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকার পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে বিধর্ম্মী হ'তে চায়, যে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে অপর এক নারীকে বিবাহ করতে চায়, সে পুত্র হ'লেও, আমি তাকে ক্ষমা করব না।

নরসিংহ। তা হ'লে আপনি যুবরাজ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করতে চান বঙ্গাধিপতি ?

গণেশ। বহু কষ্টে—বহু সাধ্য সাধনায়—বহু রক্তপাতে এই মুসলমান-

কবলিত বাংলার সিংহাসন হিন্দুর অধিকারে এনেছি। আমার অবর্ত্তমানে যদুনারায়ণ যদি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে এই সিংহাসনে আরোহণ করে, তাহ'লে আমি প্রেতমূর্ত্তি হ'য়ে ছুটে আসব তাকে বাধা দিতে; ছায়ামূর্ত্তি ধরে সজোরে চেপে রাখব হিন্দুর রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা এই সিংহাসন, যাতে মুসলমান যদুনারায়ণ এতে বসতে না পারে। নরসিংহ —নরসিংহ! (ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন)

নরসিংহ। শান্ত হোন্ মহারাজ!

গণেশ। যদু—যদু, ওরে হতভাগ্য সন্তান! পিতার প্রতি কি তোর এতটুকুও কর্ত্তব্য নেই? পুত্র হ'য়ে মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য তুই যদি না করিস, তাহ'লে আমার ততটা দুঃখ নেই; কারণ তুই এক পুত্র দূরে থাকলেও, আমার শত পুত্র—প্রজাগণ রয়েছে আমার কাছে। আমার জন্য আমি ভাবি না; কিন্তু আমাব পুত্রবধূ,—তোর বিবাহিতা পত্নী, যাকে তুই "যদেদং হৃদয়ং মম, তদেদং হৃদয়ং তব" ব'লে এনেছিস, তার ভবিষ্যৎটা একবারও ভেবে দেখলি না!

নরসিংহ। কুমারের এই দুষ্কর্ম্মের জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তাহ'লে ওই ফকিরের দলকেই করতে হয়। ফকিরের দলকে আপনি শিক্ষা দেন মহারাজ!

গণেশ। কোন ফল নেই সচীব-প্রধান! নিঃসম্পর্কীয় যুবক-যুবতীর অবাধ সম্মিলনে যা হয়, এ তাবই ফল। ফকির সাহেব তার নিজের জাতির স্বার্থের জন্য এরূপ উৎসাহ দিচ্ছে।

অবনী। জাতির স্বার্থের জন্য?

গণেশ। হ্যাঁ বৈবাহিক। স্বজাতির স্বার্থের জন্য ফকির সাহেবের দল যাতে নবাব-কন্যার সঙ্গে যদুনারায়ণের বিবাহ দিতে পারে, সেই চেষ্টা

করছে। এতে তাদের সুবিধা; কারণ বাংলার সিংহাসনে আবার তারা দেখতে পাবে মুসলমানের উপবেশন।

অবনী। এর প্রতিবিধান কি কিছু নেই?

গণেশ। প্রতিবিধান করতে পারি, কিন্তু তা কতদূর কার্য্যকরী হবে, তা বলা যায় না। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে আবার বসবে মুসলমান। বাংলা—বাংলা, সোনার বাংলা—হিন্দুর বাংলা! ভয় হয়, তোমায় পেয়েও আবার না হারাতে হয়। হিন্দুর মধ্যে এমন কেউ বীর নেই, যে আমার মৃত্যুর পর বাংলার হিন্দু-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। যে পারে, সে আজ মুসলমান হ'তে চলেছে। হায়, নারায়ণ! একি করলে?

নরসিংহ। যাতে আমরা জোর ক'রে এ বিবাহ বন্ধ করতে পারি, তার চেষ্টা করা উচিত।

গণেশ। জোর ক'রে বিবাহ বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন করা যায় না। যদুনারায়ণ আমারই পুত্র, আমি তাকে ভাল-ভাবেই জানি। সে যদি আমার কাছ থেকে এ বিষয়ে বাধা পায়, সে হ'য়ে উঠবে আরও ভয়ঙ্কর। এখন তবুও তাকে শোধরাবার সময় আছে, তখন তাও থাকবে না। এ বিষয়ে আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণার প্রয়োজন। চলুন, আজকের মত সভা ভঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

যদুনারায়ণ ও আসমানের প্রবেশ।

যদু। তুমি যাবে তারা?

আসমান। যাবো।

যদু। কিন্তু এ বেশে নয়।

আসমান। যে বেশে নিয়ে যাবে, সেই বেশেই যাব।

যদু। পায়ে আলতা পরতে হবে।

আসমান। পরবো।

যদু। সিঁথিতে সিঁদূর আঁকতে হবে।

আসমান। আঁকবো।

যদু। শাড়ী পরতে হবে।

আসমান। পরবো; তুমি যা বলবে, তাই করবো। তুমি আমায় দেখে হয়তো মুসলমানের মেয়ে ব'লে চিনতেই পারবে না। ঠিক যেন তোমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়ে।

যদু। আমি তো এখন আর হিন্দু নই?

আসমান। তা নাই হও। এতদিনের হিন্দুয়ানী, কি তুমি ত্'দিন মুসলমান হ'য়ে ভুলে যাবে!

যদু। তুমি হিন্দুর মেয়ে সেজে আমার পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে তারা?

আসমান। কেন পারবো না স্বামি ?

যদু। পিতার মরণাপন্ন অসুখ। এ সময় পুত্র হ'য়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত নয় কি ?

আসমান। নিশ্চয়! নইলে পাপভাগী হ'তে হবে।

যদু। কিন্তু তুমি যেতে চাইছ কেন ?

আসমান। চাইব না? সে কি গো! তিনি আমার শ্বশুর। পুত্রবধূ হ'য়ে শ্বশুরের অন্তিম-শয্যায় তাঁকে দেখতে যাব না ?

যদু। ভয় হয় তারা। তিনি যদি তোমার অমর্য্যাদা করেন ?

আসমান। ক্ষতি নেই। তবুও শেষ-দেখা দেখবো।

যদু। কিন্তু—

আসমান। কিন্তু কি ? আমি যে পুত্রবধূ।

যদু। কিন্তু তুমি যে মুসলমানী।

আসমান। মুসলমানী কি মানুষ নয়।

যদু। মানুষ; কিন্তু হিন্দুর পুত্রবধূ নয়। তারা—তারা, এইখানেই পিতাকে আমার সবচেয়ে বেশী ভয়। তিনি সবকে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মত্যাগীকে ক্ষমা করতে পারেন না।

আসমান। আমি তো ধর্ম্মত্যাগী নয়, প্রিয়তম !

যদু। তিনি হয়ত তোমায় ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু আমায় করবেন না; কারণ আমি স্বধর্ম্মত্যাগী।

আসমান। তোমায় নিয়েই তো আমি। আমায় যদি তিনি ক্ষমা করেন, তবে তোমায়ও ক্ষমা করবেন। চল স্বামি, আমরা যাই।

যদু। তাহ'লে যাওয়াই ঠিক ?

আসমান। নিশ্চয়ই।

যদু। তবে হিন্দুবধূর সাজে সজ্জিত হও।

আসমান। আর তুমি?

যদু। আমি তো নামে মুসলমান হ'য়েছি; হিন্দুত্ব এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়ান। তা ছাড়া, পিতা হয়তো এখনও জানেন না যে, আমি মুসলমান হ'য়েছি।

আসমান। জেনেছেন তিনি নিশ্চয়। সবাই জানলে এ কথা, আর সমগ্র বাংলার অধিপতি তিনি, তোমার পিতা তিনি, তিনিই এ কথা জানেন না?

যদু। সুস্থ থাকলে তিনি নিশ্চয় জানতেন। এখন পীড়িত কিনা, হয়তো নাও জানতে পারেন!

আসমান। জানুন আর নাই জানুন, আমাদের যেতেই হবে; নইলে পাপভাগী হ'তে হবে। চল যাই।

যদু। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

পীড়িত গণেশনারায়ণ, করুণা ও শিপ্রা।

করুণা। এখন শরীরটা কেমন মনে হচ্ছে?

গণেশ। মনে হওয়ার কিছু নেই, এবার যেতে পারলেই বাঁচি।

করুণা। না-না, ওকথা ব'লো না স্বামি! তোমায় তো আমরা যেতে দেবো না এখন।

গণেশ। দেবে না বল্‌লে, সে তো শুনবে না। যাবার সময় হ'লে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে।

শিপ্রা। এমন কি বৃদ্ধ হ'য়েছেন যে, এখনই আপনাকে যেতে হবে?

গণেশ। পাগলি মা আমার! কোথায় তুমি? কাছে এস মা!

শিপ্রা। (কাছে গিয়া) কাছেই তো আছি পিতা!

গণেশ। শিপ্রা—মা!

শিপ্রা। পিতা, বড় কষ্ট হচ্ছে! পায়ে হাত বুলিয়ে দেব?

গণেশ। না মা, পায়ে হাত বুলাতে হবে না!

শিপ্রা। কি কষ্ট হচ্ছে, পিতা?

গণেশ। কষ্ট—কষ্ট, হ্যাঁ, কষ্ট! কিন্তু—

করুণা। ওগো, তুমি একটু চুপ ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা কর!

গণেশ। আর ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে কি হবে করুণা? এইবার মহাঘুমের অপেক্ষায় আছি।

করুণা। কিন্তু অন্য দিনের চেয়ে আজ তো ভাল আছ ?

গণেশ। হ্যাঁ, কিছু ভাল ব'লেই তো মনে হয়।

করুণা। তবে এমন করছ কেন, স্বামি ?

গণেশ। আচ্ছা! বলতে পার করুণা, পিতার চেয়ে কি অভিমানটাই বড় হয় ?

করুণা। কার কথা বলছ তুমি ? যত্নর কথা ?

গণেশ। হ্যাঁ। তুই না হয় খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছিস। তাই বলে এমন কি তোর অভিমান যে, মৃত্যু শয্যায় শায়িত পিতা, তাকে একবার শেষদেখাও দেখতে আসবি না ?

করুণা। যত্নকে এখানে আসতে সংবাদ পাঠাব মহারাজ ?

গণেশ। না-না-না, সংবাদ পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

করুণা। তবে যে ওরকম ক'রে বল্‌লে ?

গণেশ। বল্‌লাম ; নারায়ণ বলালেন, তাই বললাম। কিন্তু তার মুখ আমি আর দেখব না।

করুণা। হাজার দোষ সে করুক, তা হ'লেও সে আমাদের পুত্র। তাকে ক্ষমা কর রাজা !

গণেশ। ক্ষমা! ক্ষমা! আমার এই সরলা অচঞ্চলা দেবী-প্রতিমা মাকে যে অবজ্ঞা ক'রে চলে যায়, তাকে আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি না করুণা। দেখ দেখি একবার আমার শিপ্রা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

শিপ্রা। কেন পিতা ? আমার তো কিছু হয়নি।

গণেশ। হয়নি ? তবে দিন দিন এমন ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন রে বেটি ?

শিপ্রা। ও এম্‌নি।

গণেশ। হুঁ—এমনি! শিপ্রা! শিপ্রা! সাঁতেরাধিপতির সাদর-পালিতা তনয়া! বাংলার অধিপতি আমি, আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, তোমায় একটি দিনের জন্যও সুখী করতে পারলাম না। আমার বাড়ীতে এসে মা আমার দুঃখই ভোগ করলে শুধু।

শিপ্রা। এমন স্নেহময় শ্বশুরের পুত্রবধূ আমি, আমার আবার দুঃখ কোথায় পিতা? আমি তো বেশ সুখেই আছি।

গণেশ। সুখেই আছ বটে! স্বামী উপেক্ষিতা নারি! তুমি খুব সুখেই আছ।

শিপ্রা। অদৃষ্টে যা আছে, তা তো কেউ খণ্ডন করতে পারবে না পিতা!

গণেশ। বাংলার অধিপতি আমি, সহস্র লোকের দোষের শাস্তিদাতা আমি! আমার নিজের পুত্রের দোষের শাস্তি দিতে পারি না। অথচ—

করুণা। যা পার না, তা নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। চিকিৎসক তোমায় বেশী কথা বলতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

গণেশ। চিকিৎসক নিষেধ করে গেছে বেশী কথা বলতে? কিন্তু বেশী কথা বললে মানুষ মরে না করুণা! মানুষ মরে, যদি সে তার অন্তর্নিহিত পীড়াদায়ক বেদনা প্রকাশ করতে না পারে।

করুণা। ওগো! তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।

গণেশ। করুণা! কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কেউ এল কি এখানে?

করুণা। কই! কেউ তো আসে নি।

গণেশ। আসেনি? কিন্তু মনে হ'ল কে যেন এল।

করুণা। না, কেউ আসে নি।

গণেশ। এই ঘরে হয় তো সে আসে নি। কিন্তু ঘরের বাইরে

এসে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে তো সে। দেখ তো বৌমা! কেউ ওখানে এল কিনা।

শিপ্রা। আপনি ভুল শুনেছেন পিতা! আমরা তো কোন শব্দ পাইনি।

গণেশ। সে কি আর ঢাক বাজিয়ে আসবে মা, যে তোমরা শুনতে পাবে! অপরাধী যুবক নিজের ভুল বুঝতে পেরে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে তার পিতার সামনে আসবে ধীরে, অতি ধীরে, নিস্তব্ধে। সে শব্দ—পুত্রের পদশব্দ অস্পষ্ট হলেও, পিতা ঠিক তা শুনতে পায়।

করুণা। যদু তো কই আসেনি রাজা! কিন্তু আমার মন বলছে, সে ঠিক আসবে।

গণেশ। কেমন ক'রে জানলে করুণা, সে আসবে?

করুণা। আমি যে তার মা। আমারই স্তনদুগ্ধে পালিত, তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত সে। বিধর্মী হ'য়েছে ব'লে পিতৃস্নেহ ভুলে যাবে? এত স্বার্থপর—এত হৃদয়হীন হবে আমাদের সন্তান? তা হ'তে পারে না।

গণেশ। কিন্তু সে এলে তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না, বল?

করুণা। আচ্ছা, তাই হবে।

গণেশ। আমি রাজা। সে পুত্র হ'লেও প্রজা। আমি রাজার কর্ত্তব্য করব; প্রজার কৃত অপরাধের আমি শাস্তি দেব।

করুণা। তাই দিও। এখন একটু ঘুমোও।

গণেশ। ঘুম না এলে, ঘুমোই কি করে বল তো?

শিপ্রা। ঘুমোবার চেষ্টা না করলে, কি ক'রে ঘুম আসবে পিতা!

গণেশ। তবে আমার সামনে আমার আরাধ্য দেবতা চক্রধারী নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করতো মা! আমি ঘুমোবার চেষ্টা করি।

শিপ্রা। আচ্ছা; আপনি শুনুন।

গীত।

শিপ্রা।—

এস বৃন্দাবন-ধন, এস হে গোকুলচন্দ্র।
তব কীর্ত্তন গানে ব্যথিত জীবনে, পাই যে পরমানন্দ॥
এস শ্রীগোপাল কিঙ্কিণী পরি রুণু-ঝুনু ধ্বনি সাথে,
এস বনমালা পরি, ওহে বনমালি, ময়ূরপুচ্ছ মাথে;
বিজয়-শঙ্খ আর করে লযে চক্র,
বরাভয় বাণী মুখে এস হে ত্রিবক্র,
এস মৃত্যুবারণ দুরিতহরণ, শুভাশীষে নাশি যত মন্দ॥

[গণেশ নারায়ণ অর্দ্ধ ঘুমঘোরে আছন্ন হইলেন]

করুণা। শিপ্রা! মহারাজ বোধ হয় ঘুমিয়েছেন।

শিপ্রা। ভালই হ'য়েছে মা! ঘুমোলেই রোগের শান্তি।

গণেশ। (জাগরিত হইয়া) করুণা! করুণা!

করুণা। (ব্যস্ত হইয়া) কি? কি?

গণেশ। শিপ্রা! শিপ্রা!

শিপ্রা। পিতা! পিতা!

গণেশ। স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখলাম করুণা! বড় ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম।

করুণা। স্বপ্ন মিথ্যা। তুমি শান্ত হও।

গণেশ। মিথ্যা—মিথ্যা! স্বপ্ন মিথ্যা?

করুণা। স্বপ্ন সব সময়েই মিথ্যা। তুমি ভয় পেয়ো না যেন।

গণেশ। মৃত্যুবারণ হে নারায়ণ! মৃত্যুবারণ হে নারায়ণ!

করুণা। হ্যাঁ, নারায়ণের নাম কর। শঙ্কটত্রাতা আমাদের সমস্ত সঙ্কট মোচন করবেন।

গণেশ। স্বপ্নে দেখলাম, বাংলার সিংহাসন আবার অধিকার করেছে মুসলমান। করুণা—করুণা, আমার অস্ত্র!

করুণা। অস্ত্র কি হবে? এ কি যুদ্ধস্থল?

গণেশ। করুণা, দেবে না আমায় অস্ত্র? শিপ্রা, আন ত' মা আমার অস্ত্র! হিন্দুর সিংহাসন থেকে মুসলমানকে তাড়িয়ে দিই।

শিপ্রা। আপনি স্বপ্ন দেখে উত্তেজিত হ'য়েছেন পিতা! এখন অস্ত্র নিয়ে কি করবেন?

গণেশ। করুণা দিলে না, তুমিও দিলে না? যদু—যদু, যদুনারায়ণ, আন্ত' বাবা আমার অস্ত্র!

করুণা। যদু তো এখানে নেই।

গণেশ। নেই—না? যদু এখানে নেই। কিন্তু আছে তো সে আমার এই রাজ্যের মধ্যেই? যেখানে থাক না কেন, আমার ডাক শুনে সে এসে আমায় একখানা অস্ত্র দিয়ে যেতে পারে না? যদু—যদু!

করুণা। বোধ হয় ভ্রম।

শিপ্রা। তাই সম্ভব।

গণেশ। যদু—যদু, আসবি না—আসবি না আমার ডাকে? বাংলার রাজা তোকে ডাকছে না;—স্নেহান্ধ পিতা তোর মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আকুল কণ্ঠে ডাকছে। তুই কি সে ডাকে সাড়া দিবি না?

করুণা। দেওয়ানজীকে একবার এখানে আসতে খবর পাঠান যাক। কি বল শিপ্রা?

শিপ্রা। সেই ভাল। আপনি এখানে বসুন; দেওয়ানজীকে ডাকবার জন্য আমি কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গণেশ। শিপ্রা কোথায় গেল করুণা?

করুণা। দেওয়ানজীকে ডাকবার লোক পাঠাতে।

গণেশ। ভাল ক'রেছে; দেওয়ানজীকে আমার বিশেষ দরকার। দেওয়ানজী এলে তিনি যদুকে নিশ্চয়ই ডেকে নিয়ে আসতে পারবেন। শিপ্রা—শিপ্রা, বৌমা!

শিপ্রার পুনঃ প্রবেশ।

শিপ্রা। এই যে বাবা, আমি এসেছি!

গণেশ। আচ্ছা মা, নবাব-নন্দিনী কি তোমার মত ঠিক এমনি বাবা বলে আমায় ডাকতে পারে না?

শিপ্রা। কেন পারে না পিতা, খুব পারে!

গণেশ। তবে যদু তকে সঙ্গে নিয়েও তো এখানে আসতে পারে। আসবার বাধা কি আছে মা?

শিপ্রা। কিছু না।

গণেশ। যদু ভেবেছে, সে মুসলানী বিবাহ ক'রেছে বলে আমি তাকে ক্ষমা করব না। কিন্তু ওরে অভিমানীপুত্র! তুই কি কোনদিন এসে তোর কঠোর—স্নেহান্ধ পিতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলি?

নরসিংহের প্রবেশ।

নরসিংহ। মহারাজ!

গণেশ। কে—নরসিংহ?

নরসিংহ। হ্যাঁ মহারাজ! আপনি কেমন আছেন?

গণেশ। যাবার উদ্যোগ করছি নরসিংহ।

নরসিংহ। (কাছে গিয়া) এখন আগের চেয়ে তো ভাল আছেন ব'লে মনে হয় মহারাজ !

গণেশ। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ্ করে জ্বলে উঠে, এও তাই। রাজ্যের সংবাদ কি নরসিংহ ?

নরসিংহ। সংবাদ ভালই। এখন ওসব ভাববেন না।

গণেশ। না ভেবে যে পারি না !

নরসিংহ। ভাবলে তো অসুখ বেড়ে যাবে !

গণেশ। করুণা—করুণা ! (ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন)

করুণা। কি—কি স্বামি ?

গণেশ। করুণা, ধর—ধর, আমায় শক্ত ক'রে ধর ; আমায় যেন নিয়ে যেতে না পারে !

করুণা। (ধরিয়া) এইত' খুব শক্ত ক'রেই ধরেছি। কার সাধ্য, কে তোমায় নিয়ে যাবে ?

গণেশ। শিপ্রা—শিপ্রা, মা আমার ! তুমিও ধর—তুমিও আমায় শক্ত ক'রে ধর।

শিপ্রা। (গণেশের পদতলে উপবেশন)

গণেশ। যাও—যাও, সরে যাও ; দূরে—অতি দূরে সরে যাও। যাব না—যাব না, আমি এখন যাব না।

শিপ্রা। কাকে যেতে বলছেন ? কেউ তো আসেনি।

গণেশ। এসেছে—এসেছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না মা ; সে এসেছে। ঐ যে—ঐ যে, সেই বীভৎস মূর্ত্তি ! ঐ যে সেই খল খল হাসির শব্দ—ঐ সেই ভীষণ রক্তনয়ন ! বিশ্রী—অতি বিশ্রী চাউনি !

করুণা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু থাম !

গণেশ। আমি তো থামতে চাই, কিন্তু সে থামতে দেয় কই, করুণা? ওকে যেতে বল—ওকে যেতে বল।

করুণা। কাকে যেতে বল্‌ব?

গণেশ। যে এসেছে, তাকে।

করুণা। কৈ—কেউ ত' আসেনি?

গণেশ। আসেনি—আসেনি, কেউ আসেনি! তবে কি—তবে কি আমি ভুল দেখলাম? না-না, ভুলই বা বলি কেমন ক'রে! আমি যে স্পষ্ট দেখেছি তাকে চোখে। তার ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষ যে এখনও আমার ত্রাসের সঞ্চার করছে! কে—ও?

করুণা। কেউ নয়, ও ভ্রম—ও মিথ্যা।

গণেশ। মিথ্যা! না রাণি, ও মিথ্যা নয়—ও মিথ্যা নয়! ও শাশ্বত—ও সত্য।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।— গীত।

ও যে শাশ্বত অতি সত্য, নহে তো অনিত্য।
যুগ যুগান্ত ধরিয়া যে ও, করে যায় নিজ কৃত্য॥
জীবের জীবনে খেলে ছিনিমিনি,
তাড়ালে না যায় করে টানাটানি,
দুর্ব্বার ও, কেহ নাহি চায়, তবু আসে অতি সত্য।
ভুলে না'ক ছলছল আঁখিজলে,
কোল হ'তে শিশু লয়ে যায় বলে,
ঝটিকার মাঝে ঘূর্ণি ও যে, নাহি জানে কেহ তথ্য॥

[প্রস্থান।

গণেশ। ভৈরব—ভৈরব, যেও না; শোন—শোন!

করুণা। ওকে ডাকলে ত' ও আসে না; যখন আসে ও নিজেই আসে। সুতরাং ওকে ডেকে লাভ কি? তুমি ঘুমোও।

গণেশ। হ্যাঁ, ঘুম—ঘুম, মহাঘুম। করুণা, যদু এলে তুমি তাকে ব'লো, আমাও মুখে সে যেন— না-না-না, সে মুসলমান—সে মুসলমান, আমি হিন্দু—আমি ব্রাহ্মণ। মুসলমান হ'য়ে ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি করবে? হ'লেই বা সে পুত্র! ওঃ—ওঃ! (অবসন্ন হইয়া চুপ করিলেন)

করুণা। স্বামি—স্বামি!

শিপ্রা। পিতা—পিতা!

নরসিংহ। মহারাজ—মহারাজ!

গণেশ। য—দু—

করুণা। মহারাজকে তারকব্রহ্ম নাম শোনাও বৌমা!

শিপ্রা। (কাণের কাছে) গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।

গণেশ। য—দু—

যদুনারায়ণের প্রবেশ।

যদু। পিতা, এই যে আমি এসেছি! আপনার অবাধ্য পুত্র আমি, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। ক্ষমা করুন অপরাধী পুত্রকে। [গণেশের পদতলে উপবেশন]

গণেশ। য—দু—

যদু। পিতা! (কাঁদিতে লাগিল)

করুণা। এলি যদি, তবে আর একটু আগে আসতে হয় রে হতভাগ্য পুত্র! যদু যদু ব'লে তোকে করবার ডেকেছেন।

যদু। পিতা যে এত শীঘ্র চলে যাবেন, তা তো জানতাম না মা! পিতা—পিতা!

আসমানের প্রবেশ।

আসমান। পিতা!

গণেশ। (আসমানের দিকে নীরব দৃষ্টিপাত) না-রা-য়-ণ (মৃত্যু)

করুণা। একি! একি হ'লো! ওগো, যদুকে যে এত ডাকছিলে, যদু এসেছে! কথা কও—কথা কও।

নরসিংহ। মহারাজ আর কথা কইবেন না, মহারাণি। সকলের মায়াপাশ ছিন্ন ক'রে মহাপ্রস্থান ক'রেছেন—

বাংলার গৌরব।

যবনিকা